পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 236 Sunday, 27 July, 2025 ❋ ৩০ বর্ষ, ২৩৬ সংখ্যা ❋ ১০ শ্রাবণ, ১৪৩২ রবিবার, ২৭ জুলাই, ২০২৫ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

পাকিস্তানকে শিক্ষা দেওয়ার সুযোগ হাতছাড়া, আফসোস কারগিল শহিদ পরিবারের

নয়াদিল্লি, ২৬ জুলাই ঃ সাড়ে এগারো হাজার ফুট উপরে এই পয়েন্ট ২৬ বছর আগে কারগিল যুদ্ধের ইতিহাস বহন করছে। বিজয় দিবসের ঠিক আগে টাইগার হিল, তোলোলিং, বাত্রা পয়েন্টকে যেন শুদ্ধ করে দিতে হাজির হয়েছে মেঘ। সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে চোখের জল মুছছিলেন কারগিল যুদ্ধের বিভিন্ন শহিদের প্রিয়জনরা। তাঁদের গলায় একদিকে যেমন ছিল স্বজন হারানোর যন্ত্রণা, অন্যদিকে ছিল হঠাৎ করে সংঘর্ষবিরতি হওয়ায় অপারেশন সিঁদুর বন্ধ হয়ে যাওয়ার আফসোস। প্রত্যেকেই যা বললেন, তা হল পাকিস্তানকে উচিত শিক্ষা দেওয়ার যে সুযোগ এসেছিল, তা হাতছাড়া করা ঠিক হল না।

ছেলে সুনীল জাংয়ের ছবির অ্যালবাম নিয়ে কারগিল এসেছিলেন মা বীণা। ছবির পাতা ওল্টানোর মাঝে চোখের জল মুছতে মুছতে বলছিলেন, এবার খুব ভাল সুযোগ ছিল। পাকিস্তানকে উচিত শিক্ষা দেওয়া উচিত ছিল। ওরা আমাদের ২৭ জনকে মেরেছে, ওদের ২৭০০ জনকে মারা উচিত ছিল। এত তাড়াতাড়ি কেন যুদ্ধ বন্ধ করে দেওয়া হল, জানি না। ওদের আরও ক্ষয়ক্ষতি করা উচিত ছিল। পাকিস্তান বারবার এমন করে, আমাদের দরকার ছিল ওদের আরও শিক্ষা দেওয়া। মুখে ভাই ভাই বলে, মনে অন্য কিছু। মহারাষ্ট্রের এম এন পাটিলের বোন সুরিকা শিণ্ডে বলছিলেন, উচ্চ পর্যায়ে হয়তো কিছু অসুবিধা এসেছিল, কিন্তু শিক্ষা দেওয়া দরকার ছিল। আমাদের সেনার সেই ক্ষমতা আছে। রাইফেলম্যান শহিদ সুভাষ রানার স্ত্রী বিদ্যা বলছিলেন, অপারেশন সিঁদুরের সময় ভারতীয় সেনাবাহিনী অসাধারণ দক্ষতা দেখিয়েছিল, তবে ওরা হামেশাই এই ধরনের অপকর্ম করে। এবার ওদের একেবারে শেষ করে দেওয়া উচিত ছিল। আর কখনও এমন সুযোগ আসবে কি না কে জানে? সতীশ চন্দ্র বাঘেলের ভাই ভানু প্রকাশ বলছিলেন, পাকিস্তান বিষধর সাপ। আমরা ওদের দুধ খাওয়াব, ওরা বারবার আমাদেরই ছোবল মারবে। প্রত্যেকবার অপচেষ্টা করে আর আমাদের সেনার গুঁতো খেয়ে পায়ে পড়ে যায়। উচিত ছিল পিওকে ছিনিয়ে নিয়ে আসা। সেনা পুরো জোশে ছিল। যেই বুঝেছে ওদের সর্বনাশ ঘনিয়ে আসছে, সবার কাছে ভিক্ষা করে সংঘর্ষবিরতি করিয়ে নিল। তবে কিছুটা ভিন্ন সুর গুজরাতের সিপাই শহিদ দীনেশ বাঘেলের ভাই রাজেশ ও নরেশের। বলছিলেন, ওদের ভালমতো জবাবই দেওয়া হয়েছে। আর আমাদের ক্ষতি করার কোনও দুঃসাহস দেখানোর চেষ্টা করা তো দূর, কল্পনাও করবে বলে মনে হয় না। ’৯৯ যুদ্ধের অন্যতম শরিক অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল অসীম কোহলি, যিনি আবার ফ্ল্যাগ ফাউন্ডেশন অব ইন্ডিয়ার সিইও, বলছিলেন, ভারতীয় সেনার এক প্রাক্তন সদস্য হিসাবে বলতে হলে বলব, ওদের বরবাদ করে দেওয়া উচিত ছিল। তবে লড়াই শুধু সেনার নয়।

কার্গিল বিজয় দিবস
ভারতমাতার বীর সন্তানদের বীরত্ব মনে করিয়ে দেয় ঃ প্রধানমন্ত্রী

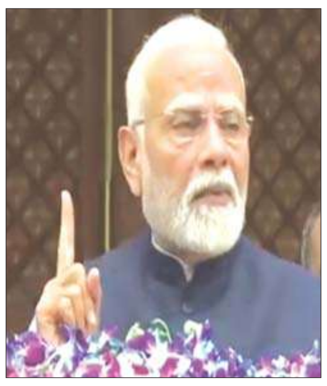

নয়াদিল্লি, ২৬ জুলাই ঃ কার্গিল বিজয় দিবসে শহীদদের আত্মবলিদানের কথা স্মরণ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেছেন, কার্গিল বিজয় দিবস আমাদের ভারতমাতার বীর সন্তানদের অতুলনীয় সাহস ও বীরত্বের কথা মনে করিয়ে দেয়। শনিবার সকালে সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ প্রধানমন্ত্রী মোদী লিখেছেন, কার্গিল বিজয় .দিবসে দেশবাসীকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা। এই উপলক্ষটি আমাদের ভারত মাতার সেই সাহসী সন্তানদের অতুলনীয় .সাহস এবং বীরত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় যারা দেশের আত্মসম্মান রক্ষার জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। মাতৃভূমির জন্য তাঁদের প্রাণ দেওয়ার আবেগ প্রতিটি প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করবে। জয় হিন্দ! কার্গিল বিজয় দিবসে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করলেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। দেশের স্বার্থে শহীদদের আত্মত্যাগকে স্মরণ ও কুর্নিশ করেছেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। শনিবার সকালে এক্স মাধ্যমে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং জানিয়েছেন, কার্গিল বিজয় দিবসে আমাদের সাহসী যোদ্ধাদের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাই, যারা আমাদের দেশের সম্মান রক্ষায় অসাধারণ সাহস, দৃঢ়তা এবং দৃঢ় সংকল্প প্রদর্শন করেছেন। কার্গিল যুদ্ধের সময় তাঁদের সর্বোচ্চ আত্মত্যাগ আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর অটল সংকল্পের চিরন্তন স্মারক। ভারত তাঁদের সেবার জন্য চিরকাল ঋণী থাকবে।

পড়ুয়াদের সুরক্ষায় ১৫ দফা সুপ্রিম গাইডলাইন

নয়াদিল্লি, ২৬ জুলাই ঃ ভারতজুড়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে ক্রমবর্ধমান ছাত্র আত্মহত্যায় চিন্তা বাড়ছে দেশের শীর্ষ আদালতের। এই অবস্থায় পড়ুয়াদের আত্মহত্যা প্রবণতা কমাতে ১৫টি জরুরি নির্দেশিকা বা ‘গাডলইন আনল সুপ্রিম কোর্ট। এই নির্দেশিকা মানতে হবে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, কোচিং সেন্টার, প্রশিক্ষণ অ্যাকাডেমি এবং হোস্টেলগুলিকে। আদালতের পর্যবেক্ষণ, বিপুল সিলেবাস এবং পরীক্ষার চাপ সামলাতে না পেরেই আত্মহত্যা করছে শিক্ষার্থীরা। অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পাশে দাঁড়াচ্ছে না তাদের। সেই কারণেই বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে সুপ্রিম ‘ কী রয়েছে এই গাইডলাইনে?সুপ্রিম নির্দেশিকা অনুযায়ী, এবার থেকে ছাত্রদের মানসিক স্বাস্থ্যের কাউন্সিলিং বাধ্যতামূলক। সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে সক্রিয় রাখতে হবে অভিযোগ গ্রহণ এবং তার প্রতিকার ব্যবস্থা। শীর্ষ আদালতের নির্দেশ, ছাত্রদের ছোট ব্যাচগুলিতেও একজন করে পরামর্শদাতা (মেন্ট র বা কাউন্সিলর) রাখতে হবে, বিশেষ করে পরীক্ষার সময় এবং প্রতিষ্ঠানে নতুন আসার পরে। গোপনে পড়ুয়াদের এই সাহায্য করা হবে। শীর্ষ আদালতের পর্যবেক্ষণ, দেশে পড়ুয়াদের আত্মহত্যার ঘটনা উদ্বেগজনকভাবে বৃদ্ধি আসলে পদ্ধতিগত ব্যর্থতা যা উপেক্ষা করা যায় না। শুক্রবার বিচারপতি বিক্রম নাথ এবং সংদীপ মেহতার বেঞ্চের নির্দেশ, যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ১০০ জনেরও বেশি পড়ুয়া রয়েছে, সেখানে কমপক্ষে একজন মনোবিদ, কাউন্সিলর অথবা সমাজকর্মী নিযগ়ে করতে হবে। এছাড়াও আত্মহত্যা প্রতিরোধ হেল্পলাইন নম্বর চালু করতে হবে ক্যাম্পাস, হোস্টেলে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটগুলিতে তা আপলোড করতে হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের বছরে কমপক্ষে দু’বার মানসিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে। আত্মহত্যার সম্ভাবনা কমাতে আবাসিক হোস্টেলগুলিকে অবশ্যই টেম্পার-প্রুফ সিলিং ফ্যান ইনস্টল করতে হবে এবং ছাদ, বারান্দায় প্রবেশাধিকার সীমিত করতে হবে।

সংসদ রত্ন পুরস্কারের সম্মানিত ১৭ জন সাংসদ

নয়াদিল্লি, ২৬ জুলাই ঃ অনুকরণীয় অবদান রাখার জন্য শনিবার নতুন দিল্লিতে ১৭ জন সাংসদকে সংসদ রত্ন পুরস্কার ২০২৫ প্রদান করা হয়েছে। এই সাংসদদের মধ্যে রয়েছেন বিজেপির রবি কিষাণ এবং দীনেশ শর্মা, কংগ্রেসের বর্ষা গায়কোয়াড়, এনসিপি-এসপির সুপ্রিয়া সুলে এবং শিবসেনা-ইউবিটি-র অরবিন্দ সাওয়ান্ত। একটি বেসরকারি সংস্থা এই পুরস্কারগুলি প্রদান করেছে। এই অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে কেন্দ্রীয় সংসদ বিষয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজু বলেন, এই পুরস্কার হল সাংসদদের অসাধারণ কর্মকাণ্ডের স্বীকৃতি। তিনি এদিন এই পুরস্কার প্রাপ্ত সকল সাংসদকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

বাজল পুজোর ঘণ্টা!
আগামী সপ্তাহেই পুজো কমিটির সঙ্গে প্রস্তুতি বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী

দুরন্তবার্তা, কলকাতা, ২৬ জুলাই ঃ হাতে গোনা আর মাস দুয়েক। সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহে এবছর দুর্গাপুজো। এর মধ্যেই বেশিরভাগ বিগ বাজেটের পুজোগুলির প্রস্তুতিও

শুরু হয়ে গিয়েছে। সেই কাজ আরও একটু এগিয়ে দিতে শহরের বড় পুজোকমিটিগুলির সঙ্গে বৈঠকে বসছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সূত্রের খবর, আগামী ৩১ জুলাই নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে এই বৈঠক হবে। পুজো উদ্যোক্তাদের পাশাপাশি ওইদিনের আলোচনায় অংশ নেবে কলকাতা পুলিশ, কলকাতা পুরসভা, দমকল বিভাগ, সিইএসসি, পরিবহণ বিভাগের শীর্ষ আধিকারিকরা। এবছর কি পুজোয় অনুদান আরও বাড়ানোর ঘোষণা করবেন মুখ্যমন্ত্রী? সেই আশা করছেন উদ্যোক্তারা। চলতি বছর ২৮ সেপ্টেম্বর মহাষষ্ঠী, পুজোর শুরু। অন্যান্য বছরের তুলনায় একটু আগেই। প্রস্তুতির জন্য খুব বেশি সময় নেই হাতে। প্রতিবছর পুজোর আগে প্রস্তুতি বৈঠক করে থাকেন মুখ্যমন্ত্রী। বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব যাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়, তার জন্য তাঁর চেষ্টার ত্রুটি থাকে না। পুজোয় ভিড়ের কথা মাথায় রেখে ট্রাফিক ব্যবস্থা বদল থেকে শুরু করে মণ্ডপের সুরক্ষায় দমকল বিভাগ, বিদ্যুৎ বিভাগকে বাড়তি সতর্কতা, দায়িত্বের কথা মনে করিয়ে দেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেইসঙ্গে বাংলার সমস্ত পুজো কমিটিকে সরকারি অনুদানের কথাও ঘোষণা করেন তিনি। গত কয়েকবছর ধরে ধাপে ধাপে সেই অনুদানের আর্থিক অঙ্ক বাড়িয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। ২০২৪ সালে সেই অনুদানের অঙ্ক ছিল ৮৫ হাজার টাকা। পুজোর প্রস্তুতি বৈঠক এবছরও হচ্ছে। আগামী সপ্তাহেই পুজো উদ্যোক্তাদের নিয়ে বৈঠকে বসছেন মুখ্যমন্ত্রী। ৩১ জুলাই নেতাজি ইন্ডোরে দুর্গাপুজোর প্রস্তুতি নিয়ে আলোচনায় বসতে চলেছেন তিনি। নিরাপত্তার বিষয়টি আলোচনায় অগ্রাধিকার পেলেও পুজো উদ্যোক্তাদের অনুদান নিয়ে বেশি আগ্রহী। এবছর কি সরকারি অনুদান বেড়ে এক লক্ষ টাকা হবে? আগামী বৃহস্পতিবারের বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রীর সেই ঘোষণার দিকে তাকিয়ে তাঁরা সকলে।

বিএলআরও-দের প্রশিক্ষণ শুরু কমিশনের, ‘ষড়যন্ত্র সফল হবে না’, বলছে তৃণমূল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৬ জুলাই ঃ ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে ব্লক লেভেল আধিকারিকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া শুরু করল নির্বাচন কমিশন। শনিবার নজরুল মঞ্চে নদিয়া, দুই ২৪ পরগণা এবং মুর্শিদাবাদ মিলিয়ে শতাধিক ব্লকের বিএলও-দের প্রশিক্ষণ দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। আগামী দিনে পর্যায়ক্রমে অন্য বিএলআরও-দেরও প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। এটাকে ভোটার তালিকার নিবি। সংশোধনীর প্রাথমিক প্রস্তুতি হিসাবেই দেখছে ওয়াকিবহাল মহল। যদিও রাজ্যের শাসকদল বলছে, নির্বাচন কমিশন অন্য রাজ্যে যেভাবে বিজেপির হয়ে কাজ করছে, এ রাজ্যে সেটা সম্ভব নয়।

ভোটার তালিকা সংশোধনের নামে পশ্চিমবঙ্গেও বিহারের মতোই ‘বিশেষ অভিযানের’ আশঙ্কায় ইতিমধ্যেই সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে বাংলার শাসক দল। রাজ্যে যে নিবিড় সংশোধন হতে চলেছে, তেমন কোনও ঘোষণা সরকারিভাবে কমিশন করেনি। কিন্তু কমিশনের একাধিক পদক্ষেপে জল্পনা, রাজ্যে ভোটার তালিকায় নিবিড় সংশোধনের প্রস্তুতি ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে। যার প্রথম ধাপ ব্লক লেভেলে আধিকারিক বা বিএলও-দের প্রশিক্ষণ। যদিও কমিশন সূত্রের দাবি, এটা রুটিন প্রক্রিয়া। ভোটের আগে বিএলও-দের প্রশিক্ষণ দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে। আর এ বছর যেহেতু নিয়ম হয়েছে কোনও চুক্তিভিত্তিক কর্মী দিয়ে ভোটের কাজ করানো যাবে না, তাই বহু নতুন বিএলও নিযুক্ত হয়েছেন। তাই তাঁদের প্রশিক্ষণ আরও বেশি জরুরি।এখানেই শেষ নয়, বৃহস্পতিবার রাজ্য সরকারকে এক চিঠিতে নির্বাচন কমিশন নির্দেশ দিয়েছে বুথ লেভেল অফিসার (বিএলও) এবং তাঁদের তদারকদের বেতনবৃদ্ধি ও বিশেষ অভিযানের জন্য অতিরিক্ত ২,০০০ টাকা ‘ইনটেনসিভ ব্যবস্থা করতে হবে। ২০১৫ সালে নির্ধারিত ওই ভাতার পরিমাণ সংশোধন করে বিএলও-দের জন্য বার্ষিক ১২,০০০ টাকা এবং তত্ত্বাবধায়কদের জন্য ১৮,০০০ টাকা ভাতার কথা বলা হয়েছে চিঠিতে। সেইসঙ্গে ‘বিশেষ সারসংক্ষেপ সংশোধন (এসএসআর) বা বিশেষ সংশোধন (এসআর) অথবা অন্য কোনও বিশেষ অভিযানের’ জন্য আলাদা ভাবে ২,০০০ টাকা বরাদ্দের নির্দেশও দিয়েছে কমিশন, যদিও সেই ‘ অভিযানে’র ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি চিঠিতে। এই চিঠির সময়টি নিয়ে জল্পনা আরও তীব্র হয়েছে। রাজ্যে ভোট এখনও অন্তত ৯-১০ মাস পরে। তাহলে এখনই কোন ‘বিশেষ অভিযান’ করতে চাইছে কমিশন? জল্পনার মধ্যেই পালটা লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছে তৃণমূল। দলের রাজ্য সহ-সভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদার বলছেন,নির্বাচন কমিশন সব ভোটমুখী রাজ্যে বিজেপিকে সাহায্য করার জন্য কাজ করছে। বাংলাতেও সামনে ভোট। সেই চেষ্টা ওরা করবে। কিন্তু বাংলায় কাজটা সহজ হবে না। কারণ রাজ্যের প্রতিটি বুথে তৃণমূলের সংগঠন রয়েছে। প্রত্যেক বৈধ ভোটারের সঙ্গে তৃণমূলের যোগাযোগ আছে। পশ্চিমবঙ্গে এই ষড়যন্ত্র কাজে দেবে না, কারণ বুথে বুথে তৃণমূল কর্মীরা রুখে দাঁড়াবেন।

বিজেপি শাসিত রাজ্যে বাঙালি হেনস্থায় উদ্বিগ্ন বিদেশি সংস্থাও! মমতা

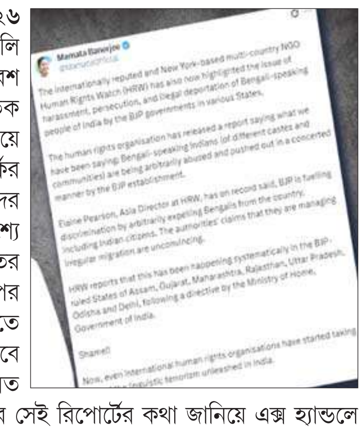

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৬ জুলাই ঃ বাংলার বাইরে বাঙালি ‘হেনস্তা’ অভিযোগের রেশ আছড়ে পড়েছে আন্তর্জাতিক মহলেও। এবার বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করল নিউ ইয়র্কের এক মানবাধিকার সংস্থা। তাদের এক রিপোর্টে বিষয়টি প্রকাশ্যে এসেছে। তাতে উল্লেখ, ভারতের বাংলাভাষী লোকজনের উপর বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে অত্যাচার এবং অবৈধভাবে থাকার অভিযোগে ফেরত পাঠানো হচ্ছে। শনিবার তাদের সেই রিপোর্টের কথা জানিয়ে এক্স হ্যান্ডলে পোস্ট করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

নিউ ইয়র্কের স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা হিউম্যান রাইটস ওয়াচের এশিয়ার কর্ণধার এলায়েন পিয়ারসনের বক্তব্য উঠে এসেছে সেই রিপোর্টে। তাঁর বক্তব্য, বিজেপি বাঙালিদের দেশ থেকে বের করে দেওয়ার ষড়যন্ত্র করছে। অবৈধভাবে বসবাসকারী নামে যে কোনও নাগরিককে হেনস্তা চলছে। রিপোর্টটিতে আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে বিজেপি শাসিত অসম, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ, ওড়িশায় এমন ঘটনা বেশি ঘটছে।

নিজের এক্স হ্যান্ডলে তা শেয়ার করে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের প্রতি মমতা বংেদ্যাপাধ্যায়ের আক্রমণ, বাঙালি হেনস্তা নিয়ে বাংলার সরকার যে প্রতিবাদ করেছে, তাকে মান্যতা দিল আন্তর্জাতিক সংস্থাও। এটা খুব লজ্জার! এবার তো এসব বন্ধ হোক। প্রসঙ্গত, দিন কয়েক ধরে বাংলার বাইরের রাজ্যগুলিতে কর্মরত পরিযায়ী শ্রমিকরা বাংলায় কথা বললেই তাঁদের অত্যাচারের মুখে পড়তে হচ্ছে বলে বারবার অভিযোগ উঠছে। কারও কারও বৈধ নথি থাকা সত্ত্বেও ‘অপমান’ তকমা দিয়ে পুশব্যাকের চেষ্টা চলছে। ভিনরাজ্যে এভাবে বাংলা ও বাঙালির ‘ নিয়ে ইতিমধ্যেই পথে নেমেছে তৃণমূল। আগামী ২৭ জুলাই থেকে জেলায় জেলায় ‘ আংেদালনে’র ডাক দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল নেত্রী। এবার বিষয়টি নিয়ে নিউ ইয়র্কের মানবাধিকার সংস্থার রিপোর্ট উল্লেখ করে সোশাল মিডিয়া পোস্ট মুখ্যমন্ত্রীর।কদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে কেন্দ্রীয় সংসদ বিষযক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু বলেন, এই পুরস্কার হল সাংসদদের অসাধারণ কর্মকাণ্ডের স্বীকৃতি। তিনি এদিন এই পুরস্কার প্রাপ্ত সকল সাংসদকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

ভাইরাল ভিডিও কাণ্ডে লালবাজারে অভিযোগ দিলীপের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৬ জুলাই ঃ একটি ঘনিষ্ঠ মুর্হূতের ভিডিও নিয়ে তোলপাড় রাজ্য রাজনীতি। যার সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছে বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষের নাম। এবার সেই ঘটনার প্রেক্ষিতে সাইবার ক্রাইম পুলিশে অভিযোগ জানালেন দিলীপ। আমাকে বদনাম করার ষড়যন্ত্র হয়েছে, সামাজিক মাধ্যমকে কাজে লাগিয়ে রাজনৈতিক কেরিয়ার কালিমালিপ্ত করা হচ্ছে, এই লিখে জয়েন্ট’ কমিশনারকে (ক্রাইম) চিঠি দিয়ে তদন্তের আর্জি জানালেন দিলীপ। লালবাজারের সাইবার ক্রাইমে পাঠানো চিঠিতে দিলীপ লিখেছেন, ‘তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হয়েছে। আমার রাজনৈতিক কেরিয়ার কালিমালিপ্ত করতে, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে সামাজিক মাধ্যমে একটি ভিডিও ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে।’ এই ঘটনার তদন্ত শুরু করতে বলে তিনি লিখেছেন, ‘দ্রুত তদন্ত করে, এর পিছনে থাকা ব্যক্তি অথবা সোর্সকে চিহ্নিত করে আইনত ব্যবস্থা নেওয়া হোক।’ আইনানুযায়ী তাঁদের শাস্তির দাবি জানিয়েছেন, বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি। উল্লেখ্য, সোশাল মিডিয়ায় সম্প্রতি কয়েকটি ছবি ও ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছে তাতে বলা হচ্ছে, সেটি না কি, দিলীপ ঘোষের ব্যক্তিগত মুহূর্ত! যদিও দিলীপের ঘনিষ্ঠ মহল বলছে, এই ছবিগুলি যে ফেক এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে ছড়ানো, তাতে কোনও সন্দেহ থাকার অবকাশ নেই। ওই ছবিতে যাকে দেখা গিয়েছে তিনি কোনওভাবেই দিলীপ ঘোষ নন। প্রশ্ন হল, ওই ভিডিও যদি দিলীপ ঘোষের না হয়ে থাকে, তাহলে সোশাল মিডিয়ায় সেই ভুয়ো-ছবি ভিডিও ছড়াচ্ছে কারা? তদন্তের আর্জি নিয়ে লালবাজারের দারস্থ দিলীপ ঘোষ।

‘ভুল হয়েছিল, বুঝতে পারিনি’, ২১ বছর পর স্বীকারোক্তি রাহুলের?

নয়াদিল্লি, ২৬ জুলাই ঃ জাতিগণনা নিয়ে নিজের ভুল প্রকাশ্যেই স্বীকার করে নিলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। ২০০৪ থেকে তিনি সক্রিয় রাজনীতিতে। অথচ ওবিসিদের দু ঃখ-দুর্দশা বুঝতে তাঁর দু’দশকের বেশি সময় লেগে গিয়েছে। শুক্রবার দিল্লিতে তালকাটোরা স্টেডিয়ামে কংগ্রেসের ওবিসি সম্মেলনে মেনে নিয়েছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা। দিল্লির তালকাটোরা স্টেডিয়ামে কংগ্রেসের ওবিসি সম্মেলনে রাহুল বলেন, ২০০৪ সাল থেকে সরাসরি রাজনীতিতে যোগ দিয়েছি। কিন্তু সেই সময় কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন সরকার ক্ষমতায় ছিল। কিন্তু আমরা জাতিগণনা করাতে পারিনি। এটা কংগ্রেস বা সরকারের ত্রুটি নয়। আমার ত্রুটি। অনেক পরে বুঝতে পেরেছি। তাই দেরিতে হলেও সংশোধন করে নিচ্ছি। রাহুলের বক্তব্য, জাতিগত জনগণ তালকাটোরা স্টেডিয়ামে এদিন ছিল কংগ্রেসের ‘ভাগিদারি ন্যায় সম্মেলন’। সেখানে রাহুল রাজনৈতিক ভুলের কথা অকপটে স্বীকার করে বলেন, ২১ বছর রাজনীতিতে আছি। যখন পিছনে তাকিয়ে রাজনৈতিক জীবনের আত্মবিশ্লেষণ করি তখন দেখতে পাই, সবচেয়ে বড় ভুল যা করেছি তা হল, ওবিসিদের স্বার্থরক্ষার জন্য যতটা কাজ করার প্রয়োজন ছিল, ততটা করতে পারিনি।

বিপাকে হিজবুল প্রধান সৈয়দ সালাউদ্দিন, জেহাদি নেতাকে ফেরার ঘোষণা আদালতের

২৬ জুলাই ঃ কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদের মুখ সৈয়দ সালাউদ্দিনের বিরুদ্ধে এবার সক্রিয় ভারতীয় বিচারবিভাগ। হিজবুল গোষ্ঠীর প্রধান ওই জঙ্গিনেতাকে ফেরার ঘোষণা করল শ্রীনগরের আদালত। শ্রীনগরের ওই বিশেষ আদালত জানিয়ে দিল, গ্রেপ্তারি পরোয়ানা মেনে আত্মসমর্পণ না করলে তার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার প্রক্রিয়া শুরু হবে। কাশ্মীরে জঙ্গি কার্যকলাপে পাকিস্তানের মদত দেওয়ার অভিযোগ নতুন নয়। কিন্তু সালাউদ্দিন কাশ্মীরে বসেই স্থানীয় যুবকদের বিপথে চালনা করে সন্ত্রাসবাদী সাম্রাজ্য তৈরি করে ফেলেছিল। হিজবুল মুজাহিদিনকে কাজে লাগিয়ে লশকর, জইশের মতো সংগঠনের সমান্তরালভাবে কাশ্মীরে সন্ত্রাস চালিয়েছে সালাউদ্দিন। কাশ্মীরে জঙ্গিদের অর্থ জোগানের অভিযোগের তদন্তে এখন এনআইএর নিশানায় সেই জঙ্গি গোষ্ঠী হিজবুল মুজাহিদিন। বুদগামের শইবাগ এলাকার বাসিন্দা সালাউদ্দিন ১৯৯৩ সাল থেকে পাক-অধিকৃত কাশ্মীরে বসে উপত্যকায় নাশকতার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ইতিমধ্যেই বেআইনি কার্যকলাপ প্রতিরোধ আইনের অধীনে (ইউএপিএ) ‘ঘোষিত অপরাধী’ বলেছে আদালত। আমেরিকাও সালাউদ্দিনকে ‘আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদী’ আখ্যা দিয়ে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। সেই সালাউদ্দিনকে এবার ফেরার ঘোষণা করল শ্রীনগরের বিশেষ আদালত। এনআইএর আবেদন মেনে শুক্রবার সালাউদ্দিনকে ‘ফেরার ঘোষণা করা হয়েছে। সেই সঙ্গে জানানো হয়েছে, সালাউদ্দিন আত্মসমর্পণ না করলে তার সম্পত্তিও বাজেয়াপ্ত করা হবে।এনআইএ-র তরফে জানানো হয়েছে, জঙ্গি গোষ্ঠী হিজবুল প্রতিষ্ঠাতা তথা প্রধান মহম্মদ ইউসুফ শা আলিয়াস সইদ সালাউদ্দিনের আরও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হবে ভবিষ্যতে। যদিও হিজবুল প্রধান বর্তমান ভারতীয় গোয়েন্দাদের ধরা ছোঁয়ার বাইরে। পাকিস্তানের আশ্রয়ে রয়েছে। সালাউদ্দিনের দুই ছেলেও এখন পাকিস্তানের নিরাপদ হেফাজতে।

‘দেশপ্রেমিক হয়ে উঠুন’,বম্বে হাই কোর্টে ধমক খেল সিপিএম

মুম্বাই, ২৬ জুলাই ঃ গাজায় ইজরায়েলি গণহত্যার অভিযোগে মুম্বইয়ের আজাদ ময়দানে বিক্ষোভ করতে চেয়েছিল সিপিএম। কিন্তু অনুমতি দেয়নি পুলিশ। তার বিরুদ্ধে বম্বে হাই কোর্টে মামলা দায়ের করে তারা। শুক্রবার সেই আর্জি খারিজ করে দেওয়া হয়েছে। শুধু তাই নয়, হাই কোর্টের বিচারপতি রবীন্দ্র ঘুগে এবং বিচারপতি গৌতম অখণ্ডের ডিভিশন বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, ‘অদূরদর্শী’ ভাবনা, আগে দেশপ্রেমিক হয়ে উঠুন। হাজার-হাজার মাইল দূরের বিষয় নিয়ে মাথা ঘামানোর পরিবর্তে ভারতের নাগরিকদের সঙ্গে সম্পর্কিত ইস্যুগুলির দিকে নজর দেওয়া উচিত সিপিএমের।’ হাই কোর্টের পর্যবেক্ষণকে ‘সংবিধানবিরোধি বলে বিবৃতি দিয়ে পাল্টা আক্রমণ করেছে সিপিএম পলিটব্যুরো। শুক্রবার বিচারপতি ঘুগে সিপিএমকে তীব্র ভৎর্সনা করে বলেন, আমাদের দেশেও বেশ কিছু সমস্যা মোকাবিলা করতে হয় আমরা এরকম কিছু চাই না। আমি দু ঃখের সঙ্গে বলতে বাধ্য হচ্ছি, আপনারা মোটেও দূরদর্শী নন আপনারা গাজা এবং প্যালেস্তাইনের বিষয় নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন আপনারা কেন নিজের দেশের জন্য কিছু করছেন না দেশপ্রেমিক হয়ে উঠুন গাজা এবং প্যালেস্তাইনের পক্ষে কথা বলা দেশপ্রেম নয় আমাদের নিজের দেশের স্বার্থে কথা বলুন আপনারা যা প্রচার করেন, সেটা কাজেও করে দেখান।’ হাই কোর্ট পরামর্শ দিয়েছে, আবর্জনা পরিষ্কার, নিকাশি ব্যবস্থা, বন্যার মতো বিভিন্ন বিষয়ের দিকে নজর দেওয়া উচিত সিপিএমের। বলেছে, ‘আপনারা ভারতে নথিভুক্ত একটি সংস্থা। আবর্জনা ফেলা, দূষণ, নর্দমা, বন্যার মতো ইস্যু তুলে ধরতে পারেন আপনারা। আমরা স্রেফ উদাহরণ দিচ্ছি।’ গাজা নিয়ে

সিপিএম যে অবস্থান নিয়েছে, তা ভারতের বৈদেশিক নীতির থেকে পৃথক। এরকম বিক্ষোভের মারাত্মক কূটনৈতিক প্রভাব হতে পারে বলে হাই কোর্ট সতর্ক করেছে। বিষয়টি মোটেও ভালভাবে নেয়নি সিপিএম। সরাসরি বিবৃতি দিয়ে হাই কোর্টের নিন্দা করেছে তারা। বলেছে, ‘তারা কা ভাষায় বম্বে হাই কোর্টের পর্যবেক্ষণের নিন্দা করছে। আদালত দলের দেশভক্তি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। হয় আদালত একটি রাজনৈতিক দলের সংবিধান প্রদত্ত অধিকার সম্পর্কে সচেতন নয়, অথবা দেশের ইতিহাস এবং স্বাধীন রাষ্ট্রের দাবিতে আন্দোলনে প্যালেস্তাইনের পাশে দাঁড়িয়ে ভারতীয়দের সহমর্মিতার কথা জানে না। কেন্দ্রীয় সরকারের রাজনৈতিক মতের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করে এই পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। আদালত প্যালেস্তাইনের স্বাধীনতাকে সমর্থন করে চল্লিশের দশকে গান্ধীর নীতি, জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ও স্বাধীন ভারতের বৈদেশিক নীতিকে গুরুত্ব দেয়নি। ইজরায়েলের আক্রমণের প্রতিবাদে গোটা বিশ্বে, রাষ্ট্রসংঘে ও আন্তর্জাতিক আদালতে যে নিন্দার ঝড় উঠেছে, তাও হাই কোর্টে গুরুত্ব পায়নি। এই মনোভাবের বিরুদ্ধে আমাদের পাশে থাকতে দেশের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রপ্রেমী মানুষের কাছে আবেদন জানাচ্ছি।’

জয় হিন্দ, জয় ভারত-কার্গিল বিজয় দিবসে রাষ্ট্রপতির শ্রদ্ধাঞ্জলি শহীদদের উদ্দেশে

নয়াদিল্লি,২৬জুলাইঃনয়াদিল্লির রাজপথে সকালটা ছিল এক অন্যরকম আবহে ভরা। ২৬ জুলাই, সেই স্মরণীয় দিন, যেদিন ভারতীয় সেনাবাহিনী কার্গিল যুদ্ধে জয়লাভ করে মাতৃভূমির মর্যাদা রক্ষা করেছিল। সেই ১৯৯৯ সালের বীরগাঁথা আজও ভারতীয় মননে সমানভাবে জাগরূক। এই দিনটি শুধু একটি তারিখ নয়, একটি আবেগ, একটি ইতিহাস, একটি আত্মবলিদানের সুর যা এখনও প্রতিধ্বনিত হয় সীমান্তের প্রতিটি প্রহরে। সেই দিনটিকে স্মরণ করে, কার্গিল বিজয় দিবসের পবিত্র উপলক্ষে, ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু শহীদ বীর সেনানীদের প্রতি জানালেন গভীর শ্রদ্ধা এবং কৃতজ্ঞতা।সকালের সূর্য তখন সদ্য পূর্ব দিগন্তে উদিত হয়েছে। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু তাঁর সরকারি বার্তায় স্মরণ করলেন সেইসব অদম্য সাহসী সেনানীদের, যারা মাতৃভূমির রক্ষার্থে নিজের প্রাণ ত্যাগ করতে দ্বিধা করেননি। তাঁর বার্তায় ধ্বনিত হয়েছে ভারতের সেই গর্ব, যা দেশের প্রতিটি নাগরিকের হৃদয়ে জেগে থাকে। তিনি লিখেছেন, কার্গিল বিজয় দিবস উপলক্ষে মাতৃভূমির জন্য জীবন উসর্গকারী বীর সৈনিকদের প্রতি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাই। এই দিনটি আমাদের জওয়ানদের অসাধারণ বীরত্ব, সাহস এবং দৃঢ় সংকল্পের প্রতীক। দেশের প্রতি তাঁদের নিষ্ঠা এবং সর্বোচ্চ ত্যাগ চিরকাল নাগরিকদের অনুপ্রাণিত করবে। জয় হিন্দ! জয় ভারত!রাষ্ট্রপতির এই বার্তাই যেন ভারতীয় মননে নতুন করে জাগিয়ে তুলল দেশপ্রেমের স্পর্শ। তাঁর কণ্ঠে ভেসে উঠল জাতির গর্ব, তাঁর কথায় ফুটে উঠল এক গভীর শ্রদ্ধাবোধ। রাষ্ট্রপতির এই ভাষ্য শুধুমাত্র প্রথাগত শ্রদ্ধাঞ্জলি নয়, বরং এটি এক জাতীয় অভিজ্ঞান, যা দেশের বীর সন্তানদের রক্তে লেখা ইতিহাসকে নতুন করে সামনে নিয়ে আসে।কার্গিল যুদ্ধের প্রেক্ষাপট যেমন ছিল জটিল, তেমনই তা ছিল বীরত্বগাঁথায় ভরা। পাকিস্তানি সেনারা ছদ্মবেশে ঢুকে পড়েছিল ভারতের কার্গিল সেক্টরে, দখল করেছিল সীমান্তবর্তী গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলি। আর তারই প্রতিরোধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ভারতীয় সেনাবাহিনী। উত্তুঙ্গ পর্বতের বরফ ঢাকা চূড়া, প্রতিকূল আবহাওয়া, শ্বাসরুদ্ধ পরিবেশ-সবকিছুর মধ্যেই অসাধারণ সাহসিকতা এবং কৌশল প্রদর্শন করে ভারতীয় সেনারা একের পর এক পাকিস্তানি চৌকি পুনরুদ্ধার করে।১৯৯৯ সালের সেই দিনগুলো আজও দগদগে স্মৃতি হয়ে আছে জাতির হৃদয়ে। ‘ অপারেশন বিজয়’-এর সাফল্য শুধু একটি কৌশলগত জয় নয়, এটি ছিল দেশের আত্মমর্যাদার পুনরুদ্ধার। বোমা, বারুদ, গুলি আর রক্তের মধ্যে দিয়েই গড়ে উঠেছিল এক নতুন ইতিহাস। কার্গিলের টোলোলিং, পয়েন্ট ৫১৪০, পয়েন্ট ৫৩৭৩-এইসব অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশ এক একটি যুদ্ধের প্রতীক। শহীদ বিক্রম বত্রা, অনুজ নাইয়ার, মনোজ কুমার পাণ্ডের মত অগণিত বীর সেনানীরা তাঁদের অমূল্য প্রাণ ত্যাগ করে রেখে গেছেন এক অমর কীর্তিগাথা।রাষ্ট্রপতির শ্রদ্ধাঞ্জলিতে তাই প্রতিফলিত হল এইসব বীরগাঁথার প্রতি জাতীয় কৃতজ্ঞতা। তাঁর বার্তা মনে করিয়ে দিল, ভারতীয় সেনাবাহিনীর সদস্যরা শুধু ইউনিফর্ম পরিহিত মানুষ নন, তাঁরা দেশমাতার বাস্তব সন্তান, যাঁরা মাটির সঙ্গে মিশে গিয়েও জাতিকে রক্ষা করেন। তাঁদের অবদান কখনও ভুলে যাওয়ার নয়।রাষ্ট্রপতির এই আন্তরিক শ্রদ্ধাঞ্জলি যেমন ছিল গভীর মানসিকতার প্রতিফলন, তেমনই তা আজকের দিনে দেশের প্রতিটি নাগরিককে উদ্বুদ্ধ করার এক শক্তিশালী অনুপ্রেরণা। আজকের প্রজন্ম যারা হয়ত কার্গিল যুদ্ধের সময় শিশু ছিল বা জন্মায়নি, তাদের কাছে এই দিনটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করার প্রয়াসই রাষ্ট্রপতির এই বার্তায় উঠে এসেছে। দেশপ্রেম, সাহস এবং আত্মবলিদানের অর্থ নতুন প্রজন্ম যাতে বুঝতে পারে, সেই চেতনাকে জাগ্রত করার এক নিঃশব্দ আহ্বান এই ভাষ্য।কার্গিল দিবসের এই পবিত্র দিনে রাষ্ট্রপতির শ্রদ্ধাঞ্জলির পাশাপাশি দিল্লি ছাড়াও দেশের বিভিন্ন প্রান্তে কার্গিলের বীরদের স্মরণে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। সামরিক কুচকাওয়াজ, শ্রদ্ধা নিবেদন, যুদ্ধগাথার উপর ভিত্তি করে প্রদর্শনী-সবকিছুতেই একটাই লক্ষ্য, জাতি যেন ভুলে না যায় সেই যোদ্ধাদের কথা, যারা তাদের প্রাণ দিয়ে ভারতের মান রক্ষা করেছেন।আজকের দিনে রাষ্ট্রপতির বার্তাটি একটি বার্তা নয়, এটি যেন একটি জাতীয় প্রতিশ্রুতি। প্রতিশ্রুতি এই যে, শহীদদের আত্মত্যাগ বৃথা যাবে না। তাঁদের রক্তে লেখা ইতিহাসকে সম্মান জানানো হবে প্রতিনিয়ত। রাষ্ট্রপতির কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে সেই অনুভব, যা শুধু একজন রাষ্ট্রনায়কের নয়, বরং একজন ভারতীয়ের হৃদয়ের গভীরতম স্তর থেকে উৎসারিত।যখন তিনি লিখেছেন, জয় হিন্দ! জয় ভারত!, তখন তা যেন আর একটি প্রচলিত স্লোগান নয, বরং তা একজাতীয আত্মপরিচযের মন্ত্রে পরিণত হয়েছে। রাষ্ট্রপতির সেই মন্ত্রধ্বনি এক গভীর অনুভবের বহিঃপ্রকাশ, যা বলে দেয়, দেশ প্রথম, দেশের জন্য জীবন ত্যাগকারী সেনারা আমাদের শ্রদ্ধার সর্বোচ্চ আসনে আসীন।কার্গিল বিজয় দিবসে রাষ্ট্রপতির শ্রদ্ধার্ঘ্য জাতিকে একবারের জন্য থমকে দাঁড়াতে বাধ্য করে। এই থমকে দাঁড়ানো মানেই আত্মপর্যালোচনা, আত্মস্মরণ। কার্গিল শুধু একটি যুদ্ধ ছিল না, এটি এক জাতীয় পরিচয় গঠনের অধ্যায়। রাষ্ট্রপতির বার্তা সেই পরিচযকে নতুন করে মনে করিয়ে দিল-আমরা কৃতজ্ঞ, আমরা গর্বিত, আমরা শ্রদ্ধাশীল।আজ যখন সমগ্র দেশ শহীদদের শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছে, রাষ্ট্রপতির বার্তাটি তখন সেই সম্মান প্রদানের কেন্দ্রীয় সুর। তিনি শুধু একজন সাংবিধানিক প্রধান হিসেবে নয়, একজন সচেতন নাগরিক, একজন মা, একজন ভারতীয় হিসেবে বীরদের আত্মবলিদানকে সম্মান জানিয়েছেন। এই শ্রদ্ধার্ঘ্য আগামী প্রজন্মের কাছে পৌঁছাবে, তাঁদের উদ্বুদ্ধ করবে, এবং জাতিকে আবার মনে করিয়ে দেবে-স্বাধীনতা, নিরাপত্তা ও সম্মান কোনো কিছুই বিনা মূল্যে আসে না। এগুলোর মূল্য চুকিয়েছেন সেইসব অজস্র বীর সেনানীরা, যাঁদের রক্তে রাঙা ভারতের ভূমি।রাষ্ট্রপতির এই শ্রদ্ধার্ঘ্য তাই এক চিরন্তন জাতীয় চেতনার অংশ, যা আগামী দিনগুলোতেও জাতিকে পথ দেখাবে, সাহস জোগাবে এবং মনে করিয়ে দেবে-কার্গিল এক ইতিহাস নয়, এটি এক চিরন্তন প্রেরণা। জয় হিন্দ। জয় ভারত।

‘অপারেশন সিঁদুর’ অব্যাহতঃঅনিল চৌহান

নয়াদিল্লি, ২৬ জুলাই ‘ অপারেশন সিঁদুর’ এখনও শেষ হয়নি বলে শুক্রবার দাবি করলেন চিফ অব ডিফেন্স স্টাফ জেনারেল অনিল চৌহান। তিনি জানান, দেশের সামরিক প্রস্তুতি সবসময় ‘ সর্বোচ্চ স্তরে’ রাখতে হয়। সারা বছর, চব্বিশ ঘণ্টা ধরে তা রাখতে হয়।এদিন এক প্রতিরক্ষা সেমিনারে তিনি বলেন, যুদ্ধে কোনও দ্বিতীয় স্থানাধিকারী থাকে না। যে কোনও সামরিক বাহিনীকে সবসময় সতর্ক থাকতে হবে এবং উচ্চ মাত্রার সামরিক প্রস্তুতি বজায় রাখতে হবে বলে মনে হয়।

বাংলার দুই কৃতী ছাত্রীর সাফল্য, মুখ্যমন্ত্রীর শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন

কলকাতা, ২৬ জুলাই ঃ ফের সাফল্য, প্যায়াদের কৃতিত্বে গর্বিত বাংলা। ইউজিসি - নেট জুন - ২০২৫ পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। সেই পরীক্ষায় বাংলা বিভাগে ১০০ শতাংশ নম্বর পেয়ে দেশের মধ্যেই প্রথম স্থান অধিকার করেছে পূর্ব বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার বাসিন্দা- নিলুফা ইয়াসমিন।সেইসঙ্গে কলকাতার মেয়ে রিক্তা চক্রবর্তীর জয়জয়কার, গণমাধ্যম ও সাংবাদিকতা বিভাগে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে সে। বাংলায় দুই কৃতী ছাত্রীর সাফল্যে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এক্স হ্যান্ডেলে গত বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, তোমাদের এই সাফল্যের জন্য আমাদের রাজ্যকে গর্বিত করেছে। সেইসঙ্গে তিনি বলেন সংশ্লিষ্ট ছাত্রীদের অভিভাবকবৃন্দ, পরিবারের সদস্য ও শিক্ষিক - শিক্ষিকাদের অভিনন্দন বার্তা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

রজনীকান্ত সেনের জন্মদিবসে শ্রদ্ধা নিবেদন মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ২৬ জুলাই ঃ রাজ্য জুড়েই যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে কবি রজনীকান্ত সেনের জন্মদিন পালিত। কান্তকবি হিসেবেই রয়েছে তাঁর অধিক পরিচিতি। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সমসাময়িক এই গীতিকারের তথা রজনীকান্তের রচিত গানগুলিও জনপ্রিয়। বঙ্গভঙ্গ আদেশ রদ করার জন্য দেশজুড়েই ১৯০৫ সালে যে স্বদেশী আন্দোলনের সূত্রপাত সেই সময়ে কান্তকবির রচিত - মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়... গানটির সৃষ্টি হতে বিপ্লবীদের অনুপ্রেরণার যোগান দেয়। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন কবির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এক্স হ্যান্ডেলে এক বার্তায় তিনি জানান, - মায়ের দেওয়া মোটা কাপ।, মাথায় তুলে নে রে ভাই স্বনামধন্য কবি ও গীতিকার রজনীকান্ত সেনের জন্মদিবসে জানাই আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা।

অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের বিক্ষোভের মুখে রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী

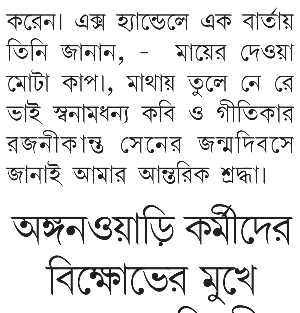

গড়বেতা, ২৬ জুলাই ঃ অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের বিক্ষোভের মুখে পড়লেন রাজ্যের ক্রেতা, সুরক্ষা ও উপভোক্তা দফতরের প্রতিমন্ত্রী শ্রীকান্ত মাহাতো। শনিবার পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার গড়বেতায় সিডিপিও-র কাছে স্মারকলিপি দিতে গিয়েছিলেন অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা। সেই সময়ে বিডিও অফিস থেকে বেরচ্ছিলেন প্রতিমন্ত্রী। দেখা মাত্র তাঁকে ঘিরে ধরেন অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা। চিৎকার করে বলতে শুরু করেন, ‘আমাদের বেতনটা বাড়িয়েও কেটে নিলেন!’ মন্ত্রী অবশ্য দাঁড়িয়ে থেকে সবার অভাব-অভিযোগ শোনেন।

হিমাচল ও উত্তরাখণ্ডে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস, মধ্যপ্রদেশেও জারি সতর্কতা

নয়াদিল্লি, ২৬ জুলাই ঃ মধ্যপ্রদেশ, বিদর্ভ, ছত্তিশগড়, ওড়িশা, গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ এবং ঝাড়খণ্ডে আগামী ২৮ জুলাই পর্যন্ত ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাত অব্যাহত থাকবে, পূর্বাভাসে এমনটাই জানিয়েছে ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি)। এই মাসের শেষ পর্যন্ত হিমাচল প্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, পূর্ব রাজস্থান, উত্তর প্রদেশ, কোঙ্কন এবং গোয়াতেও এই পরিস্থিতি বিরাজ করবে।দেশের দক্ষিণাঞ্চলে, আগামী ৫ দিন ধরে কেরল, মাহে ও উপকূলীয়. এবং দক্ষিণ অভ্যন্তরীণ কর্ণাটকে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের পরিস্থিতি বিরাজ করবে। দিল্লি-এনসিআর-এ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

উত্তর প্রদেশে রাতের অন্ধকারে বিষাক্ত জন্তুর কামড়ে মৃত এক কিশোরী

অমেঠি,২৬ জুলাই ঃ উত্তর প্রদেশের অমেঠি জেলাতে বিষাক্ত জন্তুর কামড়ে মৃত্যু হল এক কিশোরীর। ঘটনাটি ঘটেছে , শুক্রবার রাতে অমেঠির হরগাঁও গ্রামে। শনিবার স্থানীয়. সূত্রে জানা গেছে,সলনি (১২) শুক্রবার রাতে বাড়ির কাজ করছিল। সেই সময় আচমকাই একটি বিষাক্ত জন্তু তাকে কামড়ায়। সঙ্গে সঙ্গে পরিবারের লোকজন তাকে স্থানীয় স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যান। সেখানেই চিকিৎসা চলাকালীন গভীর রাতেই মৃত্যু হয় তার।মৃত সলনির বাবা জানান, তাঁর তিন সন্তান। সলনি দ্বিতীয়। বড় মেয়ে ১৪ বছরের, ছোট ছেলে সংকেতের বয়স ৫ বছর। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহটি

সাংবাদিকদের পাশে মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ, বাড়ল পেনশন, মিলল সম্মানের আশ্বাস

পাটনা,২৬জুলাইঃবিহারে সাংবাদিকদের জন্য এল এক বড়সড় সুখবর। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার এবার তাঁদের পাশে থাকার অঙ্গীকারকে রূপ দিলেন এক বাস্তব পদক্ষেপে। সাংবাদিকদের মাসিক পেনশন উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়ে দিলেন তিনি, শুধু তাই নয়, প্রয়াত সাংবাদিকদের নির্ভরশীল স্ত্রী বা স্বামীর জন্যও ঘোষিত হল আজীবনের আর্থিক সহায়তা। গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ হিসেবে সংবাদমাধ্যমের গুরুত্বকেই তিনি নতুন করে তুলে ধরলেন এই উদ্যোগের মাধ্যমে।২৬ জুলাই, শনিবার সকালেই মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্স-এ একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করেন। তিনি লেখেন, আমি আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি, ‘ বিহার পত্রকার সম্মান পেনশন প্রকল্প’-এর অধীনে, সকল যোগ্য সাংবাদিকদের ৬,০০০ টাকার পরিবর্তে ১৫,০০০ টাকা মাসিক পেনশন প্রদানের জন্য বিভাগকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও, সাংবাদিক পেনশন গ্রহীতার মৃত্যুর পর তাঁর নির্ভরশীল স্ত্রী বা স্বামীকে আজীবনের জন্য ৩,০০০ টাকার পরিবর্তে ১০,০০০ টাকা মাসিক পেনশন প্রদানেরও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।এই ঘোষণার তাপর্য শুধু অর্থনৈতিক নয়, এতে রয়েছে এক সামাজিক এবং নীতিগত বার্তা। সাংবাদিকতা, বিশেষত প্রান্তিক বা ছোট শহরের সাংবাদিকদের জীবনযাপন বহুক্ষেত্রেই সহজ নয়। জীবনের ঝুঁকি, চাপ এবং নানাবিধ প্রতিকূলতার মধ্যে তাঁরা প্রতিনিয়ত সত্য তুলে ধরার লড়াই চালিয়ে যান। অথচ অবসরের পর তাঁদের জন্য নির্দিষ্ট কোনো সুরক্ষা ব্যবস্থাও অনেক সময় অনুপস্থিত থাকে। সেই প্রেক্ষিতেই মুখ্যমন্ত্রীর এই সিদ্ধান্ত এক নতুন দৃষ্টান্ত তৈরি করল।নীতিগত এই ঘোষণার পেছনে রয়েছে গণতন্ত্রের প্রতি অটল আস্থা এবং সংবাদমাধ্যমের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ। মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন, গণতন্ত্রে সাংবাদিকরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তারা গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ এবং সামাজিক উন্নযনে তাঁদের অবদান অনস্বীকার্য। আমরা শুরু থেকেই সাংবাদিকদের সুযোগ-সুবিধার যত্ন নিচ্ছি যাতে তারা নিরপেক্ষভাবে সাংবাদিকতা করতে পারেন এবং অবসর গ্রহণের পরে মর্যাদার সঙ্গে জীবনযাপন করতে পারেন।ভভসাংবাদিকদের মর্যাদা রক্ষায় এবং তাঁদের পেশাগত নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে নীতীশ কুমারের এই পদক্ষেপ বিহার তথা সারা দেশের সংবাদমাধ্যম মহলে এক নতুন আশার সঞ্চার করেছে। বহুদিন ধরেই সাংবাদিক মহলে দাবি ছিল-তাঁদের পেশাগত পরিসরে অবসরের পরও একটি ন্যূনতম আর্থিক সহায়তা এবং সামাজিক সুরক্ষা থাকুক। অবশেষে রাজ্য সরকার সেই দাবির স্বীকৃতি দিয়ে শুধু সাংবাদিকদের নয়, তাঁদের পরিবারকেও সুরক্ষিত রাখার প্রতিশ্রুতি দিল।এই ঘোষণা এমন এক সময়ে এল, যখন গোটা দেশে সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা, সাংবাদিকদের নিরাপত্তা ও পেশাগত মর্যাদা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে বারবার। নানাভাবে সংবাদপত্র ও ইলেকট্রনিক মিডিযা যে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছে, তা আর অজানা নয়। এই পরিস্থিতিতে বিহার সরকারের এই সিদ্ধান্ত কেবল একক রাজ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকছে না, বরং তা জাতীয় স্তরেও এক অনুসরণযোগ্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করছে।এই প্রকল্পের মাধ্যমে শুধুমাত্র বর্তমান পেনশনপ্রাপ্ত সাংবাদিকরাই উপকৃত হবেন না, আগামী প্রজন্মের সাংবাদিকরাও ভবিষ্যতের নিরাপত্তা নিয়ে কিছুটা নিশ্চিন্ত হতে পারবেন। সরকারের পক্ষ থেকে এই সম্মান প্রমাণ করে-সাংবাদিকতা নিছক একটি পেশা নয়, এটি সমাজের প্রয়োজনীয় এবং মর্যাদাপূর্ণ একটি দায়িত্ব।তবে এই ঘোষণার বাস্তবায়ন ও কার্যকারিতা অনেকটাই নির্ভর করবে প্রশাসনিক স্বচ্ছতা ও দ্রুততার উপর। যাঁরা এই প্রকল্পের আওতাভুক্ত হবেন, তাঁদের নাম নথিভুক্তকরণ, পেনশনের অনুমোদন এবং নিয়মিত প্রাপ্তির ব্যবস্থাটি সহজ ও ডিজিটাল করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর ফলে প্রকৃত সাংবাদিকরাই যেন প্রকৃত উপকার পান, তা নিশ্চিত হবে।মুখ্যমন্ত্রীর এই ঘোষণার পর বিহারের বিভিন্ন সাংবাদিক সংগঠন এবং সংবাদমাধ্যমকর্মীরা ইতিমধ্যেই স্বাগত জানিয়েছেন সিদ্ধান্তটিকে। অনেকেই বলছেন, এই ঘোষণায় যেমন সম্মানের ছোঁয়া রয়েছে, তেমনই রয়েছে আর্থিক স্বস্তি। প্রান্তিক সাংবাদিকদের মধ্যে এই বার্তাটি পৌঁছে দেওয়া জরুরি, কারণ তাঁদের মধ্যেই অনেকেই রয়েছেন যারা পেনশন পেতে গিয়ে দীর্ঘদিন ধরে লড়াই করে চলেছেন।নীতীশ কুমারের এই পদক্ষেপ প্রমাণ করে দিলেন, তিনি শুধু প্রশাসক নন, একজন মানবিক নেতৃত্বও। তাঁর চোখে সাংবাদিকরা শুধুই খবরের কারিগর নন, তাঁরা সমাজের বিবেক। আর সেই বিবেকের সম্মান রক্ষা করা সরকারের অন্যতম দায়িত্ব। পেশাদার জীবনে যাঁরা সমাজকে চোখ খুলে দেখতে শিখিয়েছেন, তাঁদের অবসরে সম্মান এবং সুরক্ষা দেওয়া সরকারের নৈতিক কর্তব্য বলেই মানেন নীতীশ কুমার।এই সিদ্ধান্ত অন্য রাজ্যগুলির কাছেও এক চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিল। যেখানে সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা রক্ষার কথা বলা হয, সেখানে বাস্তবিক অর্থে কতটা সুরক্ষা সাংবাদিকরা পান, তা নিয়েও প্রশ্ন তোলা জরুরি। বিহার সেই প্রশ্নের একটি ইতিবাচক উত্তর দিতে পারল।নীতীশ কুমার যে বার্তা দিলেন, তা কেবল আজকের সাংবাদিকদের জন্য নয়, ভবিষ্যতের সাংবাদিকতার পথও স্পষ্ট করে দিল। পেশার প্রতি দায়িত্ববোধ, সরকার ও সাংবাদিকদের সম্পর্ক এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধার মাপকাঠিতে এই ঘোষণাটি এক মাইলফলক হয়ে থাকবে।সংবাদজগতে যাঁরা নিরলস কাজ করে চলেছেন, যাঁদের কলমে উঠে আসে সমাজের আলো-অন্ধকার, যাঁদের প্রশ্নে কেঁপে ওঠে শাসককুল, তাঁদের পাশে দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার জানিয়ে দিলেন-গণতন্ত্রের আসল শক্তি শুধু রাজনীতি নয়, সাংবাদিকতাও। এবং সেই শক্তিকে মর্যাদা দিতেই এই সাহসী পদক্ষেপ।একবিংশ শতাব্দীর ভারতে যেখানে ডিজিটাল মিডিয়ার দাপটে প্রথাগত সাংবাদিকতা নানা সংকটে, সেখানে এই পদক্ষেপ একপ্রকার সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রতিফলন। অর্থনৈতিক সহায়তার বাইরে এর রাজনৈতিক ও সামাজিক তাৎপর্য অনেক গভীরে গিয়ে পৌঁছয়।সব মিলিয়ে, নীতীশ কুমার শুধু আর্থিক সংখ্যা বা।ননি, তিনি সাংবাদিকদের জীবনের মান এবং মর্যাদাকেও বাড়ালেন। পত্রকার সমাজ এই সম্মান চিরকাল স্মরণে রাখবে। এই পদক্ষেপ একটি গভীর বার্তা পাঠাল-যাঁরা সমাজের প্রতিচ্ছবি তুলে ধরেন, তাঁরাও সম্মান ও নিরাপত্তার দাবিদার। সেই দাবি এবার বিহার সরকার স্বীকৃতি দিল।

শান্তিপুর স্টেশনকে ঘিয়ে ৫-দফা উন্নয়ন প্রকল্পের প্রস্তাব রেলমন্ত্রীকে

কলকাতা, ২৬ জুলাই ঃ শান্তিপুর স্টেশনের নাম পরিবর্তন করে শান্তিপুর ধাম করার প্রস্তাব পেশ হল কেন্দ্রের কাছে। শুক্রবার রানাঘাট লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ জগন্নাথ সরকার রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবের সঙ্গে দেখা করে করে উন্নয়নমুখী রেল সংক্রান্ত পাঁচটি বিষয় উত্থাপন করেন। তার মধ্যেই আছে এই নামবদলের আর্জি। যুক্তি হিসাবে সাংসদ বলেন, কারণ এই স্থান দেশ-বিদেশে পবিত্রভূমি হিসেবে পরিচিত।এ ছাড়াও, জগন্নাথবাবু ১) স্টেশন প্রাঙ্গণে স্থায়ী ও সুশৃঙ্খল হকার্স কর্নার নির্মাণের প্রস্তাব দেন, যা কর্মসংস্থান সৃষ্টি করার পাশাপাশি রেলকেও আর্থিকভাবে লাভবান করবে।২) শান্তিপুর-নবদ্বীপ ঘাট রেল পরিষেবা দ্রুত চালুর জন্য আবেদন জানান, কারণ এই রুট ধর্মীয় ও পর্যটন দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।৩) রানাঘাট রেল হাসপাতালমুখী লোকাল ট্রেন চালুর দাবি তোলেন, যাতে রোগী ও সাধারণ মানুষের যাতায়াত আরও সহজ হয়।৪) রানাঘাট-বনগাঁ ডবল রেলপথের নির্মাণ কাজ দ্রুত সম্পন্ন করে পরিষেবা চালুর অনুরোধ জানান।এদিন রাজ্য বিজেপি-র তরফে এ খবর জানা গিয়েছে।

ভারত-মালদ্বীপের বন্ধুত্ব জোরদার করতে প্রবাসী ভারতীয়দের ভূমিকার উল্লেখ প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি ও মালে, ২৬ জুলাই ঃ গত শুক্রবার মালদ্বীপে পৌঁছলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ২০২৩-এর নভেম্বরে সেখানে রাষ্ট্রপতি ডঃ মহম্মদ মুইজ্জুর দায়িত্ব গ্রহণের পর ভারতের প্রধানমন্ত্রীর এটিই প্রথম ওই দ্বীপরাষ্ট্রে সফর। বিমানবন্দরে তাঁকে স্বাগত জানান মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট মহম্মদ মুইজ্জু। মোদীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন মালদ্বীপের প্রবাসী ভারতীয়রাও।প্রবাসী ভারতীয়দের সঙ্গে সাক্ষাতের পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, ভারত ও মালদ্বীপের মধ্যে বন্ধুত্ব আরও জোরদার করার ক্ষেত্রে প্রবাসী ভারতীয়রা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রবাসী ভারতীয়দের সঙ্গে আলাপচারিতা করতে পেরে আমি আনন্দিত এবং উষ্ণ অভ্যর্থনার জন্য তাঁদের ধন্যবাদ জানাই।

আহমেদাবাদে বিমান দুর্ঘটনার পরে ছুটিতে শতাধিক পাইলটঃমুরলীধর মোহন

নয়াদিল্লি, ২৬ জুলাই ঃ আহমেদাবাদে এয়ার ইন্ডিয়ার বোয়িং ৭৮৭-ড্রিমলাইনার বিমান দুর্ঘটনার চার দিন পরে ১১২ জন পাইলট চিকিৎসা করানোর জন্য ছুটি নিয়েছেন। গত বৃহস্পতিবার বিমান পরিবহণ প্রতিমন্ত্রী মুরলীধর মোহন একথা জানিয়েছেন। তিনি জানান, ৫১ জন কমান্ডার এবং ৬১ জন ফ্লাইট অফিসার সে দিন ছুটির অনুরোধ জানিয়েছিলেন।গত বৃহস্পতিবার লোকসভায় এক প্রশ্নের জবাবে মুরলীধর জানান, ২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বিমান সংস্থাগুলিকে নোটিস পাঠিয়ে বলা হয়েছিল, পাইলটদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার পাশাপাশি ‘ মানসিক স্বাস্থ্য’র মূল্যায়নও যেন করা হয়। পাইলট ও বিমানকর্মীদের মানসিক স্বাস্থ্য ঠিক রাখার জন্য বিমান সংস্থা এবং বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষগুলিকে ‘ স্বতন্ত্র প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা’ চালু করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

মৃত বা বিদেশিরা কোন যুক্তিতে ভোটার তালিকায়, প্রশ্ন জ্ঞানেশের

নয়াদিল্লি, ২৬ জুলাই ঃ মৃত ভোটারদের বা বিদেশিদের কোন যুক্তিতে ভোটার তালিকায় রেখে দেওয়া যায়, সে বিষয়ে প্রশ্ন তুললেন খোদ মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার। বিধানসভা নির্বাচনের আগে বিহারের ভোটার তালিকা সংশোধনের সিদ্ধান্তে বিতর্ক শুরু হয়েছে। বৃহস্পতিবারও সংসদ চত্বরে বিহারে ভোটার তালিকা সংক্রান্ত সমীক্ষার বিরুদ্ধে বিক্ষোভও হয়েছে। এই আবহে জ্ঞানেশ জানিয়েছেন, নির্বাচন কমিশন কি মৃত ভোটারদেরও ভোটার তালিকায় রেখে দেওয়ার অনুমতি দেবে? জ্ঞানেশের প্রশ্ন, একই ব্যক্তি্র নাম কি ভোটার তালিকায় দু’বার থাকতে দেওয়া যায়? বিদেশি নাগরিকেরা কি ভোটার তালিকায় থাকতে পারেন?

আরজেডি-কে তোপ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী চিরাগের, কটাক্ষ করলেন কংগ্রেসকেও

পাটনা, ২৬ জুলাই ঃ রাষ্ট্রীয় জনতা দলের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী চিরাগ পাসোয়ান। কটাক্ষ করেছেন কংগ্রেসকেও। এসআইআর অনুশীলনের বিরুদ্ধে নির্বাচন বয়কট করার বিষয়ে আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদবের বক্তব্য প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী চিরাগ পাসোয়ান শনিবার বলেছেন, আমি বলছি, সাহস থাকলে তাদের এমনটা করতে দিন। এরা এমন রাজনৈতিক দল যারা একা লড়তেও পারে না। বিহারের একটি পুরনো দল আরজেডি-এর একা নির্বাচন লড়ার সাহস নেই তারা কংগ্রেসের সঙ্গে জোটবদ্ধ। এমনকি কংগ্রেসেরও এখানে একা লড়ার সাহস নেই।চিরাগ আরও বলেছেন, ’’লোকসভা নির্বাচনের সময়, তারা বলছিল যে সংবিধান বাতিল করা হবে, সংরক্ষণ বাতিল করা হবে, তা কি হয়েছে? এসআইআর নিয়ে যে ধরণের বিভ্রান্তি তৈরি করা হচ্ছে, তা সিএএ-এর সময় তারা যা করেছিল তার মতোই।

ঝাড়খণ্ডে এনকাউন্টারে খতম জেজেএমপি কমান্ডার-সহ ৩ নকশাল, উদ্ধার আগ্নেয়াস্ত্র

গুমলা, ২৬ জুলাই ঃ ঝাড়খণ্ডের গুমলা জেলায় শনিবার নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে জেজেএমপি কমান্ডার-সহ ৩ নকশাল নিহত হয়েছে। নিহত মাওবাদীরা ঝাড়খণ্ড জনমুক্তি পরিষদের সদস্য বলে পুলিশ জানিয়েছে। শনিবার সকালে রাঁচি লাগোয়া গুমলা জেলার ঘাঘারা থানার লৌদাগ জঙ্গলে এনকাউন্টার হয়। জেজেএমপি নকশালরা জঙ্গলে লুকিয়ে রয়েছে, এই খবর পেয়ে ঝাড়খণ্ড জাগুয়ার বাহিনী ও গুমলা পুলিশ যৌথ অভিযানে নামে। পুলিশ দেখেই গুলি ছুড়তে শুরু করে জঙ্গিরা। পাল্টা গুলি ছোড়ে যৌথ বাহিনীও। তিন জন নিহত হয়। দলে থাকা অন্য নকশালরা পালিয়ে যায়। গুমলার পুলিশ সুপার হরিশ বিন জামা জানিয়েছেন, নকশালরা বড় নাশকতার ছক কষছিল। ঘটনাস্থল থেকে ২টি ইনসাস এবং একটি একে-৪৭ রাইফেল উদ্ধার করা হয়েছে।

রাশিফল

মেষঃআজ আপনি অনেক নতুন কিছু হওয়ার প্রত্যাশা করতে পারেন। আপনাকে চিন্তা করতে বারণ করা হচ্ছে, কেননা আপনি শীঘ্রই আপনি বেশ ভালো পরিমাণ অর্থ পেতে চলেছেন। আজকে রোমান্সের জন্য খুবই ভালো দিন। শুভ দিন হবে।
বৃষঃআজকের দিনে আপনি সম্ভবত খুবই অধৈর্য ও অস্থির হয়ে প।বেন। তা সত্ত্বেও যে আপনি যথেষ্ট ধীরস্থির থাকতে ও কাজে মন দিতে এবং সঠিকভাবে কাজ করতে ও প্রত্যাশা পূরণ করতে সক্ষম হবেন, তার জন্য নক্ষত্রদের ধন্যবাদ দিন।
মিথুনঃযারা একা আছেন তারা একটা তাজা টাটকা প্রেম নিয়ে এগিয়ে যেতে পারেন। যারা সম্পর্কে আছেন যাদের বুঝে কথা বলা উচি নাহলে কেস খাবেন। ব্যক্তিগত এবং পেশাগত দায়িত্বের জন্য আর্থিক ব্যাপারে মনোনিবেশ করা বেশ শক্ত। কাজের জায়গায়, আপনার দায়িত্ব নেওয়া প্রতিটি কাজ করার জন্য আপনাকে অতিরিক্ত প্রচেষ্টা করতে হবে। সংসারে শান্তি হবে।
কর্কটঃপ্রেমের জীবনে, আপনি নিজের প্রেমিকার মনের অবস্থা বুঝতে পারবেন। কঠিন সময়গুলো হয়তো মজার নয় কিন্তু সম্পর্কে বড় বাধা কিছু নেই। দিনের প্রথমার্ধ আর্থিক বিষয়গুলি জন্য শুভ নাও হতে পারে । তবে দিনের পরের দিকে আপনি অনুকূল অবস্থা পাবনে। গঠনমূলক সমালোচনা আপনাকে নিজের ত্রুটিগুলি সংশোধন করতে সহায়তা করবে।
সিংহঃআপনার সঙ্গীর সঙ্গে কিছু উপভোগ্য মুহূর্ত কাটানো আপনার সন্ধ্যাকে অতুলনীয় করে তুলতে পারে। এইভাবে হয়তো একসঙ্গে কিছু ভালো সময় কাটাতে পারবেন।
কন্যাঃ যেহেতু আপনি পেশা নিয়েই আজ বেশি চিন্তিত থাকবেন, ফলে আপনার প্রেম জীবন হয়তো একটু কম গুরুত্ব পাবে। দিনের দ্বিতীয় অর্ধে সম্ভবত আপনার স্বাস্থ্য আপনাকে একটু ভোগাবে, কাজেই কোনওরকম লক্ষণ বা সাবধানবাণী উপেক্ষা করবেন না। শুভ রং লাল
তুলাঃপরিবার এবং বন্ধুদের সঙ্গে দিনটি উপভোগ করবেন আজ। আপনার কাছের এবং প্রিয় মানুষদের সঙ্গে এক দুর্দান্ত গন্তব্যে সময় কাটানো আপনার দিনটিকে স্মরণীয় করে তুলবে।শুভদিনহবে
বৃশ্চিকঃআপনি আপনার কাজের প্রতি মনোযোগী এবং নিষ্ঠাবান হয়ে ওঠায় আপনার প্রিয়জন একা বোধ করতে পারেন। বিবাহের যোগ হবে
ধনুঃআপনার সঙ্গীর সঙ্গে ভালো বোঝাপড়া একটি ভালো সম্পর্ক গড়ে তুলবে। একে অপরের সম্ভাবনা উপলব্ধি করে আপনারা সমস্যাগুলির সমাধান করতে পারবেন। সংসারে শান্তি বিরাজ।
মকরঃ সবচেয়ে কঠিন সময়েও প্রিয়জনের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন যোগাযোগ রাখুন। কাজের যোগ।
কুম্ভঃ আপনার সঙ্গীর সমস্যায় মনোযোগ দেওয়া আপনাকে তার আরও কাছাকাছি এনে দিতে পারে।
মীনঃপ্রিয়জনের সঙ্গে একটি রোমাঃিটক নৈশভোজ, লোভনীয. মুখরোচক মিষ্টির মতো মনে হতে পারে! আপনার একটি হাসিখুশি, প্রফুল্ল এবং সুরেলা সন্ধ্যা কাটতে পারে। অর্থনৈতিক দিকে, আপনাকে বাস্তববাদী হতে হবে। কাছের

আবহাওয়া

দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গে ফের ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনার কথা জানালো আলিপুর আবহাওয়া দফতর। আগামী ২৯ জুলাই, মঙ্গলবার পর্যন্ত দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গের বেশিরভাগ জেলায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এই মর্মে বেশ কিছু জেলায় হলুদ ও কমলা সতর্কতাও জারি করা হয়েছে। আগামী কিছু দিন সমুদ্রে যেতেও মস্যজীবীদের বারণ করা হয়েছে।
আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, নিম্নচাপ অঞ্চলের প্রভাবে আবারও ভারী বৃষ্টি শুরু হতে চলেছে। মঙ্গলবারের মধ্যে উত্তর বঙ্গোপসাগরে নতুন করে একটি নিম্নচাপ অঞ্চল তৈরি হতে পারে। এ ছাড়া, এই মুহূর্তে রাজ্যে বেশ সক্রিয় রয়েছে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু। ফলে বঙ্গোপসাগর থেকে স্থলভাগে প্রচুর জলীয় বাষ্প ঢুকছে। এর প্রভাবে ভারী বৃষ্টিতে ভিজবে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলা। আগামী ২৪ ঘণ্টায় দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বুধবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৭.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ১.৩ ডিগ্রি বেশি। তাপমাত্রা- ২৯ ডিগ্রী সেলসিয়াস। সর্বনির্ম্ন- ২৫ ডিগ্রী সেলিয়াস। আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৯১ শতাংশ এবং ৭৯সর্বনিম্ন শতাংশ হয়। বৃষ্টিপাত হয়েছে ০২.১ মিলিমিটার পর্যন্ত মনে করা হয় ।জোয়ার-সকাল ০৬টা ৫৫মিনিট এবং রাত ১১টা ৫৫মনিট । ভাটা-দুপুর ০১টা ৫৫মনিট এবং রাত ১১টা ৫৫মনিট । সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৫টা ০২মিনিটে এবং অস্তু যাবে আজ ৬টা ২০মিনিটে

মদনমোহনপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বৃক্ষরোপণ অভিযান

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা,বাঁকুড়াঃ পশ্চিমবঙ্গ সমগ্র শিক্ষা মিশনের এক নির্দেশ মোতাবেক বাঁকুড়া জেলার ওন্দা ব্লকের নির্মল বিদ্যালয় পুরস্কার প্রাপ্ত মদনমোহনপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বৃক্ষরোপণ অভিযান শুরু হয়েছে। ইকো ক্লাবস ফর মিশন লাইফ-এর অধীনে বৃক্ষরোপণ অভিযানে অংশ নেয় মদনমোহনপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী এবং তাদের মায়েরা। শিক্ষার্থী এবং তাদের মায়েরা যৌথভাবে চারা গাছ রোপনে অংশগ্রহণ করছে। এমনকি প্রতিটি শিক্ষার্থী তার মা এবং চারা গাছের সাথে বৃক্ষরোপণ কার্যকলাপের সেলফি মাইক্রোসাইটে আপলোড করছে। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মাননীয় মধুসূদন দে মহাশয় জানান যে,পৃথিবীকে সুস্থ রাখার জন্য এবং নির্মল পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য চারা গাছ লাগানো একান্তই দরকার। বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষিকা দেবলীনা ঘোষাল মহাশয়া মনে করেন-

গাছ সৃষ্টি করে বৃষ্টি ,
চারা গাছে রেখো দৃষ্টি।

''স্বচ্ছতা-কে সংকল্প', পূর্ব রেলওয়ের উদ্যোগে সচেতনতা হাওড়ায়

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি, হাওড়াঃ ''স্বচ্ছতা-কে সংকল্প'' অর্থাৎ পরিচ্ছন্নতার অঙ্গীকার, পূর্ব রেলওয়ে হাওড়া ডিভিশনের উদ্যোগে আয়োজিত এক সচেতনতা অনুষ্ঠান শনিবার হয়ে গেল হাওড়ায়। হাওড়া স্টেশনে আয়োজিত ওই অনুষ্ঠানে পথ নাটিকার মাধ্যমে রেলযাত্রী সহ সমাজকে সচেতনতার বার্তা দেওয়া হয়। হাওড়া স্টেশন সহ বিভিন্ন রেল স্টেশন, ট্রেনের অভ্যন্তরে যত্রতত্র প্লাস্টিক, আবর্জনা ইত্যাদি ফেলে দিয়ে অপরিচ্ছন্ন যাতে না করা হয় সেই বার্তা দেওয়া হয়। সেই সঙ্গে পরিবেশ অপরিচ্ছন্নতার ফলে দূষণ এবং পরিবেশের ভারসাম্যের ক্ষেত্রে যে ক্ষতি হতে পারে সেই বিষয়গুলিও তুলে ধরা হয় এদিনের ওই অনুষ্ঠানে। পূর্ব রেলের হাওড়া ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার হরিনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, এদিনের এই অনুষ্ঠানটি একটি সচেতনামূলক অনুষ্ঠান। মানুষকে অবগত করার জন্যই এই অনুষ্ঠানের আয়োজন। অতীতেও বহুলাংশে এমন অনুষ্ঠান করা হয়েছে। এর ফলে ক্রমশই সুফল পাওয়া যাচ্ছে বলে তিনি জানান।

বাংলাদেশ সীমান্তে জাল আধার, জাল কাস্ট সার্টিফিকেট তৈরির হদিস

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকায় জাল আধার কার্ড, জাল কাস্ট সার্টিফিকেট তৈরির হদিস। বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের জন্য তৈরি হতো জাল আধার কার্ড তৈরির সম্ভাবনা রয়েছে মন্তব্য পুলিশের। ঘটনায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে দুইজনকে। ঘটনাটি মুর্শিদাবাদের লালগোলা থানার অন্তর্গত চোয়াপাড়া এলাকার। ঘটনায় গ্রেপ্তার হয়েছে আবু সুফিয়ান রঘুনাথগঞ্জের জোরাগাছা এলাকার বাসিন্দা। ও শাহিন আক্তার লালগোলার চোয়াপাড়া এলাকার বাসিন্দা। গতকাল রাতে লালগোলা থানার পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে চওয়াপাড়া এলাকায় একটি দোকানে হানা দেয়। সেখানে গিয়ে দেখে জাল আধার কার্ড জাল কাস্ট সার্টিফিকেট তৈরি হচ্ছে ছাড়াও সেখান থেকে প্যান কার্ড তৈরি হচ্ছে। এরপর দুইজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। এছাড়াও এইসব নথিপত্র তৈরীর সরঞ্জাম বাজেয়াপ্ত করা হয়। আট দিনের পুলিশ হেফাজতের আবেদন জানিয়ে আদালতে তোলা হবে। এর সঙ্গে আরও অনেকে জড়িত আছে বলে মত এসডিপিও ভগবানগোলার। বাংলাদেশীদের জন্য আধার কার্ড তৈরি সম্ভাবনা রয়েছে।

শিল্পী অক্ষয় ভাস্করের শিল্প পাড়ি দিচ্ছে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে

দুরন্তবার্তা, পূর্ব বর্ধমান ঃ পূর্ব বর্ধমান জেলার অগ্রদ্বীপের এক ছোট্ট ঘর থেকে প্রতিনিয়ত বিদেশে পাড়ি দিচ্ছে অনন্য সব শিল্পকর্ম। শিল্পী অক্ষয় ভাস্করের হাতে তৈরি কাঠের মূর্তি শুধুমাত্র রাজ্যেই নয়, দেশের বাইরেও বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। অক্ষয় ভাস্করের ছেলেবেলা কেটেছে দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করে। পড়াশোনার সুযোগ খুব বেশি পাননি, তবে তাঁর প্রতিভা এবং অধ্যবসায় তাকে এক অন্য উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছে। তাঁর হাতে তৈরি কাঠের দুর্গা, গণেশ, সরস্বতী ও অন্যান্য মূর্তি শিল্পগুণের কারণে ভীষণ জনপ্রিয়তা পেয়েছে। এই প্রসঙ্গে অক্ষয় ভাস্কর জানিয়েছেন, বাবার হাত ধরেই এই কাজ শিখেছি। এখন সেই নিয়েই চলছে। বহু জায়গায় আমার তৈরি জিনিস পাড়ি দিয়েছে। বিদেশ থেকে অনলাইনের মাধ্যমেও অর্ডার আসতে শুরু করে অক্ষয় ভাস্করের কাছে। তিনি এই প্রসঙ্গে জানিয়েছেন, স্পেন, আমেরিকা, হল্যান্ড, কানাডাতেও আমার জিনিস গিয়েছে। অক্ষয় ভাস্করের এই অসাধারণ সাফল্য কেবল তার নিজের নয়, এটি পূর্ব বর্ধমান জেলার গর্ব। তার পরিশ্রম, নিষ্ঠা এবং প্রতিভা প্রমাণ করে যে সংকল্প থাকলে যেকোনো সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করা সম্ভব।

তাইকোন্ড চ্যাম্পিয়নশিপে ২০২৫-এ সাফল্য ঝালদার প্রতিযোগীদের

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি, পুরুলিয়া ঃ দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম সংস্কৃতি সংস্কৃতি সম্পন্ন জেলা পুরুলো। সংস্কৃতি চর্চার পাশাপাশি খেলাতেও ভালো সাফল্য পাচ্ছে জঙ্গলমহল। তাইকোন্ড চ্যাম্পিয়নশিপে ঝালদায় সোনালী সাফল্য। সম্প্রতি ওপেন স্টেট তাইকোন্ড চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৫-এ অংশগ্রহণ করে ঝালদার বেশ কয়েকজন প্রতিযোগী। সেখানেই চমকপ্রদ সাফল্য পায় তারা। পুরুলিয়ার হয়ে প্রতিনিধিত্ব করে ঝালদার মানভূম তাইকোন্ড অ্যাকাডেমির ১৫ জন প্রতিযোগী নিজেদের প্রতিভাকে তুলে ধরে সকলের সামনে। প্রতিযোগীরা হাড্ডাহাড্ডি লড়াই করে সফলতা অর্জন করে। এই ১৫ জন প্রতিযোগীর ৯-টি সোনা, ৪-টি রূপো ও ২-টি ব্রোঞ্জ পদক জিতেছে। এ বিষয়ে ঝালদার মানভূম তাইকোন্ড অ্যাকাডেমির কোচ রেহাল চন্দ্র জানান, ঝালদা থেকে ১৫ জন প্রতিযোগী তাইকোন্ড প্রতিযোগিতায় অংশ নেয় এবং সেখানে তারা দুর্দান্ত সফলতা অর্জন করে। এই ১৫ জন প্রতিযোগীর মধ্যে ৯-জন সোনা, ৪-জন রূপো ও ২-জন ব্রোঞ্জ পদক জিতেছে। এতে তারা খুবই খুশি। এছাড়াও তিনি আরও বলেন, আগামী দিনে প্রতিযোগিতা আরও ভাল করে নিজেদের উপস্থাপিত করবে। পুরুলিয়ার জন্য তারা আরও অনেক সোনা নিয়ে আসবে। আগামী দিনে তাদের লক্ষ্য অলিম্পিকের মঞ্চ কাঁপান। প্রতিযোগীদের এই অভাবনীয় সাফল্যে খুশি গোটা ঝালদা। প্রতিযোগীদের এই কৃতিত্ব ঝালদার ক্রীড়াজগতে নতুন উদ্দীপনা নিয়ে এসেছে।

বহরমপুরে হোতাসাঁকো পরিদর্শনে অধীর চৌধুরী

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ হোতাসাঁকো পরিদর্শন করলেন অধীর চৌধুরী। বেশ কিছুদিন থেকেই হোতাসাঁকো নির্মাণের কাজ চলছে। আজ সেই কাজ পরিদর্শন করতে যান বহরমপুরে প্রাক্তন কংগ্রেস সাংসদ অধীর চৌধুরী। সাংসদ থাকাকালীন সাংসদ তহবিলের টাকায় হোতাসাঁকো সংস্কারের কাজ শুরু করেছিলেন অধীর চৌধুরী। সেই কাজ পরিদর্শন করতে আসেন অধীর চৌধুরী। পাশাপাশি প্রশাসনের কাছে দাবি, নতুন ব্রিজ তৈরির পাশাপাশি পুরনো ব্রিজ দেখভাল করা হোক।

স্কুলে ঢুকে পড়লো বিষধর শঙ্খিনী সাপ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ স্কুল চলাকালীন সময়ে স্কুলে ঢুকে পড়লো বিশাল আকার বিষধর শঙ্খিনী সাপ। হুলস্থুল কান্ড স্কুল চত্বরে। আতঙ্ক ছড়ালো শিক্ষক-শিক্ষিকা থেকে শুরু করে পড়ুয়াদের মধ্যে। কিছু সময়ের জন্য থমকে যায় পঠন পাঠন। ঘটনাটি ঘটেছে ধূপগুড়ি মহকুমার অন্তর্গত গাদং ২ নং নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয়। স্কুল সূত্রে জানা যায় এদিন স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা ক্লাসরুমের পাশে সোচালয়ে গিয়ে প্রথমে এই বিষধর সাপটিকে দেখতে পায়। চিৎকার দিয়ে ছাত্রীরা বেরিয়ে আসে সেখান থেকে। ছুটে যান স্কুল শিক্ষক ও শিক্ষিকারা। যে দেখতে পান বিষধর শঙ্খিনী সাপ কুন্ডলি পাকিয়ে বসে রয়েছে। এরপর ডুয়ার্স নেচার অ্যান্ড স্নেক লাভার অর্গানাইজেশনের সদস্যদেরকে খবর দেন। সদস্যরা এসে দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর সেই বিষধর সাপটিকে উদ্ধার করে। সাতটি উদ্ধার করার পর আতঙ্ক মুক্ত হয়েছে স্কুল চত্বর।

তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের দাদাগিরি

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ মালদহের গৌড় কন্যা বাস টার্মিনাসে তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের দাদাগিরির অভিযোগ। লোগো লাগানো খাকি পোশাক পড়ে অল বেঙ্গল ড্রাইভার্স মহাসঙ্ঘের চালক খালাসীদের গাড়ি চালাতে বাধা দেওয়ার অভিযোগ। ঘটনা ঘিরে দুই সংগঠনের বিবাদে দফায় দফায় উত্তেজনায় ছুটে আসতে হয় পুলিশকে। শ্রমিক সংগঠনের নামে তোলাবাজি চলছে গৌড় কন্যা বাস টার্মিনাসে অভিযোগ তুলে সোচ্চার বিজেপি। অল বেঙ্গল ড্রাইভার্স মহাসংঘের সদস্যদের অভিযোগ, তারা সংগঠনের লোগো যুক্ত খাকি পোশাক পরে বাস চালাচ্ছেন। কিন্তু এতে বাধার সৃষ্টি করছে মালদা জেলা বাস-মিনিবাস তৃণমূল শ্রমিক সংগঠন। কিন্তু তারা সেই বাধা মানতে নারাজ। তারা সংগঠনের লোগোযুক্ত খাকি পোশাক পরেই বাস চালাতে চান। অন্যদিকে এই বিষয়ে মালদা জেলা বাস-মিনিবাস তৃণমূল শ্রমিক সংগঠন নেতৃত্বের দাবী, যারা নিজেদের অল বেঙ্গল ড্রাইভার্স মহাসংঘের সদস্য বলে দাবী করছে তারা আসলে তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনের সদস্য। তাই এক সংগঠনে থেকে অন্য সংগঠনের লোগোযুক্ত পোশাক পরে তারা বাস চালাতে দেবেন না।

দেশি মদ সহ গ্রেফতার

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ ১৭ বোতল দেশি মদ সহ এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে আদালতে পাঠাল শান্তিপুর থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর গতকাল রাতে গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে শান্তিপুর থানার পুলিশ শান্তিপুর গলায় দড়ি বটতলা এলাকায় বিশেষ অভিযান চালিয়ে ১৭ বোতল দেশি মদ সহ এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে। পুলিশ সূত্রে খবর ধৃত ব্যক্তির নাম অধির অধিকারী বাড়ি গোবিন্দপুর পাঁচপোতা এলাকায়। ধৃতকে আজ আদালতে পাঠায় শান্তিপুর থানার পুলিশ। যদিও এদিন ধৃত অধীর অধিকারী জানান, তিনি কাজকর্ম করতে পারেন না তাই এই বেশি মত বিক্রি করেই সংসার চালান বেশি পরিমাণে কিনতে পারেন না কাউন্টার থেকে কিনে নিয়ে বাইরে ব্ল্যাকে বিক্রি করেন।

বিরসা মুন্ডা ভবনের শুভ উদ্বোধন

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি, বসিরহাটঃ সৌরভ দাশ,বসিরহাট সুন্দরবনের সন্দেশখালি এলাকায় শনিবার বিরসা মুন্ডা ভবনের শুভ উদ্বোধন হল। সন্দেশখালি সুন্দরবন আদিবাসী জাগরণ মঞ্চের উদ্যোগে গড়ে ওঠা এই ভবনের উদ্বোধন করেন সন্দেশখালি দু'নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি মহেশ্বর সরদার। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বন্দী মুক্তি কমিটির সাধারণ সম্পাদক ছোটন দাসসহ বিভিন্ন জেলা ও ব্লক থেকে আগত প্রতিনিধিরা। ভবনটি সারনা আদিবাসী ঐক্য পরিষদের অধীনে পরিচালিত হবে বলে জানানো হয়। সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এই কেন্দ্র আদিবাসী সমাজের নিজস্ব ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক চর্চার পাশাপাশি তাদের অধিকার সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। সংগঠনের নেতাদের আশা, প্রত্যন্ত সুন্দরবন অঞ্চলে আদিবাসী সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে টিকিয়ে রাখতে ভবনটি নতুন দিশা দেখাবে।

মমতার অপরাজিতা বিলে আপত্তি কেন্দ্রের - কিন্তু কেন ?

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ রাজ্যের কাছে 'অপরাজিতা বিল' ফেরত নতুন বিতর্কের সূচনা হয়েছে। অত্যন্ত আপত্তিকর এবং নিন্দনীয় কাজ করা হয়েছে। নারী সুরক্ষার জন্য, মহিলাদের উপরে অত্যাচার চালানো লোকজনদের সর্বোচ্চ শাস্তি দিতে এই বিল এনেছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার। গিয়েছিল অনেকদিন আগেই। ধর্ষক এবং নারী নির্যাতনকারীদের মনে ভয় ধরাতে বারবার অপরাজিতা বিলে অনুমোদন চাওয়া হয়েছিল। যে বিলটা পুরো ভারতের কাছে মডেল হয়ে থাকবে। কিন্তু সেই বিলেই অনুমোদন না দিয়ে কেন্দ্রের শাসক দল বিজেপি নিজেদের দ্বিচারিতার মুখোশটা খুলে ফেলল বলে অভিযোগ করেন পশ্চিমবঙ্গের শাসক দলের মুখ পাত্র। তাঁর কথায়, 'এটা প্রমাণ হয়ে গেল যে এই বিজেপি নারী নির্যাতনকারীদের সর্বোচ্চ সাজা মৃত্যুদণ্ড দিতে প্রস্তুত নয়। কারণ এদেরই সাংসদরা শ্লীলতাহানিতে অভিযুক্ত - তাঁদের পাশে নিয়ে বসে থাকে। এদের রাজ্যগুলিতেই পরপর ধর্ষণ খুন হতে থাকে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মহিলাদের স্বার্থে, মা-বোনেদের স্বার্থে ভারতের মধ্যে নজিরবিহীন যে বিল পাশ করিয়েছিলেন, তাতে অনুমোদন না দেওয়ায় বিজেপির দ্বিচারিতার মুখোশ খুলে গেল।' এমনিতে গত বছরে অগস্টে আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ এবং হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসকের ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার পরে সেপ্টেম্বরে রাজ্য সরকার অপরাজিতা বিল পাশ করিয়েছিল। আরজি কর ঘটনার পরে প্রবল চাপে পড়ে গিয়েছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার। সেই পরিস্থিতিতে ওই বিল পাশ করে ধর্ষণ ও নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে সরকার যে কড়া অবস্থান নিচ্ছে, তা তুলে ধরার চেষ্টা করেছিল। বিলে রয়েছে মৃত্যুদণ্ডের সুপারিশ। রাজভবনের সূত্র উদ্ধৃত করে সংবাদসংস্থা পিটিআইয়ের প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, অপরাজিতা বিলের মাধ্যমে ভারতীয় ন্যায় সংহিতায় যে সব পরিবর্তনের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে, তা নিয়ে আপত্তি তুলেছে কেন্দ্র। ভারতীয় ন্যায় সংহিতার বিভিন্ন ধারার আওতায় ধর্ষণের শাস্তির যে সব পরিবর্তনের সুপারিশ করা হয়েছে, তা অত্যন্ত 'অত্যধিক কঠোর এবং অসামঞ্জস্যপূর্ণ' বলে মনে করছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক।

নবরূপে সেজে উঠতে চলেছে জিলিংসেরং সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ অযোধ্যা পাহাড়ের পাদদেশে ছোট্টো একটি গ্রাম জিলিংসেরং। সোশ্যাল মিডিয়া জুড়ে ভাইরাল জিলিংসেরেং-এর নাম। অযোধ্যা পাহাড়ের পাদদেশের প্রত্যন্ত একটি গ্রাম এই জিলিংসেরেং। এই গ্রামের এক গৃহবধূ মালতি মুর্মু। আদিবাসী এই গ্রামে শিক্ষার নতুন দিশা দেখাচ্ছেন তিনি। প্রতিদিন ভোর ৬-টা থেকে সকাল ১০-টা পর্যন্ত তিনি গ্রামের শিশুদের নিয়ে চালান একটি অবৈতনিক পাঠশালা। তার এই কর্মকাণ্ডে রীতিমত সোশ্যাল মিডিয়ায় ট্রেন্ডিংয়ে চলে এসেছেন তিনি। কিন্তু সমাজমাধ্যমের অনেকেরই দাবি ছিল ওই গ্রামে সরকারি বিদ্যালয় থাকতে কেন পড়ুয়ারা মালতী দেবীর বিদ্যালয়ে যাচ্ছেন? আর তাতেই টনক নড়ে ওঠে প্রশাসনের। ১৯৭১ সালে জিলিংসেরেং-এ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় চালু হয়। কিন্তু সেই বিদ্যালয়ের বেহাল দশা হয়ে থাকার কারণে ধীরে , ধীরে পড়ুয়া সংখ্যা কমতে থাকে। পড়ুয়ারা মালতি মুর্মুর পাঠশালায় শিক্ষা গ্রহণ করতে যায়। এবার জিলিংসেরেং-এর সরকারি বিদ্যালয়কে নবরূপে সাজাতে চলেছে প্রশাসন। ইতিমধ্যেই বিদ্যালয়ের পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ হয়েছে ৩৮ লক্ষ ২০ হাজার ৮৮৪ টাকা। তার মধ্যে তৈরি হবে ৪-টি নতুন শ্রেণিকক্ষ ও ১-টি শৌচালয়। এই বিষয়ে বাগমুন্ডির বিডিও আর্য তা বলেন , জিলিংসেরেং-এ যে বিদ্যালয় তা অতি পুরানো। প্রত্যন্ত এলাকা হওয়ার কারণে সেখানে বেশ কিছু ত্রুটি রয়েছে। ইতিমধ্যেই বিদ্যালয়ের পরিকাঠামো উন্নতির জন্য শিক্ষা দফতর অর্থ বরাদ্দ করেছে। খুব শীঘ্রই ওই বিদ্যালয়ের নব রূপে সেজে উঠবে। এ বিষয়ে জিলিংসেরেং প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অনাদি টুডু বলেন, দীর্ঘদিন এই বিদ্যালয়ে বেহাল হয়ে পড়েছিল। শিক্ষা দফতর এই বিদ্যালয়ের সংস্কারের যে উদ্যোগ নিয়েছে তাতে তিনি খুবই খুশি।

বসিরহাট হাসপাতালে দশ সজ্জার ডায়ালিসিস ইউনিট, ভার্চুয়াল উদ্বোধন মুখ্যমন্ত্রীর

দুরন্তবার্তা, সৌরভ দাশ, বসিরহাটঃ বসিরহাট সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে সংযোজিত হতে চলেছে চলেছে দশ শয্যা বিশিষ্ট ডায়ালিসিস ইউনিট। আগামী ২৯শে জুলাই এই ইউনিটের ভার্চুয়াল উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং। উদ্বোধনের আগে শনিবার ইউনিটটির পরিকাঠামো খতিয়ে দেখলেন বসিরহাট দক্ষিণের বিধায়ক ডা সপ্তর্ষি ব্যানার্জি। বসিরহাট সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ৫ শয্যা বিশিষ্ট ডায়ালিসিস বিভাগ রয়েছে। বসিরহাটের জনসংখ্যার নিরিখে ও প্রয়োজনের তুলনায় যা যথেষ্ট কম। বসিরহাটের বিপুল জনসংখ্যার মধ্যে ডায়ালিসিস রোগীদের চাপ, ৫ শয্যার ইউনিটের মাধ্যমে সামাল দিতে সমস্যায় পরতে হতো কর্তৃপক্ষকে। দীর্ঘদিন ধরেই বসিরহাট হাসপাতালে ডায়ালিসিস বিভাগের শয্যা সংখ্যা বাড়ানোর দাবি জানাচ্ছিলেন রোগী ও রোগীর পরিজনরা। মানুষের চাহিদার কথা মাথায় রেখে প্রশাসনিক বৈঠকে বসিরহাটের হাসপাতালের ডায়ালিসিস বিভাগের শয্যা সংখ্যা বাড়ানোর বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষন করান করেন বসিরহাট দক্ষিণের বিধায়ক। শয্যা সংখ্যা বাড়ানোর প্রতিশ্রুতি দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রতিশ্রুতি মতো ৫ সজ্জা থেকে বেড়ে দশ সজ্জা বিশিষ্ট ডায়ালিসিস বিভাগের কাজ ইতিমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে ।বিধায়ক জানান, আগামী মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রী নিজে ভার্চুয়ালি উদ্বোধনের মাধ্যমে বসিরহাটের মানুষকে উপহার স্বরূপ এটি তুলে দেবেন।

সচেতনতা শিবিরের ফলে সাপের কামড়ের রোগীরা ওঝা-গুনিনের থেকে মুখ ফিরিয়ে হাসপাতালে

দুরন্তবার্তা, অভিজিৎ হাজরা, বাগনান, হাওড়া ঃ রাত ১২ টার পরে বাগনান হাসপাতাল থেকে মনোজ বেরা বন্যপ্রাণ সংরক্ষণকারী চিত্রক প্রামানিক কে খবর দেন, আমতা বিধানসভার বাইনান গ্রাম পঞ্চায়েতের খাজুট্টি দক্ষিণ পাড়ায় সেখ মহম্মদ শামিম রাতের খাবার খাওয়ার পর বাড়ির সামনে রাস্তায় বেরিয়েছিলেন। ঠিক সেই সময় বিষধর চন্দ্রবোড়া সাপ কামড় দেয় শামিমের ডান পায়ের গোড়ালির কাছে। শামিম তৎক্ষণাৎ সাপটিকে না মেরে একটি বালতি চাপা দিয়ে রেখে একটুও সময় নষ্ট না করে সোজা একজনের বাইকে চেপে বাগনান হাসপাতালে যান। খবর পেয়েই মাঝরাতে বৃষ্টি ও জলের মধ্যেই পরিবেশ কর্মী চিত্রক প্রামানিক ও সুমন্ত দাস বাগনান হাসপাতালে যান এবং কর্তব্যরত ডাক্তার ও রোগীর সঙ্গে কথা বলেন। রোগীকে সাহস দিয়ে আশ্বস্ত করেন চিত্রক ও সুমন্ত। রোগীকে এন্টিভেনাম সিরাম বা এ.ভি.এস ও প্রয়োজনীয় ওষুধ দিয়েই তাকে বড়ো হাসপাতালে রেফার করা হয়। শামিম কে অ্যাম্বুলেন্সে তুলে দিয়ে রাত ১ টা নাগাদ শামিমের বাড়ি যাওয়ার পথেই একটি বিষধর চন্দ্রবোড়া সাপ একজনের বাড়ির সামনে রাস্তা পারাপার করছিলো। চিত্রক ও সুমন্ত বাইকের আলোয় সাপটিকে দেখে সঙ্গে সঙ্গে চন্দ্রবোড়া সাপটিকে উদ্ধার করে জার বন্দি করেন। আবার শামিমের বাড়ি গিয়ে কামড় দেওয়া বিষধর চন্দ্রবোড়া সাপটিকে উদ্ধার করা হয়। দুটি বিষধর চন্দ্রবোড়া উদ্ধাররের পর শামিমের বাড়ির লোকজন ও এলাকার লোকজন কে সাপ ও সাপের কামড় দেওয়া রোগীর চিকিৎসা সম্বন্ধে প্রাথমিক সচেতনতার পাঠ দেন চিত্রক ও সুমন্ত। পরিবেশ কর্মী চিত্রক প্রামানিক বলেন - শামিম ও তার পরিবার যেভাবে সাপের কামড়ের পরেই সাপটিকে না মেরে, জার বন্দি করতে গিয়ে সময় নষ্ট না করে - সোজা বাইকে চেপে নিকটবর্তী সরকারি হাসপাতালে এসেছে, এটা ভীষণ সদর্থক পদক্ষেপ। এছাড়া এতো রাতে খবর পাওয়ার পরেই দ্রুততার সাথে সেই সাপ উদ্ধার ও রোগীকে আশ্বস্ত করা, তার চিকিৎসা তে সাহায্য করা- এটা ভীষণ জরুরি ছিলো। সকালে খবর নিলাম। শামিম আপাতত স্থিতিশীল। কোলকাতার শম্ভুনাথ পন্ডিত হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে। আশা করি শামিম তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠবে। সাপ উদ্ধারকারী সুমন্ত দাস বলেন, এখন বর্ষাকাল তাই সাপের আনাগোনা লেগে থাকবে। বাড়ির চারপাশে পরিষ্কার করে ব্লিচিং পাউডার ছড়ান এবং রাতে চলাফেরার সময় টর্চ ব্যবহার করুন। বাড়িতে সাপ ঢুকে গেলে নিকটের কোনো সর্প উদ্ধারকারী বা বন দফতরকে খবর দিন।

মা তারার উদ্দেশ্যে দণ্ডি কেটে যাত্রা

দুরন্তবার্তা, পূর্বস্থলী, প্রসেনজিৎ দেবনাথ ঃ তার বহুদিনের ইচ্ছা ছিল;যদি কখনও তারাপীঠ যেতে পারেন, তাহলে যাবেন দণ্ডি কেটে। আর সেই সংকল্প বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে সত্যিই দণ্ডি কেটেই রওনা দিলেন বীরভূমের তারাপীঠ মন্দিরের পথে। তিনি মিঠুন মালিক; পেশায় একজন পরিযায়ী শ্রমিক, অথচ অন্তরে নিবিড় ভক্ত মা তারার। অর্থনৈতিক অনটনের কারণে বহুদিন ধরে তারাপীঠ যাওয়া সম্ভব হচ্ছিল না। সেই সময়ই মিঠুন মনের গভীরে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন; যেদিন যাবেন, যাবেন দণ্ডি কেটেই। সেই প্রতিজ্ঞা পূরণে গত সোমবার জিরাট থেকে দণ্ডি কেটে যাত্রা শুরু করেছেন তিনি। একটি ব্যাগে নিয়েছেন মা তারার ছবি ও প্রয়োজনীয় কিছু সামগ্রী, তারপর শুরু করেছেন দীর্ঘতম ও কঠিনতম এই পদযাত্রা। এই পথে মিঠুন পেয়েছেন অনেকের সহযোগিতা। কেউ কিনে দিয়েছেন ফুল, ফল, কেউ ব্যথা উপশমের স্প্রে ও ওষুধ, আবার কেউ দিয়েছেন খাবার। মানুষের এই সহানুভূতি ও সাহায্যে তিনি আরও অনুপ্রাণিত। শুক্রবার মিঠুন এসে পৌঁছান কালনাতে। জিরাট থেকে কালনা পর্যন্ত দণ্ডি কেটে যাত্রার পথে তাঁর সঙ্গী ছিলেন তাঁর বোন। কালনা থেকে বাকিটা পথে তাঁর সঙ্গী হবেন ভাইপো। মিঠুন জানান, প্রায় ২০০ কিলোমিটার রাস্তা যেতে তাঁর অনুমান ২০ থেকে ২৫ দিন সময় লাগবে। যদিও অনেকেই বলছেন, সময় আরও বেশি লাগতে পারে। তবে মিঠুনের দৃঢ় বিশ্বাস;মা তারাই তাঁকে পথ দেখাবেন, তিনিই রক্ষা করবেন। 'ঝড়-বৃষ্টি যাই হোক, মা-ই রক্ষা করবেন। তিনিই আমাকে নিয়ে যাবেন তাঁর দুয়ারে'; এই ভক্তির জোরেই মিঠুন এগিয়ে চলেছেন স্বপ্নপূরণের পথে, হৃদয়ে মা তারার আশীর্বাদ আর মুখে তাঁর নাম।

পশ্চিমবঙ্গের উচ্চশিক্ষার গর্বের দিন কি শেষ হতে চলেছে?

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ নিয়োগ দুর্নীতিকে কেন্দ্র করে বাংলার শিক্ষা ব্যবস্থার মুখ কালিমালিপ্ত হয়েছে কয়েক বছর আগেই। এবার কি উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রেও বাংলা থেকে মুখ ঘটাচ্ছে পড়ুয়ারা? রাজ্যের নামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির আবেদন কমে অর্ধেক। ভিনরাজ্যে চলে যাচ্ছে বাংলার মেধা! কোথাও প্রবেশিকা পরীক্ষা হয়েছে, বেরোয়নি ফল। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদনে এবার রেকর্ড পতন। প্রেসিডেন্সিতে পরীক্ষা হয়েছে অথচ ফল প্রকাশ হয়নি। অন্য কোনও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ক্লাস শুরু হয়ে গেলে, পড়ুয়ারা কি আর ফিরবে? উঠছে প্রশ্ন। ওদিকে, জয়েন্ট এন্ট্রান্সের ফল প্রকাশ হয়নি। ফলে ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ভর্তিও আটকে। ২০২৪-এ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তির আবেদন জমা পড়েছিল ৫,৩৫৫টি। সেটা এবছর কমে হয়েছে ৩,৭৪২টি। অঙ্কে গত বছর ১৮৩৫টি আবেদন জমা পড়েছিল, এবার সেই সংখ্যা কমে হয়েছে ৯৫৪। আর্টস বিভাগেও একই অবস্থা। গত বছর ভর্তির আবেদন জমা পড়েছিল ৬,৫১৫টি। এবার সেটা কমে হয়েছে ৫,২৩৮টি। বাংলায় মোট আবেদনের সংখ্যা ছিল ৪০৬টি। সেটাও এবার কমে অর্ধেক, ২৯০টি। এদিকে, প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্য জটিলতা। প্রবেশিকা পরীক্ষার দায়িত্ব জয়েন্ট এন্ট্রান্স বোর্ডের হাতে। বোর্ড এখনও ফল প্রকাশ করতে পারেনি, ফলে ভর্তি প্রক্রিয়াও আটকে। এক পড়ুয়ার বক্তব্য, 'কেন নিজের দায়িত্বে পরীক্ষা নিতে পারছে না বিশ্ববিদ্যালয়?' ওবিসি সংক্রান্ত জটিলতাতেও আটকে আছে ভর্তি? তৃণমূলের অধ্যাপক সংগঠনের নেতা প্রদীপ্ত মুখোপাধ্যায় বলেন, কেউ কেউ শুধুমাত্র সরকারকে বিপদে ফেলার জন্য ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ নিয়ে খেলা করছেন। এদিকে, শিক্ষা দফতরের দবি, আবেদন প্রক্রিয়া শেষ হলে আসন ফাঁকা থাকবে না। তবে আবেদনের নমুনাই বলে দিচ্ছে, সরকারি কলেজে উচ্চশিক্ষার অবস্থা খুব একটা ভাল নয়।

১২ প্যাকেজের উন্নত চিকিৎসা মিলছে পাথর প্রতিমায়

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি দঃ ২৪ পরগনা ঃ দঃ ২৪ পরগনার প্রত্যন্ত গ্রাম পাথরপ্রতিমায় এখন উন্নত ও আধুনিক চিকিৎসা পৌঁছে গেছে। ১২ টি প্যাকেজের মাধ্যমে উন্নতমানের পরিষেবা নিশ্চিত করা হচ্ছে এই দ্বীপের বাসিন্দাদের। ফলে খুশি সকলেই। এই ব্লকের চিকিৎসা পরিষেবার প্রাণকেন্দ্র মাধবনগর গ্রামীণ হাসপাতাল। এই দ্বীপের ন'টি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার সবদিকেই নদী প্রবাহিত হয়। ফলে প্রায় প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র রয়েছে। এছাড়াও রয়েছে ৪টি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র। এই ব্লকের মাধবনগর গ্রামীণ হাসপাতালে বর্তমানে ১২টি প্যাকেজর মাধ্যমে পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে। যার মধ্যে রয়েছে চাইল্ড এন্ড মাদার কেয়ার। কমিউনিকেবল ডিজিজ ও নন কমিউনিকেবল ডিজিজের চিকিৎসা পরিষেবা। আলট্রাসনোগ্রাফি থেকে অত্যাধুনিক মেশিনে সম্পূর্ণ বিনা পয়সায় পরিষেবা পাচ্ছে স্থানীয় মানুষজন। ফলে দক্ষিণ ২৪ পরগনার এই এলাকার মানুষজনকে আর দূরে যেতে হচ্ছে না খুব একটা। এই বিষয়ে পাথরপ্রতিমার ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাক্তার মাহমুদ হোসেন বলেন, এখন এখান থেকে প্রায় সব রোগের চিকিৎসা পরিষেবা মেলে। এছাড়াও সমস্ত জটিল রোগের বেসিক চিকিৎসাও পাওয়া যায়। ফলে এই হাসপাতালের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছেন এলাকার মানুষজন। উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়াই এখন লক্ষ্য তাদের। এই হাসপাতালের চিকিৎসা পরিষেবা নিয়ে খুশি স্থানীয় বাসিন্দারাও।

বনদপ্তরের অনুমতি ছাড়াই কেটে ফেলা হলো একের পর এক গাছ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ তৃণমূল পঞ্চায়েত প্রধানের নির্দেশে বনদপ্তরের অনুমতি ছাড়াই কেটে ফেলা হলো একের পর এক বেশ কয়েকটি গাছ। পি ডব্লিউ ডি অধীনস্থ রাজ্য সড়কের পাশে থাকা গাছ সাতসকালে কেটে ফেলা হলো তারাপুর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের নির্দেশে। এই গাছগুলি কাটার কোন অনুমতি ছিল না পি ডব্লিউ ডি বা ফরেস্ট রেঞ্জারের। যা ঘিরে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। ক্ষমতার প্রভাব খাটিয়ে একের পর এক রাজ্য সড়কের পাশে থাকা গাছ কেটে ফেললো প্রধানের নির্দেশে। গাছ কাটার কোন অনুমতি দেওয়া হয়নি পি. ডব্লুউ.ডি. বা বনদপ্তরের তরফ থেকে। তবে পি ডব্লিউ ডি আধিকারিকরা জানতে পেরে বিষয়টি রানাঘাট থানায় জানালে ঘটনাস্থলে রানাঘাট থানার পুলিশ উপস্থিত হয়। পঞ্চায়েতের তরফ থেকে খবর সংগ্রহ করতে দেখে পারমিশন বা অনুমতি পত্র হিসেবে পিডাব্লিউডিকে আবেদন করা আবেদন পত্র দেখানো হয়। এই বিষয় নিয়ে ফোনে প্রতিক্রিয়া দেন তারাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান। গাছ কাটার অনুমতি পত্র চাইলে তিনি জানান যে অনুমতি নেওয়া হয়েছে, কিন্তু সেই অনুমতি পত্র দিতে পারেননি পঞ্চায়েতের তরফ থেকে। তবে বেশ কয়েকটি গাছ কাটার পর সেগুলি পঞ্চায়েতে নিয়ে আসা হয়। আর এই কাটা গাছগুলি পঞ্চায়েতে নিয়ে আসার পরেই উঠছে একাধিক প্রশ্ন,যদি পারমিশন বা অনুমতি নিয়ে এই গাছগুলি কাটা হতো তাহলে বনদপ্তর বা পিডাবলুডি গাছগুলি নিয়ে যেত। যদিও এ বিষয় নিয়ে কটাক্ষ করতে ছাড়েননি বিরোধী বিজেপি ও সিপিএম। বিজেপির পক্ষ থেকে ঘটনার পূর্ণ তদন্ত ও আইনি ব্যবস্থার গ্রহণের দাবি।

ভেঙে পড়ল শ্রাবণী মেলার গেট

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ বিশাল আকৃতির শ্রাবণী মেলার গেট হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল জিটি রোডের একটি লেনের উপর, যদিও এই ঘটনায় কেউ আহত ও নিহত হয়নি। সিভিল ডিফেন্সের তৎপরতায় তরিঘরি সকাল হতেই ভাঙা সেই গেট সড়িয়ে ফেলা হলো। বর্ধমান শহরের বাঁকার মাঠে শ্রাবণী মেলার গেট করা হয়েছিল শহরের বিভিন্ন প্রান্তে, মেলা শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও বর্ধমান পৌরসভার সন্নিকটে, সেই শ্রাবণী মেলার গেট রয়ে গিয়েছে, সেই মেলার গেট ভেঙে পরায়, বন্ধ হয়ে পরেছিলো জি.টি. রোডের একাংশ। একই লেন দিয়ে যাতায়াত করছে টোটো, গাড়ি থেকে বাস। এর জেরে শনিবার সকাল থেকে তীব্র যানজটের স্বীকার বর্ধমানবাসী। ঘটনাটি ঘটেছে বর্ধমান পৌরসভার সামনে। জানা গিয়েছে, পৌরসভার সামনে জি.টি. রোডের উপর ছিল বিশাল একটা শ্রাবনী মেলার গেট। শুক্রবার রাতে ঝড়-বৃষ্টিতে সেই গেটের একাংশ জি.টি.রোডের উপর ভেঙে পরে। প্রায় ১৫ ঘন্টা উপর জি.টি. রোডে গেট ভাঙা অংশ পরে থাকায় যানজটের মুখে পরতে হয় শহর বাসীকে। অবশেষে সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ সিভিল ডিফেন্সের কর্মীরা এসে ভাঙা অংশটি রাস্তা থেকে সরিয়ে ফেলার ব্যবস্থা করে। তারপর থেকে যানজট মুক্ত হয় জি.টি. রোড। তবে এই বিশাল আকৃতি গেট ভেঙে যাওয়ায় কোনো আহত বা মৃত হয়নি।

দুই যুবকের তৎপরতায় উদ্ধার ৩৫ পড়ুয়া

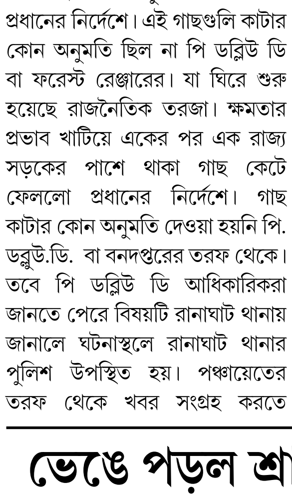

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ প্রবল বর্ষানে হঠাৎ রাস্তায় ধস নামে। রাস্তার মাঝে ৫ফুট গর্ত হয়ে যায়। আটকে পরে স্কুলের পড়ুয়ারা। গুরুদ্বরা থেকে ঘোষণা হতেই উদ্ধারে করতে এগিয়ে এলেন গ্রামের দুই বাসিন্দা। তৈরি করলেন 'মানব সেতু'। তাঁদের উপর দিয়ে হেঁটে নিরাপদ স্থানে এল একে একে ৩৫ জন পড়ুয়া। পাঞ্জাবের লুধিয়ানের মালেয়ান পঞ্চায়েত। ভরা বর্ষায় ভেসে গিয়েছে খেত, ধসে যায় রাস্তা। বাচ্চাদের স্কুলও ১০টায় ছুটি দেওয়া হয়। কিন্তু রাস্তা বন্ধ। পড়ুয়ারা আটকে পড়েছে জানতে পেরে স্থানীয়দের সঙ্গে ঘটনাস্থলে যান সুখবিন্দর সিং ও গগনদীপ সিং। যখন অনেক চেষ্টার পরও উদ্ধার করা যায়নি পড়ুয়াদের। প্রশাসনের কাছে খবর গেলেও পাত্তা নেই কারও। তখনই সুখবিন্দর ও গগনদীপ সিদ্ধান্ত নেন মানব সেতু করার। ভাইরাল একটি ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে। দুই প্রান্তের মাঝে তৈরি হওয়া প্রায় ৫ ফুটের ফাটলে শুয়ে পড়েন দু'জনে। একে একে ৩৫ জন পড়ুয়া তাঁদের উপর দিয়ে নিরাপদ স্থানে নিয়ে আসা হয়। শুধু পড়ুয়ারাই নয়, ১০জন বাসিন্দাদেরও উদ্ধার করেছেন তাঁরা। এই ঘটনা সামনে আসতেই গ্রামের 'হিরো' সুখবিন্দর ও গগনদীপ। স্থানীয় পঞ্চায়েত থেকেও তাঁদের সংবর্ধনা জানানো হয়েছে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩০ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা, ২৩৬, রবিবার, ১০ শ্রাবণ ১৪৩২

স্বদেশে বিদেশি উচ্চ শিক্ষা

ভারতের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থা বর্তমানে এক গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছে। সরকারি উদ্যোগে দেশজুড়ে শিক্ষার পরিকাঠামো উন্নয়নের নানা পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে গত কয়েক দশকে। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়, সেসব প্রকল্প ও পরিকল্পনা কতটা কার্যকর হয়েছে? সাম্প্রতিক সময়ে কেন্দ্র সরকারের তরফে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে একটি নতুন নীতি ঘোষিত হয়েছে; বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে ভারতে ক্যাম্পাস স্থাপনের অনুমতি দেওয়া। সরকারের মতে, এতে দেশের উচ্চশিক্ষার গুণমান বৃদ্ধি পাবে এবং আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে শিক্ষার্থীরা প্রস্তুত হবে। কিন্তু বাস্তবিক অর্থে বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়গুলির আগমনে কি ভারতের উচ্চশিক্ষার দীর্ঘস্থায়ী সমস্যা সমাধান হবে? না কি এটি শুধুমাত্র ধনীদের জন্য তৈরি একটি নতুন ‘এডুকেশন মার্কেট’ হয়ে উঠবে? ভারতের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থার প্রধান সমস্যা হল বৈষম্য, পরিকাঠামোগত দুর্বলতা, শিক্ষক-ছাত্র অনুপাতের ভারসাম্যহীনতা, গবেষণার সুযোগ ও অর্থের অভাব এবং ক্রমবর্ধমান বাণিজ্যিকরণ। এই সমস্যাগুলি বহুদিন ধরেই চলে আসছে এবং শিক্ষানীতির বারবার সংস্কার সত্ত্বেও এর সামগ্রিক উন্নয়ন তেমন চোখে পড়েনি। এমনকি জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০২০-তেও উচ্চশিক্ষাকে আন্তর্জাতিক স্তরে উন্নীত করার যে প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে, তা এখনও প্রাথমিক স্তরেই সীমাবদ্ধ। এই প্রেক্ষিতে যদি শুধুমাত্র বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ক্যাম্পাস স্থাপনই সমাধান হিসেবে দেখা হয়, তবে তা যথেষ্ট নয় বলেই মনে করছেন বহু শিক্ষাবিদ ও বিশেষজ্ঞ। প্রথমত, বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়গুলি যেসব দেশে শাখা খোলে, সেগুলি প্রধানত বানিজ্যিক উদ্দেশ্যেই করা হয়। ভারতের বাজার বিশাল, তরুণ প্রজন্মের সংখ্যা বিপুল, উচ্চশিক্ষার চাহিদাও দিন দিন বাড়ছে। এই বাস্তবতায় একাংশ বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয় ভারতকে ভবিষ্যতের লাভজনক শিক্ষাবাজার হিসেবে দেখতে আগ্রহী। ফলে প্রশ্ন ওঠে, আদৌ তারা গবেষণাভিত্তিক শিক্ষা নিয়ে আসবে, না কি শুধুমাত্র মুনাফাভিত্তিক কিছু কোর্সের মাধ্যমে উচ্চবিত্তদের একটি সীমিত গোষ্ঠীকে টার্গেট করবে? দ্বিতীয়ত, যদি বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে অতিরিক্ত ছাড়, করছাড়, জমির সহজলভ্যতা ইত্যাদি দিয়ে ভারতে টেনে আনা হয়, তবে দেশের নিজস্ব উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি আরও কোণঠাসা হয়ে পড়বে। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়, জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়, আইআইটি ও আইআইএম-র মতো প্রতিষ্ঠানের গবেষণা ও শিক্ষাগত পরিকাঠামোয় এখনই যে পরিমাণ সংকট দেখা যায়, তা আরও বেড়ে যেতে পারে। যদি সরকারের সহযোগিতা মূলত বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়গুলির দিকেই কেন্দ্রীভূত হয়, তবে দেশীয় প্রতিষ্ঠানগুলি প্রতিযোগিতায় টিকতে পারবে না। তৃতীয়ত, ভারতের গ্রামীণ ও অর্ধশহুরে অঞ্চলের ছাত্রছাত্রীদের বড় অংশ এখনও পর্যন্ত সরকারি কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর নির্ভর করে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করে থাকে। তাদের পক্ষে বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উচ্চ টিউশন ফি বা আন্তর্জাতিক পাঠক্রমে নিজেকে মানিয়ে নেওয়া অত্যন্ত কঠিন হবে। ফলে এই ব্যবস্থা আরও একধরনের শ্রেণিগত বিভাজন তৈরি করতে পারে। সমাজের একটি অল্পসংখ্যক বিত্তবান অংশ উন্নত আন্তর্জাতিক শিক্ষার সুবিধা পাবে, অথচ বৃহত্তর জনসংখ্যা সেই সুযোগ থেকে বঞ্চিতই থাকবে।

পুরসভায় নেতাজির ক্যান্টিন

কেমন আছে নেতাজির তৈরি ক্যান্টিন? ১৯২৪ সাল থেকে ১৯৩১ সাল পর্যন্ত কলকাতা পুরসভায় ছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু। ১৯২৪ সালে তিনি কলকাতা পুরসভায় চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার হিসেবে কাজ শুরু করেছিলেন। ১৯৩০ সালের ২২ আগস্ট তিনি Kolkata Municipal Corporation এর মেয়র হন। এরপর বিধানচন্দ্র রায় পুরসভার মেয়র হলে তিনি অব্যাহতি দেন। জানা যায়, পুরকর্মীদের খাবারের সংস্থান করতে কলকাতা পুরসভায় থাকাকালীন পুরসভার ক্যান্টিন চালু করেছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু। তিনি নাকি নিজেও খেতে ভালবাসতেন। কলকাতা পুরসভায় সুভাষচন্দ্র বসুর ক্যান্টিন চালু প্রসঙ্গ কিন্তু নেহাতই কাকতালীয় নয়। জানা যায়, ব্যক্তিগত জীবনে তাঁর খাদ্য তালিকায় মিষ্টি থাকতই। খিচুড়ি ছিল তাঁর অন্যতম প্রিয় খাবার। মধ্যাহ্নভোজে আম বাঙালির মতো ভাত, ডাল, তরকারি বেশি পছন্দ করতেন নেতাজি। শেষের দিকে লিভারের সমস্যার কারণে বেশির ভাগ সময় লেবু,লবন, চিনি, জলই খেতেন। কিন্তু এখন কেমন আছে নেতাজির তৈরি এই ক্যান্টিন? বর্তমানে ক্যান্টিন এবং পুরসভার গেস্ট হাউস মিলিয়ে ২৭ জন কর্মী কাজ করেন। এদের অধিকাংশই চুক্তিভিত্তিক কর্মী। এঁদের মধ্যে অনেকেই দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছেন। ১৯৬৪ সাল থেকে কাজ করছেন সুধীর পাল কিংবা ১৯৭১ সাল থেকে কাজ করছেন বীরেন জানা। ক্যান্টিনের ফুল মালা দেওয়া নেতাজির ছবিতে প্রণাম করে বীরেন বাবু বলেন, শুনেছি ১৯৩০ সালে মেয়র হওয়ার পর এই ক্যান্টিন চালু করেছিলেন তিনি। আজও সেই ক্যান্টিনের দৌলতেই আমরা দুমুঠো অন্ন জোগাচ্ছি। দীর্ঘদিন ধরে এই ক্যান্টিনে কর্মরত কমল পাল। তিনিও ক্যান্টিনের হাল ফেরাতে এর আধুনিক সংস্কার করার দাবি জানান। পাশাপাশি, সব কর্মীরাই পুরসভার ক্যান্টিনের উন্নতি হোক এটাই চান। যাতে কর্মী ও তার পরিবারের সকলের রুটি রুজি অটুট থাকে। শোনা যায়, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু সব থেকে প্রিয় পানীয় ছিল চা। তিনি নাকি দিনে ২০-২৫ বার চা খেতেন। তিনি সবসময় সুপারি চিবোতেন। অনেক বারণ করা সত্ত্বেও শুনতেন না। এমনকি ব্যাডমিন্টন খেলার সময়ও তিনি সুপুরি খেতেন। পরে অবশ্য সুপারি সম্পূর্ণ ছেড়ে দিয়ে হরিতকি খেতেন বলে শোনা যায়। প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ার সময়ে কফি হাউস,সূর্য সেন স্ট্রিটের শরবতের দোকানে যেতেন।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

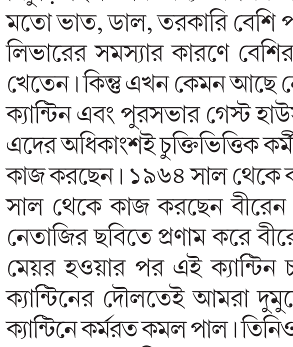

করতে হবে। তবেই মানুষ মহান হতে পারবে। সেবাই হচ্ছে পরম ধর্ম। তার মতো আর কোনও ধর্ম নেই। সব ধর্মের সেরা ধর্ম হচ্ছে সেবা। মানব সভ্যতাকে রক্ষা করতে হবে। মানবজাতিকে রক্ষা করতে হবে। দেশকে রক্ষা করার ব্রত গ্রহণ করতে হবে। দেশকে রক্ষা করতে পারলে তবেই নিজেকে রক্ষা করা সম্ভব। শুধু শুধু বেদ পড়ে কিছু হবে না। মনটাকে বেদের মতো করতে হবে। তবেই বেদ পড়ে কিছু গ্রহণ করতে পারবি।

ধর্ম করলে চলবে না। ধর্ম থেকে আদর্শকে গ্রহণ করতে হবে। শুধু পুজো করলে চলবে না। পুজোর মধ্যে দিয়ে মানব সেবাকে গ্রহণ

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের দিব্য দর্শনের চিত্রও দেখতে পাওয়া যায়। জীবনের অতি সাধারন কথার মধ্যে দিয়ে ঠাকুর তত্ত্ব কথাকে ব্যাখ্যা করেছেন। ঠাকুরের দর্শন মেনে চললে জীবনে মোক্ষ লাভ হয়। মানব প্রেম হচ্ছে সবচেয়ে বড় কাজ। এর মতো মহান কাজ আর নেই। এটা যিনি করতে পারেন তিনি শ্রেষ্ঠ। তিনিই পরম পুরুষ। তিনি মহামানব। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব সব সময়ে নিজের মুখ দিয়ে মা ভবতারিণীর বাণী প্রচার করতেন। মুখ দিয়েই সবাইকে ধর্ম কথা শোনাতেন। তিনি কোনও দিন লিখে কারোর সঙ্গে কথা বলতেন না। নিজের মনের কথাকে ঠাকুর বলতেন অন্তর দিয়ে। ভক্তি দিয়ে। তাঁর কথাকে লিখে নিতেন মহেন্দ্র গুপ্ত। তিনি সব সময়ে ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে ঘুরে বেড়াতেন। তাঁর কাজই ছিল ঠাকুর যা বলছেন তা লিখে নেওয়া। ঠাকুরের সেই কথাগুলো পরবর্তীকালে একসঙ্গে প্রকাশিত হল বই আকারে। সেই বইয়ের নামকরণ হল ‘রামকৃষ্ণকথামৃত’। এই বইটাকে ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের জীবন দর্শন বলে উল্লেখ করা যেতে পারে।

স্বাধীনতাপ্রেমী ডাক্তার শিশির বোসকে নিয়ে বাঙালির গর্বের শেষ নেই

বিশেষ প্রতিবেদক

শিশির কুমার বোস

সুভাষচন্দ্র বোস অনুভব করতে শুরু করে দিয়েছিলেন যে ভারতের মধ্যে থেকে ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে অস্ত্র নিয়ে লড়াই করা একেবারে অসম্ভব। শুধু সুভাষচন্দ্র বোস নন, রাস বিহারী বোস জার্মান থেকে অস্ত্র নিয়ে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার পরিকল্পনা তৈরি করেছিলেন।

কিন্তু সেই পরিকল্পনা ব্যর্থ হযে যায়। বিপ্লবী বাঘা যতীন বাংলায় সশস্ত্র বিপ্লব করার জন্য উদ্যোগী হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর সেই চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল। রাসবিহারী বোস দ্বিতীয় সিপাই যুদ্ধ করার যে পরিকল্পনা তৈরি করেছিলেন লাহোরে বসে তা ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিল বিশ্বাসঘাতকতার জন্য। তার ফলে রাসবিহারী বোসকে ভারত ত্যাগ করতে হয়েছিল। রাসবিহারী বোসের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়না জারি হয়ে গিয়েছিল। তিনি তখন গা ঢাকা দিতে শুরু করে ছিলেন। পরে তিনি রবীন্দ্রনাথের পরামর্শ গ্রহণ করে গোপনে জাপানে পালিয়ে গিয়েছিলেন আর. এন. টেগোর নাম গ্রহণ করে। জাপানে গিয়ে জাপান সরকারের সহযোগিতায় তৈরি করলেন ‘ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি’ (আইএনএ)। সেই আর্মি পরে নাম পরিবর্তন করে ‘আজাদ হিন্দু ফৌজ’ নামে খ্যাতি অর্জন করেছিল। এই সব পরিকল্পনা তৈরি করার পিছনে আর একজন সাক্ষী হয়েছিলেন তিনি হচ্ছেন ডাক্তার শিশিরকুমার বোস। তিনি সুভাষ বোসের সব পরিকল্পনার কথা জানতেন। ডাক্তার শিশির বোস ছিলেন পেশায় শিশু চিকিৎসক। তিনি আবার শিশু প্রেমিক ছিলেন। তিনি বলতেন মানুষর মতো শিশুদেরও সুস্থ সবল করানো খুবই প্রয়োজন। এই পেশাকে তিনি জনসেবা বলে গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। শিশুদের বাঁচার অধিকারকে তিনি অস্বীকার করতে পারেননি বলেই তিনি বিখ্যাত শিশু চিকিৎসক হিসাবে নাম করতে শুরু করেছিলেন। বাবা শরৎচন্দ্র বসু ও যাঁকে ১৯৪১ সলে মহানিষ্ক্রমণ করতে সাহায্য করেছিলেন তাঁর সেই চিরভাস্কর কাকা নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোসের থেকে উত্তারিধার সূত্রে পেয়েছিলেন মানব সেবার করার মন্ত্র। ডাক্তার শিশির বসু জন্ম গ্রহণ করেন ১৯২০ সালে ২ ফেব্রুয়ারি।

তিনি যেদিন স্কুলে প্রথম যাচ্ছিলেন তখন তাঁর বাবা বাড়ির বাগানে ছড়ানো সকালের শিশির দেখতে পেয়ে ছেলের নামকরণ করেন শিশির। প্রথম সাউথ সুবার্বান স্কুলে তারপরে সেন্ট জিভিয়ার্স কলেজে পড়াশুনা করে মেডিকেল কলেজে ভর্তি হন। মেডিকেল কলেজে পড়ার সময়ে তিনি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিতে শুরু করেছিলেন। তিনি দেখতে পেলেন শিশুরা অসুস্থ হলে কী হয়েছে তা বলতে পারে না। তাদের শরীরের লক্ষণ দেখে তবেই বিচার করতে হয় কী রোগ তাদের হয়েছে। তাদের জন্য চিকিৎসার দরজা খুলে দেওয়ার খুবই প্রয়োজন। তিনি যখন শিশু চিকিৎসক হিসাবে কলকাতায় নাম করতে শুরু করে দিয়েছিলেন তখন কলকাতা শিশু চিকিৎসক নেই বলতে গেলে চলে। হাতে গোনা কয়েকজন শিশু চিকিৎসক তখন কলকাতায় বসবাস করতো। পিতার নাম ছিল শরৎচন্দ্র বসু এবং মাতার নাম ছিল বিভাবতী দেবী। পিতার কথা মতো তিনি শিশুদের চিকিৎসক হওয়ার দিকে মনোনিবেশ করতে শুরু করেন। শিশুর তাদের রোগ হলে তারা কী রোগ হয়েছে তা প্রকাশ করতে পারে না। তারা সেই সময় বড় মানুষের মতো কষ্ট পেতে থাকে। সেই কারণে তিনি নিজেকে শিশু চিকিৎসক হিসাব সকলের কাছে পরিচিতি লাভ করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। তখন উন্নতমানের শিশু হাসপাতাল তৈরি হয়নি কলকাতায়। সেই সব অসুবিধার মধ্যেও তিনি শিশুদের চিকিৎসা করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। বড় মানুষের মতো তিনি শিশু রোগীদের ওষুধ দিতে শুরু করলেন। তার ফলে বহু শিশুরা তাঁর চিকিৎসায় সুস্থ হতে শুরু করে। ১৯৪০ সালে সুভাষচন্দ্র বোস তাঁকে ডেকেছিলেন। সেই সময়ে সুভাষ তাঁকে গোপনে একটি কথা বলেছিলেন যে তাঁর একটা কাজ করে দিতে হবে। সেই সময়ে কাকা সুভাষ বোস শিশিরকে যে কাজের কথা বলেছিলেন সেটা হচ্ছে মহানিষ্ক্রমণ। সেই পরিকল্পনা এবং তাকে বাস্তবে রূপায়ন করে ক্ষেত্রে ডাক্তার শিশির বোসের হাত ছিল। পরের বছর ১৯৪১ সালে কলকাতা ছাড়েন সুভাষ বোস তাঁর ওয়ান্ডারার গাড়ি করে। বিদেশের মাটিকে মুক্তি ফৌজ তৈরি করতে সেই সময়ে সুভাষ বোসের কলকাতা ত্যাগের সঙ্গী হয়েছিলেন শিশির বোস। সুভাষকে গোমো স্টেশন পর্যন্ত ছেড়ে দিয়ে এসেছিলেন শিশির বোস। সুভাষকে ছেড়ে দিয়ে এসে তিনি কিন্তু ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামেম অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি বারবার একটি কথা বলতেন সুভাষ যে জন্য ভারত ত্যাগ করেছে তাকে সফল তিনি করে তুলবেন নিশ্চয়। সুভাষ বোস ভারত ত্যাগ করার খবর ইংরেজ সরকার পেলে শিশির বোসকে জেরা করতে শুরু করে দিয়েছিল ব্রিটিশ পুলিশ বাহিনী। তাঁর ওপরে কড়া নজর রাখতে শুরু করে ব্রিটিশ গোয়েন্দারা। কিন্তু সুভাষ বোসকে ছেড়ে দিয়ে আসার পর তিনি আর সুভাষ বোসের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেননি। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে তাহলে ইংরেজ গোয়েন্দারা সব কিছু জানতে পেরে যাবে যে সুভাষ বোস কোথায় গিয়ে উপস্থিত হয়েছেন।

যদিও পরে ব্রিটিশ গোয়েন্দার আবিস্কার করে ফেলেছিল যে সুভাষ জার্মানীতে গিয়ে উপস্থিত হয়েছেন এবং হিটলারের সঙ্গে দেখা করেছেন। জার্মানদের সঙ্গে আলোচনা করে সুভাষ বুঝতে পেরেছিলেন জার্মান দিয়ে ভারতের সংগ্রাম সফল হওয়া একেবারে অসম্ভবা ভারতের ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে গেলে তাঁকে জাপান যেতে হবে। জাপান ভারতেব খুবই নিকটে। তার ওপরে জাপান তখন ব্রিটিশদের বহু স্থান দখল করে নিয়েছে। জাপানে উপস্থিত হয়ে সেখানকার ভারতীয় বন্দি সেনাদের নিয়ে তৈরি করতে হবে শক্তিশালী বাহিনী। যদিও সেই কাজ করতে শুরু করে দিয়েছিলেন রাসবিহারী বোস। তিনি সুভাষের সহযোগিতা কামনা করলেন এবং জাপানে আসার জন্য পত্র দিলেন। জাপনে গিয়ে উপস্থিত হলেন সুভাষচন্দ্র বোস। ১৯৪২ সালে শিশির বোস তিনি ভারত ছাড়ো আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। সেই সময়ে তিনি পুলিসের লাঠি চার্জে গুরুতর জখম হন। তারপরে প্রেসিডেন্সি জেলে বন্দি ছিলেন। ১৯৪৩ সলে তিনি নিজ গৃহে অন্তরীন এবং মেডিকেল কজে ছাড়া আর কোথাও যাওয়ার তাঁর অনুমতি ছিল না। সেই সময়ে সুভাষের কয়েকজন গুপ্তচর তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করতে শুরু করে। তিনি সুভাষের সংবাদ তাঁদের কাছ থেকে সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন। ব্রিটিশ সরকার তখন চিন্তা করলো যে শিশির বোসকে কলকাতার প্রেসিডেন্সি জেলে রাখাটা নিরাপদ হবে না। দিল্লির লালকেল্লা নিয়ে যাওয় হয়েছিল তাঁকে। তারপরে সেখান থেকে তাঁকে আবার লাহোর জেলে রাখা হয়। পরের দিকে তাঁকে আবার লালপুর (আধুনা ফৈজলাবাদ) জেলে রাখা হয়েছিল। ব্রিটিশ পুলিশ এমনভাবে তাঁকে রেখেছিল যাতে তাঁর কোনও পরিচিত ব্যক্তি না থাকে। কারোর সঙ্গে কথা না বলতে পারে। এমনকী কারোর সঙ্গে দেখা করাটা নিষেধ হয়ে গিয়েছিল। তার ফলে তিনি জেলের মধ্যে নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করত শুরু করেছিলেন। ১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধ শেষ হলে তিনি তখন মুক্তি লাভ করেন। তার সঙ্গে সুভাষের কোনও যোগাযোগ নেই এটা নিশ্চিত হওয়ার পরেই ব্রিটিশ সরকার তাঁকে কারাগার থেকে মুক্তি দেয়। জেল থেকে ছাড়ার পাওয়ার পরে তিনি পর মেডিকেল শিক্ষা সম্পূর্ণ করার পাশাপাশি স্বাধীনতা এবং দেশভাগের মধ্যে দিয়ে জনসেবাকে প্রাধান্য দিতে শুরু করেন। জনসেবা করাকে তিনি জীবনের মহান ব্রত বলে সিদ্ধান্ত নেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে তিনি লণ্ডনে গিয়ে ‘গ্রেট আর্মণ্ড স্ট্রিট হাসপাতাল’ থেকে ডিসিএইচ ডিগ্রি লাভ করেন। ভিয়েনা এবং শেফিল্ডে শিশু চিকিৎসায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। ১৯৫৫ সালে ৯ ডিসেম্বর তিনি কৃষ্ণা বসুকে বিবাহ করেন। তারপরে তিনি নেতাজি রিসার্চ ব্যুরো প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। নেতাজি সংগ্রহশালা তৈরি করা উদ্দেশ্য নিয়ে এই প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তোলেন। তখন ভারতের জনগণের কাছে নেতাজি সুভাষচন্দ্রবোস ঈশ্বরের সমান হয়ে গিয়েছেন। তাঁর খ্যাতি সারা বিশ্বের সমাদ্রিত হতে শুরু করেছে। ভারতের দুইজন সেরা স্বাধীনতা সংগ্রামী হিসাবে বিবেচিত হলেন। প্রথম জন হচ্ছেন মহাত্মা গান্ধি যিনি অহিংসা আন্দোলনের জনক। আর একজন হচ্ছেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস।

তিব্বতে পরবর্তী দালাই লামা কে হবেন তা নিয়ে চিন্তা

বিশেষ প্রতিবেদক

পরবর্তী দলাই লামা কে? ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারের জটিল রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক সমীকরণ। চিন্তাশীল বিশ্বে একটি অত্যন্ত সংবেদনশীল ও জটিল প্রশ্ন আবার সামনে উঠে এসেছে;কে হবেন পরবর্তী দলাই লামা? বর্তমান দলাই লামা, তেনজিন গিয়াতসো, ৮৯ বছরে পা রাখলেন এবং স্বাভাবিক ভাবেই বিশ্বজুড়ে তাঁর অনুগামীদের মধ্যে উদ্বেগ বাড়ছে যে তাঁর পরবর্তী উত্তরসূরি কে হবেন এবং কোন প্রক্রিয়ায় তাঁকে বেছে নেওয়া হবে। এই প্রশ্ন শুধু তিব্বতী বৌদ্ধ ধর্মের ভবিষ্যতকে ঘিরে নয়, বরং আন্তর্জাতিক কূটনীতি, চিন-ভারত সম্পর্ক ও ধর্মনিরপেক্ষ বিশ্বের দৃষ্টিভঙ্গিকেও গভীরভাবে প্রভাবিত করতে পারে।

দলাই লামা শুধুমাত্র তিব্বতের সর্বোচ্চ ধর্মীয় গুরু নন, তিনি একসময় তিব্বতের রাষ্ট্রপ্রধানও ছিলেন। যদিও ২০১১ সালে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে রাজনৈতিক দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন, তবু আজও তাঁর প্রতিকৃতি বিশ্বজুড়ে শান্তি, করুণা ও মানবিকতার প্রতীক। তাঁর জীবনযাত্রা, চিনা আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, নির্বাসিত অবস্থায় তিব্বতের সংস্কৃতি ও পরিচয় রক্ষা করার সংগ্রাম তাঁকে বিশ্বজুড়ে এক শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্বে পরিণত করেছে। ফলে, তাঁর মৃত্যুর পর কে হবেন দলাই লামার উত্তরসূরি এবং কিভাবে তাঁকে নির্বাচন করা হবে;এই প্রশ্ন নিয়ে শুধু ধর্মীয় মহল নয়, আন্তর্জাতিক রাজনীতিতেও ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে।

দলাই লামা হলেন গেলুগপা বা তিব্বতের ‘হলুদপন্থী’ বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের প্রধান। তাঁকে তুলকুদ বা পুনর্জন্মপ্রাপ্ত লামা হিসেবে গণ্য করা হয়। তিব্বতি বৌদ্ধ মতে, প্রতিটি দলাই লামা পূর্ববর্তী দলের পুনর্জন্ম। এই পুনর্জন্ম নির্ধারণের জন্য ঐতিহ্যগতভাবে গোপন আধ্যাত্মিক চিহ্ন, স্বপ্ন, দর্শন ও বিশেষ পূজার আয়োজন করা হয়। নির্দিষ্ট অঞ্চলে জন্ম নেওয়া এক শিশুকে নির্বাচিত করার পেছনে থাকে প্রবীণ লামাদের এক জটিল আধ্যাত্মিক প্রক্রিয়া। কিন্তু বর্তমানে চিনের সরকার এই ঐতিহ্যিক প্রক্রিয়াকে নাকচ করে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করছে। বেজিংয়ের দাবি অনুযায়ী, দলাই লামার পরবর্তী উত্তরসূরি নির্বাচন করতে হলে তা হতে হবে চিনা সরকারের অনুমোদনের ভিত্তিতে। ২০০৭ সালে চিনে একটি আইন কার্যকর হয় যেখানে বলা হয়েছে, তুলকু পুনর্জন্মে সরকারের অনুমতি বাধ্যতামূলক। অর্থাৎ দলাই লামার পরবর্তী পুনর্জন্ম সরকার অনুমোদিত না হলে তাকে স্বীকৃতি দেওয়া হবে না। এই অবস্থান সরাসরি ধর্মীয় স্বাধীনতার বিরুদ্ধে এবং তিব্বতের আত্মপরিচয়কে বিলুপ্ত করার এক প্রচ্ছন্ন কৌশল বলেই মনে করেন অধিকাংশ বিশ্লেষক।

দালাই লামা ইতিমধ্যেই বারবার বলেছেন, তাঁর উত্তরসূরি যদি থেকে যায়, তবে সেটি তিনি নিজে সিদ্ধান্ত নেবেন এবং সেটি চিনের বাইরে হতে পারে। তিনি এমনকি বলেছিলেন, ভবিষ্যতে দলাই লামা নারীও হতে পারেন, অথবা পুনর্জন্মের ধারনাকেই তিনি প্রাসঙ্গিক মনে নাও করতে পারেন। তাঁর এই বিবৃতি একদিকে যেমন ধর্মীয় জগতে নতুন চিন্তার সূচনা করেছে, অন্যদিকে চিন সরকারের রোষেরও কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। চিন আজও দলাই লামাকে ‘বিচ্ছিন্নতাবাদী’ বলে আখ্যা দেয় এবং তাঁকে দেশের অখণ্ডতার বিরুদ্ধে কাজ করা এক নেতারূপে চিত্রিত করে।

ভারতের দৃষ্টিকোণ থেকেও এই বিষয়টি অত্যন্ত স্পর্শকাতর। দলাই লামা ১৯৫৯ সালে চিনা আগ্রাসনের পর ভারতে আশ্রয় নেন এবং তাঁর নেতৃত্বে ধর্মশালায় তিব্বতের গণতান্ত্রিক সরকার গঠিত হয়। ভারত তাঁকে রাজনৈতিক আশ্রয় দিলেও কূটনৈতিক চাপের কারণে তাঁকে কখনওই সক্রিয় রাজনৈতিক সমর্থন দেয়নি। কিন্তু পরবর্তী দলাই লামার নির্বাচন যদি ভারতের মাটিতে হয়, এবং তিব্বতের ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব যদি ভারত সমর্থিত হয়, তবে তা ভারত-চিন সম্পর্ককে আরও জটিল করে তুলবে। চিন ইতিমধ্যেই নিজস্ব এক পঞ্চদশ দলাই লামা নির্বাচন করার পরিকল্পনা করছে, যার মাধ্যমে তারা ধর্মীয় কর্তৃত্ব এবং তিব্বতের ওপর নিজেদের আধিপত্য আরও শক্ত করতে চায়। অপরদিকে, তিব্বতিরা এবং বিশ্বের বহু বৌদ্ধ সংগঠন চিনা সরকারের নিয়ন্ত্রিত ধর্মীয় নেতাকে মান্যতা দেবে না বলেই ইঙ্গিত দিয়েছে। ফলে ভবিষ্যতে দুইটি ভিন্ন দলাই লামার অস্তিত্ব;একজন চিনা নিয়ন্ত্রিত, অপরজন তিব্বতী নির্বাসিত সমাজ দ্বারা স্বীকৃত;এই দ্বৈত নেতৃত্ব তিব্বতের ধর্মীয় ঐক্যকে চিরতরে বিভক্ত করতে পারে। আন্তর্জাতিক পরিসরে এই ঘটনা কেবলমাত্র ধর্মীয় প্রশ্নেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, জাপান সহ বহু দেশ ইতিমধ্যেই তিব্বতের ধর্মীয় স্বাধীনতার পক্ষে অবস্থান নিয়েছে। মার্কিন কংগ্রেস ২০২০ সালে ততিব্বতী নীতিমালা ও সমর্থন আইন Tibetan Policy and Support Act পাস করে যেখানে বলা হয়েছে।

কালীপ্রসন্ন সিংহ বাংলায় মহাভারত রচনা করে এই মহাকাব্যের কদর বৃদ্ধি করে দিয়েছিলেন

বিশেষ প্রতিবেদক

হরিশ মুখার্জীর বন্ধু কালীপ্রসন্ন সিংহ। ‘সেই সময়’ উপন্যাসটি লেখার জন্য আমি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে হাজার বার অভিনন্দন জানাই। আমি তাঁকে হাজার হাজার বার অভিনন্দন জানাই নবীনকুমারকে এই উপন্যাসের নায়ক করার জন্য। কে এই নবীনকুমার? না, তিনি আমরা একটি আস্ত কালীপ্রসন্নকে, একজন জীবন্ত কালীপ্রসন্নকে পেলাম।

কালীপ্রসন্ন শুধু ‘হুতোম প্যাঁচার নকশা’র লেখক ও মহাভারতের অনুবাদক নন। এই দুটি বই-এর সুবাদেই আমরা তাঁকে চিনি। দেশের প্রতি, দেশের মানুষের প্রতি তাঁর ভালোবাসা; বিভিন্ন লেখককে গ্রন্থপ্রকাশে সাহায্য করা, সংস্কারকে

কোন কাল্পনিক চরিত্র নন। তিনি কলকাতার জোড়াসাঁকোর বারাণসী ঘোষ স্ট্রিটের ধনী পরিবারের সন্তান কালীপ্রসন্ন সিংহ। যাঁর জীবনের আয়ু মাত্র ৩০ বছর, ১৮৩০ থেকে ১৮৭০। মাত্র তিরিশ বছর। কিন্তু এই অত্যল্পকালের মধ্যে তিনি বাংলা সাহিত্যে, বাংলার সমাজ জীবনে রেখে গেছেন অসামান্য অবদান।

কালীপ্রসন্ন এক বিস্ময়কর মানুষ। অথচ অবাক কাণ্ড, সেই তীব্র গতিশীল, ছকভাঙা মানুষের জীবন নিয়ে খুব বেশি আলোচনা আমাদের দেশে পাওয়া যায় না। সেদিক থেকে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় অসামান্য কাজ করেছেন। হোক না ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাস, হোক না গল্পরসে সিক্ত, কিন্তু এই প্রথম অগ্রাহ্য করে এগিয়ে চলা, এবং এই সব কারণে পারিবারিক ধনসম্পদ বিলিয়ে দেওয়ার কথা তত বেশি প্রচারিত নয়। মহাভারত অনুবাদ করতে গিয়ে খরচ হল আড়াই লক্ষ টাকা। ফলে চলে গেল ওড়িশার জমিদারি। কপর্দকশূন্য হলেন কালীপ্রসন্ন, তাঁর সাহায্যে এগিয়ে এলেন না কেউ।

তিনি কিন্তু দ্বিধাহীনভাবে দাঁড়িয়েছেন পরিচিতজনের পাশে, সাহায্য করেছেন সাধ্যমতো। ‘হিন্দু পেট্রিয়টের’ সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বন্ধু তিনি। সেই প্রকৃত বন্ধু যে রাজদ্বারের মতো শ্মশানেও থাকে পাশে। ১৮৬১ সালের ১৪ জুন অকালে মৃত্যু হল হরিশচন্দ্রের। কালীপ্রসন্ন হরিশের স্মৃতিরক্ষা তহবিলে ৫ হাজার টাকা দান করলেন। হরিশস্মৃতি মন্দির স্থাপনের জন্য তিনি তাঁর সুকিয়া স্ট্রিটের ২ বিঘা জমি দান করার অঙ্গীকার করলেন। আর তিনি রচনা করলেন এক অসাধারণ পুস্তিকা ‘হিন্দু পেট্রিয়ট সম্পাদক মৃত হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের স্মরণার্থ কোন বিশেষ চিহ্ন স্থাপন জন্য বঙ্গবাসীদিগের প্রতি নিবেদন’।

পুস্তিকায় তিনি বললেন হরিশচন্দ্রের মৃত্যুতে ভারতভূমি যত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তত ক্ষতি জলপ্লাবন, দুর্ভিক্ষ ও বিদ্রোহে হয় নি। রামমোহন, বিদ্যাসাগরের সঙ্গে হরিশচন্দ্রের তুলনা করে তিনি বললেন ‘তিনি ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়া ইহার যত উন্নতি সাধন করিয়াছেন, সতীদাহ নিবারণে রাজা রামমোহন রায়, বিধবাবিবাহ প্রচলনে বিদ্যাসাগরও তত উপকার সাধন করিতে পারেন নাই।’

আপাতভাবে কালীপ্রসন্নের এই কথাকে অত্যুক্তি মনে হতে পারে; কিন্তু যদি আমরা রাজনৈতিক সাংবাদিকতা ও রাজনৈতিক ভাবনার দিক থেকে বিচার করি, তাহলে মনে হবে কালীপ্রসন্নের বক্তব্য সঠিক। দরিদ্র রায়তদের জন্য, নীলকরপীড়িত কৃষকদের জন্য, স্বাধিকারপ্রমত্ত শ্বেতাঙ্গ শাসকদের গতিকে রোধ করার জন্য হরিশচন্দ্র আজীবন কাজ করে গেছেন। স্বার্থহীন এই নিখাদ দেশপ্রেমিকের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে গিয়ে কালীপ্রসন্ন প্রায় অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে বলেছেন,‘গৌরব গ্রহণ, রাজদ্বারে সম্মান বা স্বদেশীয়ের নিকট সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া এক দিনের নিমিত্ত তাঁহার মনে উদিত হয় নাই। জন্মভূমির হিতানুষ্ঠানে কায়মনোবাক্য ও জীবন পর্যন্ত সংকল্প করিয়াছিলেন; বঙ্গসমাজে এবম্প্রকার লোক কয়জন জন্মিয়াছে? যিনি যে পরিমাণে বঙ্গদেশের শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছেন, আমি প্রায় সকলেরই চরিত্র লক্ষ্য করিয়াছি; সুতরাং সাহস করিয়া বলিতে পারি যে, হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় যেরূপ নিঃস্বত্তে ভারতবর্ষের শ্রী সাধনে উদ্যত হইয়াছিলেন, কোন মহাত্মা সে প্রকার মন প্রাপ্ত হন নাই।’

এদেশে রাজনীতির আলোচনা, শাসকের সমালোচনার পথিকৃৎ হরিশচন্দ্র। ‘কোন বাঙ্গালীই সাহস করিয়া রাজবিধি বিরুদ্ধে লেখনী চালন করেন নাই এবং নির্দিষ্ট নিয়ম সংশোধানার্থ সদুপায় নির্দ্ধারণে অসমর্থ ছিলেন, কিন্তু হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় উল্লিখিত বিষয়ে প্রথমে হস্তক্ষেপ করিয়া বাঙ্গালীদিগের উন্নতি সাধনে যত্নবান হইয়াছিলেন।’

নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, নিরাপত্তা, সংসার যিনি ত্যাগ করেছিলেন, সেই হরিশচন্দ্রের কাছে দেশবাসীর অসীম ঋণ। কালীপ্রসন্ন তাঁর পুস্তিকায় নানাভাবে দেশবাসীকে সে কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চেয়েছেন। তিনি আকুলভাবে বলেছেন, যদি আমাদের রামমোহন রায়ের নিকট, বিদ্যাসাগরের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ বিধেয় হয়, তাহা হইলে হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নিকট শতগুণে কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত।’ কালী প্রসন্ন সিংহ ধিচেনল বিদ্যোৎসাহী মানুষ। তিনি পণ্ডিতদের দান ধ্যান করতেন। তবে সেই সব পণ্ডিত যাদের জ্ঞান আছে দেশীয় সাহিত্যের বিষয়ে। বহু পণ্ডিত মানুষ তাঁর আশ্রয়ে বসবাস কতেন। তাঁকে মহাভারতের বিভিননি কাহিনী ব্যাখ্যা করে শোনাতেন এই সব পণ্ডিতেরা। তিনিও মহাভারত পড়তেন। মহাভারতের প্রতিটি শব্দকে মনে বিচার করতেন।

বাংলাদেশ পৌঁছাল মহেশ চন্দ্র দত্ত

শ্যামল সান্যাল, ঢাকা

একদিকে মাহেশের বিখ্যাত রথ, অন্যদিকে চটকল, প্রথম ছাপাখানা, গির্জা, কোর্ট, ড্যানিশ ঐতিহ্য ইত্যাদি নানান ইতিহাসের

মেলবন্ধন রয়েছে শহরের আনাচে কানাচে। এর সঙ্গে জুড়ে আছে দুটি জুড়ে থাকা সন্দেশ এর কাহিনী। গুটকে সন্দেশ এর গল্প

১২৬২ বঙ্গাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এই দোকানটি, অর্থাৎ প্রায় দুই শতাব্দী প্রাচীন একটি মিষ্টির দোকান। এর সৃষ্টিকর্তা ছিলেন মহেশ চন্দ্র দত্ত, যাঁর নামে দোকানটি। মহেশ চন্দ্র দত্ত সবে সন্দেশ বিক্রি শুরু করেছেন। তখন একটি ছোট্ট ছেলে দোকানে এসেছিল সন্দেশ খাবে বলে মহেশ চন্দ্র দত্ত দুটি সন্দেশকে জুড়ে বাচ্চা ছেলেটির হাতে দেন। বালকটির কাছে পয়সা-কড়ি কিছু ছিল না। ক্ষুধার্থ বালক তখন তার হাতের সোনার বালাটি বন্ধক দিয়ে মহেশ চন্দ্রের কাছ থেকে গুটকে সন্দেশ খায়। পরের দিন রাধাবল্লভ মন্দিরের একজন পুরোহিত একটি বিস্ময়কর বিষয় লক্ষ্য করেন। রাধাবল্লভ ঠাকুরের হাতের সোনার বালাটি উধাও। তিনি অসহায়ের মতন ভেউভেউ করে কাঁদতে লাগলেন। স্থানীয় মানুষ-জন আতঙ্কিত হয়ে পড়লো। সবাই খোঁজাখুঁজি করলো কিন্তু কিছুই পেলোনা। সবাই ধরেই নিলো যে বালাটি চুরি হয়েগেছে। সেই রাতে প্রভু রাধাবল্লভ ওই পুরোহিতকে স্বপ্নে দর্শন দিয়ে বললেন যে, তিনি মহেশ চন্দ্র দত্তের কাছ থেকে গুটকে সন্দেশ খেয়েছেন তার সোনার বালা বন্ধক রেখে। এখন বালাটি মহেশ চন্দ্র দত্তের কাছে রয়েছে। পয়সা দিয়ে মন্দিরের পুরোহিত যেন বালাটি ছাড়িয়ে নিয়ে আসে। পরের দিনই পুরোহিত মশাই ওই সোনার বালাটি মহেশ চন্দ্র দত্তের কাছে আবিষ্কার করেন। তিনি টাকা দিয়ে বালাটি ছাড়িয়ে নিয়ে আসেন। তবে থেকেই দোকানের খ্যাতি হয় তার গুটকে সন্দেশের জন্য। স্বয়ং রাধাবল্লভ খেয়েছেন বলে কথা! এই গল্পের সত্যতা খুঁজে পাওয়া আমাদের পক্ষে দুষ্কর। এর ১টির দাম ১৫ টাকা। এই রকম কত গল্প কথা ঠাকুরদের কেন্দ্র করে ছড়িয়িে রয়েছে বাংলায়। কলকাতায় ভীম চন্দ্র নাগের সনেদস দোকনকে কেন্দক করে এই রকম একটি গল্প রয়েছে যা সবার মুখে মুখে? মা শীতলা নাকি ভীম নাগের মিষ্টি ছাড়া পুজো হয় না। সেই কারণে স্কট লেনের শীতলা পুজোর দিন ভীম নাগ একটি করে সন্দেশ তৈরি করতো তার দাম ছিল এক টাকা। এখন তা বেড়ে রয়েছে পাঁচ টাকা। দুধ এবং ছানার দাম বৃদ্ধির ফলেই নাকি বাধ্য হয়ে দাম বৃদ্ধি করেছে। কয়েক লক্ষ সন্দেশ মাতৃ প্রসাদ হিসাবে এখন বিক্রি হয়।

পুনরায় রেজিনগরে তৃণমূল কর্মীকে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ২৬ জুলাই ঃ মুর্শিদাবাদে আবারও একবার এক তৃণমূল সমর্থককে খুন করার অভিযোগ উঠল বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীর বিরুদ্ধে। মৃত ওই তৃণমূল কর্মীর নাম প্রদীপ পাল (৪৩)। গত ২১ জুলাই ওই তৃণমূল সমর্থককে মারধরের ঘটনাটি ঘটে রেজিনগর থানার অন্তর্গত আব্দুলবেড়িয়া এলাকায়। গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। কিন্তু শুক্রবার গভীর রাতে তার মৃত্যু হয়। পুরনো বিবাদের জেরে এই খুন হয়েছে বলে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান। প্রসঙ্গত, মাত্র তিনদিন আগে ভরতপুর থানার একটি গ্রামে রাতের অন্ধকারে এক তৃণমূল কর্মী বাড়ি ফেরার সময় তাকে কুপিয়ে খুন করে কিছু দুষ্কৃতী। স্থানীয় সূত্রের খবর, পেশায় টোটো চালক প্রদীপ পাল গত ২১ তারিখ যখন কয়েকজন যাত্রীকে নিয়ে গ্রামের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন আব্দুলবেড়িয়া কলোনি এলাকার কয়েকজন যুবক তাকে বন্দুক দেখিয়ে অপহরণ করে। মৃত যুবকের মামা চন্দ্রকান্ত বিশ্বাস জানান,'টোটোর সকল যাত্রীর সামনেই প্রতীপকে বন্দুক দেখিয়ে মারধর করে আব্দুলবেড়িয়া কলোনির একটি বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।' তিনি আরও বলেন, 'শুধু অপহরণই করা হয়নি, তাকে বাড়ির মধ্যে ঢুকিয়ে বন্দুক দিয়ে বেধড়ক মারধরও করা হয়। সেই সময় তার চিৎকার শুনে পাশের বাড়ির কয়েকজন মহিলা প্রতীপকে উদ্ধার করেন। এরপর প্রতীপকে গুরুতর আহত অবস্থায় মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই গত কয়েকদিন চিকিৎসাধীন থাকার পর শুক্রবার রাতে মৃত্যু হয় তার।' চন্দ্রকান্তবাবু জানান, 'গত পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় ভোট দেওয়াকে কেন্দ্র করে গ্রামে একটি মারধরের ঘটনা ঘটে। সেই সময় প্রতীপকে কিছু বিজেপি কর্মী প্রচন্ড মারধর করেছিল। সেই ঘটনায় সাগর সরকার নামে এক যুবক সহ আরও কয়েকজনের বিরুদ্ধে রেজিনগর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়।' ওই ব্যক্তি আরও বলেন, 'সম্প্রতি সাগর সেনাবাহিনীতে চাকরি পেয়েছে। কিন্তু পুলিশের খাতায় তার নাম থাকার কারণে 'পুলিশ ভেরিফিকেশনে' আটকে যাওয়ায় সাগর সেই চাকরি পাচ্ছিল না। এই কারণে ওই মামলা তুলে নেওয়ার জন্য সাগর এবং তার পরিবারের তরফ থেকে প্রতীপকে বেশ কয়েকবার প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দেওয়া হয়েছিল।' চন্দ্রকান্তবাবু আরও অভিযোগ করেন, 'আমাদের তৃণমূল কংগ্রেস থেকে বিজেপিতে যোগ দেওয়ার জন্য একাধিকবার চাপ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমরা তাতে রাজি হইনি।' তার অভিযোগ, 'বিজেপিতে যোগ না দেওয়া এবং ওই মামলা তুলে না নেওয়ার জন্য সাগর এবং আরও বেশ কয়েকজন বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতী ২১ তারিখ প্রতীপকে তুলে নিয়ে গিয়ে মারধর করে। এর ফলেই মৃত্যু হয়েছে আমার ভাগ্নের।' যদিও রেজিনগরের তৃণমূল বিধায়ক রবিউল আলম চৌধুরী এই ঘটনার সঙ্গে রাজনীতির কোনও প্রত্যক্ষ যোগ নেই বলে দাবি করেছেন। তিনি বলেন, 'ওই যুবক এবং তার পরিবার তৃণমূল কংগ্রেস করতো ঠিকই। তবে এই ঘটনার সঙ্গে রাজনীতির কোনও সক্রিয় যোগ রয়েছে বলে আমার জানা নেই।' প্রায় একই কথা বলেছেন বিজেপির বহরমপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি মলয় মহাজন। তিনি বলেন, 'এই ঘটনার সঙ্গে রাজনীতির কোনও যোগ নেই। আমি নিজের দলের স্থানীয় নেতৃত্বের কাছ থেকে গোটা বিষয়টি নিয়ে খোঁজ নিয়েছি। সম্পূর্ণ পারিবারিক কারণে এই হামলার ঘটনা ঘটেছে।' রেজিনগর থানার এক আধিকারিক জানান, ওই ব্যক্তির উপর হামলার ঘটনায় যুক্ত থাকার অভিযোগে কয়েকজনের নামে ২৩ তারিখে একটি মামলা রুজু হয়েছে। তবে অভিযুক্তরা বর্তমানে পলাতক।

২৮ জুলাইয়ের নবান্ন অভিযানের অনুমতি দিলো না হাওড়া সিটি পুলিশ! নির্দেশ না মানলে আইন অনুযায়ী পদক্ষেপ করতে পারবে পুলিশ, নির্দেশ উচ্চ আদালতের

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৬ জুলাই ঃ সোমবার ২৮ জুলাইয়ের নবান্ন অভিযানের অনুমতি দিলো না হাওড়া সিটি পুলিশ। নির্দেশ না মানলে আইন অনুযায়ী পদক্ষেপ করতে পারবে পুলিশ, নির্দেশ উচ্চ আদালতের। আগামী সোমবার ২৮ জুলাই নবান্ন অভিযানের দিন কোনও জমায়েত নয় বলে জানিয়ে দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। ওইদিন নবান্ন অভিযানের অনুমতি দিলো না হাওড়া সিটি পুলিশও। হাওড়া সিটি পুলিশের দাবি, এর আগে গত ১৫ জুলাই চিঠি দিয়ে আন্দোলনকারীদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে নবান্ন অভিযানের অনুমতি পুলিশ দিচ্ছে না। প্রসঙ্গত, যোগ্য চাকরিহারাদের চাকরি ফেরানো, শূন্যপদে নিয়োগ, বকেয়া ডিএ সহ বিভিন্ন দাবিতে আগামী ২৮ জুলাই নবান্ন অভিযানের ডাক দেয় বঞ্চিত চাকরিপ্রার্থী, চাকরিজীবী ও চাকরিহারা ঐক্য মঞ্চ ও সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ। এদিকে, শনিবার দুপুরে হাওড়া শিবপুর

পুলিশ লাইনসে এই নিয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে সিটি পুলিশের কমিশনার প্রবীণ কুমার ত্রিপাঠী বলেন, গত ১২ জুলাই সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ, পশ্চিমবঙ্গ বঞ্চিত চাকরিহারা, চাকরিপ্রার্থী ও চাকরিজীবীদের পক্ষ থেকে নবান্ন অভিযানের জন্য অনুমতি চেয়ে চিঠি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু, সবদিক বিবেচনা করে এই কর্মসূচির অনুমতি দেয়নি পুলিশ। এরপর যদি এই কর্মসূচি হয় তাহলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেবে পুলিশ। পুলিশ কমিশনার আরও বলেন, মঙ্গলাহাটের ব্যবসায়ী সমিতির পক্ষ থেকে উচ্চ আদালতে মামলা করা হয়েছিল। সেখানে বিচারপতি মঙ্গলাহাট চত্বরে কর্মসূচির উপর নিষেধাজ্ঞা দেন। এমনকি কোনও জমায়েত করা হলে পুলিশকে ব্যবস্থা নিতেও বলা হয়েছে। সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ এবং পশ্চিমবঙ্গ বঞ্চিত চাকরিহারা, চাকরিজীবী মঞ্চ এই দুটি সংগঠন থেকে পুলিশকে লিখিতভাবে জানানো হয়েছিল ২৮ জুলাই দুপুর ১২টা নাগাদ হাওড়া রেলওয়ে স্টেশনে জমায়েত করে নবান্নের দিকে যাবেন। বলা হয়েছিল ৩ হাজার মানুষ এই নবান্ন অভিযানে অংশ নেবেন। এই আন্দোলনের ব্যাপারে পরিষ্কারভাবে জানানো হয়েছিল এই কর্মসূচির অনুমতি পুলিশ দিচ্ছে না। এই ধরনের কর্মসূচি যাতে তাঁরা না নেন সেই ব্যাপারে তাঁদের অনুরোধ করা হয়েছিল। এরই মধ্যে মঙ্গলাহাট ব্যবসায়ী সমিতির পক্ষ থেকে হাইকোর্টে একটা রিট পিটিশন করা হয়। সেই পিটিশনের প্রেক্ষিতে হাইকোর্টের বিচারপতি নির্দেশ দেন যেহেতু এই কর্মসূচির পুলিশ অনুমতি দেয়নি সেইজন্য যারা আইনভঙ্গ করবে তাঁদের বিরুদ্ধে পুলিশ আইনানুগ ব্যবস্থা নেবে। এই দুই সংগঠন যে কর্মসূচি নেওয়া হয়েছিল হাওড়া সিটি পুলিশের পক্ষ থেকে তার অনুমতি দেওয়া হয়নি। হাইকোর্টের তরফ থেকে পরিষ্কারভাবে বলে দেওয়া হয়েছে কোনও বেআইনি জমায়েত করা যাবে না। যদি কেউ বেআইনি জমায়েত করে পুলিশ আইনানুগ ব্যবস্থা নেবে। যে রুটে তাঁদের যাওয়ার কথা ছিল সেই রাস্তায় অনেকগুলো স্কুল আছে। ওই জায়গায় ব্যবসার কাজ হয়। ফলে তাঁদের ব্যবসার কাজে সমস্যা হবে। সেই কারণে এই কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে সেটা কাজের দিন। উল্লেখ্য, মঙ্গলাহাট ব্যবসায়ী সমিতি কর্তৃক উচ্চ আদালতে সম্প্রতি এক রিট দায়ের করা হয়েছিল এই বিষয়ে যে, পূর্বে বিভিন্ন সংস্থার নবান্ন অভিযান কর্মসূচির কারণে তাঁদের ব্যবসা ব্যাহত হয় এবং তাঁরা আশঙ্কা করছেন যে আগামী ২৮ জুলাই নবান্নেও একই ঘটনা ঘটতে পারে। সকল পক্ষের শুনানি শেষে বিচারপতি এই ধরণের মিছিল নিষিদ্ধ করার জন্য আদেশ দেন এবং পুলিশকে এই ধরণের যে কোনও লঙ্ঘনকারীর বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেন। বিচারপতি জানান, যেহেতু পুলিশ অনুমতি দেয়নি তাই ২৮ জুলাই কোনও জমায়েত নয়। নির্দেশ না মানলে আইন অনুযায়ী পদক্ষেপ করতে পারবে পুলিশ। এদিকে, মঙ্গলাহাটি ব্যবসায়ী সমিতি (সেন্ট্রাল) এর সাধারণ সম্পাদক রাজকুমার সাহা এদিন বলেন, পরপর দু'সপ্তাহ হাটের দিন নবান্ন অভিযানের জন্য তাঁদের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। এবারও প্রশাসনের পক্ষ থেকে দোকানপাট বন্ধ রাখতে বলা হয়েছিল। তখন বাধ্য হয়ে তাঁরা উচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হন। বিচারপতি নির্দেশ দেন হাট চত্বরে কোনও জমায়েত করা যাবেনা। সেক্ষেত্রে পুলিশ আইনানুগ ব্যবস্থা নেবে। এই রায়ে তাঁরা খুশি। তিনি আরও বলেন, আমরা কোনও আন্দোলনের বিরুদ্ধে নই। আমাদের লক্ষাধিক ব্যবসায়ী এবং তাঁদের পরিবার এই ব্যবসার উপর নির্ভরশীল। সাধারণ নাগরিক হিসেবে যতটুকু দরকার সেটুকু আমরা আশা করতে পারি। একাধিকবার এই সোম এবং মঙ্গলবার আমাদের অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছে। সেই কারণেই আমরা আদালতের দারস্থ হয়েছিলাম। আদালত নির্দেশ দিয়েছে দোকান খোলার জন্য। আদালতের নির্দেশ আমরা মেনে চলব।

হার্মাদ বাহিনীর নৃশংস গণহত্যার স্মরণে সুচপুর শহীদ দিবস নানুরে পালন আজ

দুরন্ত বার্তা, নানুর, ২৬ জুলাই ঃ ঠিক পঁচিশ বছর আগে ভূমিহীন ক্ষেত মজুরদের নৃশংস গনহত্যার ঘটনা ঘটেছিল নানুরে। এই সাতাশে জুলাই দশ জন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ সহ মোট এগারো জনকে নৃশংসভাবে কুপিয়ে খুন করে সিপিএমের হার্মাদ বাহিনী। সেই নৃসংশতার বলি হন সেখ নিজাম, রসুল বক্স, সেখ সবুর, সেখ সালামত, সেখ হারাই, সরণ মেটে, সেখ সফিকুল, সেখ শফিক, সেখ আশরাফ, সেখ সাইফুর ও সেখ আলি হোসেন প্রমুখ। ২০০০ সালে ১১ জনকে হত্যার পরই সোজা দিল্লি থেকে নানুরে ছুটে এসেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বেশ কয়েক বার এই দিনে নানুরে এসে শহিদ-তর্পণ করেন তিনি। আগামীকাল রবিবার সেই ২৭ জুলাই। মুখ্যমন্ত্রী ২৭ জুলাই সন্ধ্যায় বীরভূমে পা রাখছেন। সফরসূচির মধ্যে নানুর না থাকলেও, শেষ মুহূর্তে মুখ্যমন্ত্রী নানুরে গেলেও অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। রবিবার নানুরের বাসাপাড়ায় শহীদ বেদীতে মাল্যদানের মধ্য দিয়ে পালিত হবে নানুর শহীদ দিবস। উপস্থিত থাকবেন আইনমন্ত্রী মলয় ঘটক, নগর ও পুর উন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম, জেলা সভাধিপতি কাজল সেখ সহ অন্যান্য সদস্যরা। প্রায় কয়েক হাজার মানুষ হাজির থাকবেন বাসা পাড়ার এই শহীদ সভায়। শহীদদের তালিকায় আরও কয়েকজনের নামের সংযুক্তি ঘটেছে নব নির্মিত শহীদ বেদীতে। সভায় সিপিএম হার্মাদ প্রসঙ্গে কাজল সেখ বলেন, মানুষের উপরে নৃশংস অত্যাচার অত্যাচারের ঘটনা মনে করলে আজও শিউরে ওঠে মানুষ। কেষ্টদা দিদি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ফোনে সমস্ত কিছু জানানোর পর দিদি এবং তদানীন্তন নেতা জয়ন্ত ভট্টাচার্য হাসপাতালে ছুটে আসেন। সেদিনের আন্দোলনে নানুর ব্লকের দায়িত্বে ছিলেন শেখ শাহনাওয়াজ, সোনা চৌধুরী, খালেক। সোনা চৌধুরী নেই। খালেক সাক্ষী ছিল। আজকে সেই শহীদ দিবসে আমরা শহীদের আত্মার শান্তির জন্য জমায়েত হয়েছি। আজকের প্রজন্মের জ্ঞাতার্থে এই শহীদ স্মরণ প্রয়োজন। তাদের একটাই অপরাধ ছিল জগদ্দল পাথরের মতো বামফ্রন্ট সরকারের পরিবর্তন চেয়েছিলেন তাঁরা। সেই শহীদ দের কথা শুনলে যেমন কষ্ট হয়। তেমনি রক্ত টগবগ করে ফুটতে থাকে। প্রসঙ্গতঃ ২০০০ সালের ২৭ জুলাইয়ে নানুরের সূচপুরের ১১ টি পরিবারের সদস্যকে নৃশংসভাবে খুন করা হয়। সেই ঘটনার প্রধান সাক্ষী ছিলেন তৃণমূল সমর্থক আব্দুল খালেক। ২০০০সালে রেলমন্ত্রী থাকাকালীন মমতা বঃেদ্যাপাধ্যায় নিহত পরিবারের সদস্যদের চাকরী দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। সেই কথা মত নিহত ১১টি পরিবারের মধ্যে প্রায় সকল পরিবার সদস্য সরকারী চাকরী পেয়েছেন।

মাছ ধরাকে ঘিরে দুই পরিবারের সংঘর্ষে উত্তেজনা পানাগড়ে, গর্ভবতী মহিলা-সহ আহত ৩

দুরন্ত বার্তা, পানাগড়, ২৬ জুলাই ঃ মাছ ধরাকে কেন্দ্র করে শনিবার পশ্চিম বর্ধমানের পানাগড়ে দুই পরিবারের মধ্যে দফায় দফায় সংঘর্ষে উত্তেজনা ছড়ায়। ঘটনায় এক গর্ভবতী মহিলা-সহ তিনজন আহত হন। পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, পানাগড় বাজার সংলগ্ন ক্যানেলপাড় এলাকায় সুমন দত্ত নামে এক ব্যক্তির পুকুর রয়েছে। পুকুরটি মাছ চাষ করেন প্রয়াগপুরের বাসিন্দা মানিক মেটে। অভিযোগ, সুমন ছিপ দিয়ে মাছ ধরতে গেলে মানিক তাঁকে বাধা দেন এবং কান ধরে পুকুর থেকে তুলে আনেন। প্রথমে বাকবিতণ্ডা হলেও পরে তা হাতাহাতিতে পরিণত হয়। শনিবার সকালে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়। অভিযোগ, মানিক মেটে ও তার সঙ্গীরা সুমনের বাড়িতে চড়াও হয়ে তাঁকে ও ভাই মিঠু দত্তকে মারধর করে। বাধা দিতে এলে গর্ভবতী বোন লক্ষ্মী বিশ্বাসকেও মারধর করা হয় এবং তাঁর পেটে লাথি মারা হয় বলে দাবি। পরে তিনজনকেই স্থানীয় ক্লাবে নিয়ে গিয়ে ফের মারধর করা হয়। আহতদের মধ্যে লক্ষ্মীদেবীকে প্রথমে পানাগ। ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ভর্তি করা হয়। পরে অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। স্বামী স্বরূপ বিশ্বাস জানান, তাঁর স্ত্রী চার মাসের গর্ভবতী ছিলেন এবং হামলার ফলে গর্ভপাত হয়েছে। সুমনের মা জোৎস্না দত্ত বলেন, গতকাল ছেলে আমাদের পুকুরে মাছ ধরতে গেলে মানিক মারধর করে। আজ ৬০-৭০ জন নিয়ে বাড়িতে হামলা চালায়, মেয়েকেও মারে। মেয়ের গর্ভপাত হয়েছে। থানায় অভিযোগ জানানো হয়েছে। খবর পেয়ে কাঁকসা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠায়। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। অভিযুক্তের পক্ষ থেকে এখনও কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

সাইবার প্রতারণার বড় চক্র ফাঁস, গ্রেপ্তার এক ব্যক্তি জলপাইগুড়িতে

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৬ জুলাই ঃ সাইবার প্রতারণার বড় চক্র ফাঁস হল জলপাইগুড়িতে। ঘটনায় গ্রেপ্তার হয়েছেন এক ব্যক্তি। তদন্তে নেমে পুলিশ উদ্ধার করেছে ল্যাপটপ, মোবাইল ফোন ও সোয়াইপ মেশিন সহ বহু নথি। জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর) শৌভনিক মুখোপাধ্যায় শনিবার দুপুরে একটি সাংবাদিক সম্মেলন করে বলেন, গত বছর অক্টোবর মাসে জলপাইগুড়ি শহরের আদরপাড়া এলাকার বাসিন্দা শুভজিত দে সাইবার প্রতারণার শিকার হয়ে একটি মামলা দায়ের করেন। জলপাইগুড়ি সাইবার থানায় অভিযোগ করে তিনি বলেন, মোবাইল ফোনের মাধ্যমে দুটি হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর থেকে তিনি একটি সংস্থায় বিপুল পরিমাণ অর্থ লগ্নি করেছিলেন। পরবর্তীতে তিনি শেয়ার বাজারের নির্দিষ্ট ওয়েবসাইট থেকে ওই সংস্থার লাভ লোকসানের খোঁজ নিতে গিয়ে কোনও তথ্য খুঁজে পাননি। প্রতারণার শিকার হয়েছেন বুঝতে পেরে অভিযোগ দায়ের করেন তিনি। জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশের সাইবার শাখা তদন্তে নেমে দেখতে পায়, টাকাগুলো বিভিন্ন ব্যাংক অ্যাকাউন্টে লেনদেন হয়েছে। এর মধ্যে মুর্শিদাবাদের বাসিন্দা মাসুদ হাসান নামে একজনের নাম এবং ঠিকানা তদন্তে উঠে আসে। ইতিমধ্যেই জলপাইগুড়ি সাইবার থানার তদন্তকারী দল মুর্শিদাবাদে গিয়ে ওই জেলার পুলিসের সহযোগিতায় মাসুদ হাসানকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে আসে। শুভজিত দে-র লগ্নি করা টাকার মধ্যে ৫ লক্ষ ৮৩ হাজার টাকা উদ্ধার করতে সমর্থ হয়েছে পুলিশ। মাসুদ হাসানকে জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হলে বিচারক তাকে তদন্তের স্বার্থে পাঁচ দিনের জন্য পুলিশ হেফাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন।

প্রতারণার ছক! ২০ লক্ষ টাকা খোয়ালেন যুবক

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৬ জুলাই ঃ আর সেই সুদূর দেশ কম্বোডিয়া থেকেই প্রতারণার ফাঁদ! সেই ফাঁদে পরেই লক্ষ লক্ষ টাকা খুইয়েছিলেন বাংলার এক বাসিন্দা। পুলিশ তদন্তে নেমে একাধিক সূত্রের সন্ধান পেয়েছিল। পুলিশ ওই ঘটনায় এক লিঙ্কম্যানকে গ্রেপ্তার করল। ঘটনাটি জলপাইগুড়ি জেলার। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, জলপাইগুড়ি শহরের আদরপাড়া এলাকার এক বাসিন্দা প্রতারিত হয়েছিলেন। গত অক্টোবর মাসে শেয়ার বাজারে অর্থলগ্নির প্রলোভন দেখিয়ে ওই যুবককে হোয়াটসঅ্যাপে কল করা হয়েছিল বলে অভিযোগ। শুধু তাই নয়, এরপর ওই যুবকের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে বেশ কয়েক দফায় টাকা তুলে নেওয়া হয় বলে অভিযোগ। ওই যুবকের মোট ২০ লক্ষ ৬৩ হাজার টাকা খোয়া গিয়েছে বলে অভিযোগ।

জাতীয় ম্যানগ্রোভ দিবসে সচেতনতা বার্তা

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ২৬ জুলাই ঃ জাতীয় ম্যানগ্রোভ দিবসে সুন্দরবনের সবুজ সংঘের সচেতনতা বার্তা। ২৬ জুলাই, জাতীয় ম্যানগ্রোভ দিবসে সু ঃদরবনের রায়দিঘি, পাথরপ্রতিমা, গঙ্গাসাগর ও নামখানা সহ বিভিন্ন ব্লকে ফিরিয়ে দাও অরণ্য, লও এ নগর স্লোগানকে সামনে রেখে পালিত হলো পরিবেশ সচেতনতার বিশেষ কর্মসূচি। এদিনের এই উদ্যোগের নেতৃত্বে ছিল নন্দকুমারপুর সবুজ সংঘ। এদিন সকাল থেকেই কয়েক কিলোমিটার দীর্ঘ শোভাযাত্রা করে স্কুলের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক, স্থানীয় বাসিন্দা ও সবুজ সংঘের সদস্যরা। হাতে ছিল প্ল্যাকার্ড, মুখে স্লোগান, আর মনে ছিল একটাই বার্তা-গাছ বাঁচাও, পরিবেশ বাঁচাও। নদীর ধারে রোপণ করা হয় হাজার হাজার ম্যানগ্রোভের চারা ও বীজ। প্রতিটি গাছে বাঁধা হয় প্রতীকী রাখি, যা বোঝায় গাছ ও মানুষের বন্ধনকে। এই ব্যাপারে সবুজ সংঘের প্রতিষ্ঠাতা অংশুমান দাস ও অরুনাভ দাস বলেন, ম্যানগ্রোভ শুধু একটি গাছ নয়, সুন্দরবনের ঢাল। একে ধ্বংস করা মানেই আমাদের ভবিষ্য ধ্বংস করা। তাঁরা আরও বলেন, আজকের এই কর্মসূচি শুধু এক দিনের নয়, বছরের পর বছর ধরে আমাদের একটাই লক্ষ্য - ম্যানগ্রোভ রক্ষা ও জনসচেতনতা তৈরি করা।এ দিনের এই অনুষ্ঠানে অংশ নেন গঙ্গাসাগর পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি স্বপন কুমার প্রধান, নামখানা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অভিষেক দাস সহ বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকা ও পরিবেশপ্রেমী মানুষ।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে দ্বারা জুলাই মাসে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির এবং খাদ্য সুরক্ষা প্রশিক্ষণ- এর আয়োজন

মালিগাঁও, ২৬ জুলাই ঃ রেলওয়ে কর্মীদের স্বাস্থ্য ও সুস্থতার প্রচার এবং তার এখতিয়ারের মধ্যে খাদ্য সুরক্ষার মান নিশ্চিত করার জন্য নিরন্তর প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের (এনএফআর) চিকিৎসা বিভাগ ২০২৫ সালের জুলাই মাসে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। গত দুই সপ্তাহ ধরে রেলওয়ে প্রটেকশন ফোর্স ব্যারাক, প্রিন্সিপাল চিফ সিকিউরিটি কমিশনার হেডকোয়ার্টার এবং মালিগাঁওয়ে অবস্থিত উত্তর পূর্ব সীমান্ত

রেলওয়ের সদর দপ্তর সহ একাধিক স্থানে সাফল্যের সাথে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির পরিচালনা করা হয়েছে। এই শিবিরগুলির লক্ষ্য ছিল কর্মীদের স্বাস্থ্যের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা এবং উন্নতি করা। এই শিবিরগুলিতে মোট ২২০ জন রেলওয়ে প্রটেকশন ফোর্স (আরপিএফ) কর্মী এবং ২০০ জন অন্যান্য রেলওয়ে কর্মীর সার্বিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়েছে। আরেকটি উল্লেখযোগ্য উদ্যোগের অংশ হিসেবে, ফুড সেফটি এন্ড স্ট্যান্ডার্ডস অথরিটি অফ ইন্ডিয়া (এফএসএসএআই)-এর নির্দেশনায়, ডিমাপুর রেলওয়ে স্টেশনে একটি ফুড সেফটি ট্রেনিং এন্ড সার্টিফিকেশন (এফওএসটিএসি) প্রোগ্রামের আয়োজন করা হয়েছিল। ডিমাপুর স্টেট ফুড সেফটি অথরিটি কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় এই প্রশিক্ষণ পরিচালিত হয়েছিল। এফএসএসএআই কর্তৃক বাধ্যতামূলক স্বাস্থ্যবিধি অনুশীলন এবং সুরক্ষা প্রোটোকল সম্পর্কে এই কর্মসূচিতে স্টেশনে কর্মরত খাদ্য বিক্রেতা, খাদ্য হ্যান্ডলার এবং খাদ্য ব্যবসায়ী অপারেটরদের সংবেদনশীলতা এবং প্রশিক্ষণের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হয়েছিল। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে জনস্বাস্থ্য এবং খাদ্য নিরাপত্তার উচ্চ মান বজায় রাখার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং ভবিষ্যতেও এই ধরনের শিবির এবং প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন অব্যাহত রাখবে।

দিঘা-তাজপুর- মন্দারমণির উপকূলে বিশেষ সতর্কতা

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব মেদিনীপুর, ২৬ জুলাই ঃ শনিবার আবহাওয়া পরিস্থিতির উন্নতি হওয়ার সম্ভাবনা নেই সে কথা জানিয়ে দিয়েছে হাওয়া অফিস। সে কারণে দিঘা-তাজপুর- মন্দারমণির উপকূলে বিশেষ সতর্কতা জারি করেছে স্থানীয় প্রশাসন। কোনও ভাবে পর্যটকরা যাতে সৈকতে যেতে না পারেন সে কারণে কড়া নজরদারি চালানো হচ্ছে। উপকূলরক্ষী বাহিনী কোনও পর্যটককে সমুদ্রের কাছে যেতে দেখলেই বাঁশি বাজিয়ে সতর্ক করছেন। তার সঙ্গে নুলিয়ারাও সতর্ক করছেন। সেই সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে মাইকে করে পর্যটকদের সমুদ্রের কাছাকাছি যেতে নিষেধ করছে পুলিশ- প্রশাসন। যাঁরা আনন্দ করতে সপ্তাহান্তে সৈকত শহর দিঘা- মন্দারমনিতে গিয়েছেন তাঁদের অনেককেই শনি এবং রবি দুই-দিনই হোটেল বন্দি হয়েই কাটাতে হচ্ছে। অন্তত আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস সেই সঙ্কেতই দিয়েছে।

কাপ সিরাপ সহ ধৃত যুবক

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি , ২৬ জুলাই ঃ শুক্রবার রাতে শিলিগুড়ি শহর লাগোয়া ইষ্টার্ণ বাইপাসের ওপর দিয়ে কাপ সিরাপ পাচারের উদ্দেশ্যে যাচ্ছে এক যুবক। গোপন সূত্রে সেই খবর পৌঁছায় শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের ভক্তিনগর থানার পুলিশের কাছে। খবর পাওয়া মাত্রই অভিযান চালায় ভক্তিনগর থানার এন্টি ক্রাইম উইং এর পুলিশ। ইষ্টার্ণ বাইপাসের

মন্ডল পেট্রোল পাম্পের সামনে পাচারকারীকে ধরতে আগে থেকেই ও পেতে ছিল পুলিশ। সেই সময় এক যুবককে দেখেন নামীদামী কোম্পানির বাইকে করে যাচ্ছে ওই এলাকা দিয়ে। কিন্তু তার গতিবিধি দেখে সন্দেহ হয় পুলিশের। ঠিক যেমন সন্দেহ, তেমন কাজ। মাঝরাস্তায় ওই যুবককে দাঁড় করিয়ে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা শুরু করে পুলিশ। এরপর তার সাথে থাকা ব্যাগে তল্লাশি চালাতেই চোখ কপালে পুলিশ কর্তাদের। দেখেন, ব্যাগের ভেতরে বিপুল পরিমাণে কাপ সিরাপ। সেগুলো নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল বিক্রির উদ্দেশ্যে। এরপর ওই যুবককে মাদক সহ হাতেনাতে গ্রেফতার করে ভক্তিনগর থানার এন্টি ক্রাইম উইং এর পুলিশ। এবং তার হেফাজত থেকে ঐ বিপুল পরিমাণ কাপ সিরাপ উদ্ধার করে। জানা গিয়েছে, ধৃতের নাম বিল্টু সরকার ওরফে শম্ভু। এলাকার মানুষজন শম্ভু নামেই চেনে তাকে। বাড়ি শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৩৬ নং ওয়ার্ডের শান্তিনগর এলাকায়। কাফ সিরাপগুলি পাচার করার উদ্দেশ্যেই নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল বলেই অনুমান পুলিশের। ভক্তিনগর থানার পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃত যুবকের বিরুদ্ধে শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের বিভিন্ন থানায় একাধিক অপরাধ মূলক কাজের অভিযোগ রয়েছে। ধৃতকে শনিবার জলপাইগুড়ি আদালতে পেশ করে ভক্তিনগর থানার পুলিশ।

হাতির দলের তান্ডবে ক্ষতিগ্রস্ত ধানখেত, সুপারিবাগান, এবং সব্জিখেত

দুরন্ত বার্তা, মালবাজার, ২৬ জুলাই ঃ হাতির উপদ্রব কোন ভাবেই কমছে না মালবাজার মহকুমায়। কখনো হাতির দল ভাঙছে ঘরবাড়ি, স্কুল, আবার কখনো খাবারে খোঁজে ক্ষতি করছে ধানখেত, সব্জিবাগান। এরকমই ছবি দেখা গেলো মালবাজার ব্লকের ওদলাবাড়ি শান্তি কলনীর ডাঙ্গা পাড়া এলাকায়। শনিবার ভোর রাতে হাতির দলের তান্ডবে ক্ষতিগ্রস্ত ধানখেত, সুপারিবাগান, এবং সব্জিখেত। আর এতেই মাথায় হাত কৃষকদের। স্থানীয় কৃষকরা বলেন, রাত আড়াইটা -তিনটা নাগাদ প্রায় ২০-২৫ টির একটি হাতির দল গ্রামের ধান খেত, সব্জি খেত এবং সুপারি বাগানে ঢুকে তান্ডব চালায়। সব মিলিয়ে প্রায় ৮০-৯০ টি সুপারি গাছ ভেঙ্গে খেয়ে নেয় এবং নষ্ট করে। বহু কলা গাছ এবং সব্জি খেত নষ্ট করে। গ্রামের মানুষেরাই রাতে পটকা ফাটিয়ে হাতির দলকে জঙ্গলে ফেরায় বলে জানান তারা। হাতি তা।াতে গিয়ে আহত হন স্থানিয় কৃষক লেবুয়া মহম্মদ। তাদের বক্তব্য একবারের জন্য বন কর্মিরা এলাকার ক্ষতিগ্রস্ত জায়গা গুলো দেখতে আসেন নি। স্থানীয় বাসিন্দারা বলেন পাশেই রয়েছে তারঘেরা জঙ্গল। সেই জঙ্গল থেকেই হাতির দলটি এলাকায় এসেছে। ধানখেতে কেবল ধান রোপণ করা হয়েছে। হাতির দলটির পায়ের চাপে নষ্ট হয়ে গেছে ধানখেত। নষ্ট হয়েছে কৃষি জমির সেচ ব্যবস্থা। প্রচুর গাছপালা খেয়েছে এবং ভেঙ্গেছে। তারপর বন দপ্তরের পক্ষ থেকে কোন সদর্থক ভূমিকা দেখা যায়নি। পাওয়া যায়নি কোন ক্ষতি পূরণও। তাদের বক্তব্য বন দপ্তর জানিয়েছে যা যা ক্ষতি হয়েছে তা বিস্তারিত লিখে বন দপ্তরের অফিসে জমা দিতে হবে। সেই নথিপত্র উর্ধতন কতৃপক্ষকে জানানো হবে। তবে গ্রামের মানুষের দাবি বন দপ্তর কে এলাকায় টহলদারির বারানোর দ্রুত ক্ষতিপূরণ এর ব্যবস্থা করতে হবে।

কর্মীদের খাবারের ব্যবস্থা নিয়ে জিম্মি মন্ত্রী বাদানুবাদঃ নিরাপত্তার চাদরে মোড়া হয়েছে বোলপুর ও ইলামবাজার

দুরন্ত বার্তা, বোলপুর, ২৬ জুলাই ঃ সফরের আগে শেষ পর্যায়ের পর্যালোচনা করলো বীরভূম জেলা তৃণমূল কংগ্রেস। বোলপুর দলীয় কার্যালয়ে এই বৈঠকে অনুব্রত মণ্ডল, কাজল সেখ, মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা, কোর কমিটির চেয়ারম্যান আশীষ বন্দ্যোপাধ্যায় সহ অন্যান্যরা। এদিন কর্মীদের আসা যাওয়া, কখন সবাই বিভিন্ন ব্লক থেকে হাজির হবেন। সমস্ত কিছু আলোচনা হয়। সেই আলোচনা চলার সময় কর্মীদের খাওয়ার ব্যাপারে নেতৃত্বকে একটু বিবেচনা করতে বলেন রামপুরহাট তৃণমূল কংগ্রেসের বর্ষীয়ান নেতা সৈয়দ সিরাজ জিম্মি। আর তাকে ঘিরেই তীব্র বাদানুবাদের সৃষ্টি হয় বলে সূত্রের খবর। এই ব্যাপারে জিম্মি বলেন, মুরারই থেকে খুব সকালে মুড়ি নিয়ে আসবেন টিফিন খাওয়ার জন্য। মাঝে একটু খাওয়ার ব্যবস্থা হলে ভালো হতো। সেই কথাতেই একটু রেগে যান মন্ত্রী। তিনি বলেন, লাখ দুয়েক লোক আসবে, এটা সম্ভব নয়। তাছাড়া এটা ব্লক নেতৃত্বের ব্যাপার। আমি একুশে জুলাইয়ে কতো লোকের ব্যবস্থা করা হয়। এখানে হলে ভালো হতো। একটু ভাবতে বলছি। কর্মীরা সমর্থন করলেও, মন্ত্রী রাজি হননি। এদিকে মুখ্যমন্ত্রীর সফর ঘিরে সাজো সাজো রব। জেলা পুলিশ সুপার আমনদীপ সহ প্রশাসনিক কর্তারা ইলামবাজার সভাস্থল ছাড়াও, জাম্বুনি এবং বোলপুর মিছিল পরিক্রমা স্থল, গীতাঞ্জলি প্রেক্ষাগৃহ ঘুরে দেখেন। ইতিমধ্যে বিভিন্ন জেলা থেকে পুলিশ বোলপুরে হাজির হয়েছেন। গোটা এলাকা এখন পুলিশে ছয়লাপ। নিরাপত্তার চাদরে মোড়া হয়েছে বোলপুর ও ইলামবাজার।

সাপের কামড়ে মৃত্যু শিশুর

দুরন্ত বার্তা, বড়ঞা, ২৬ জুলাই ঃ বাড়ির লোকজন বুঝতেই পারেনি ছেলেকে সাপে কামড়েছে। যখন জানতে পারলেন তখন অনের দেরি হয়ে গিয়েছে। সময়মতো অসুস্থতার কারণ ডাক্তার বুঝে উঠতে না পারায় মর্মান্তিক পরিণতি হল ৫ বছরের শিশুর। গায় জ্বর ছিল। সঙ্গে সর্দি-কাশি। তারই চিকিৎসা চলছিল এলাকার ডাক্তারের কাছে। কয়েকদিন ধরেই সর্দি-কাশি-জ্বর হয়েছিল মুর্শিদাবাদের বড়োঞা থানার পানুটিয়া গ্রামের বাসিন্দা গোপাল ভল্লার ৫ বছরের শিশু বিষ্ণু ভল্লার। অসুস্থ হয়ে পড়ায় ৩-৪ দিন আগে তাকে সাঁইথিয়ার এক চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যায় পরিবারের লোকজন। জ্বর-সর্দি থাকায় ওই চিকিৎসক কিছু ওষুধ লিখে দেন। কিন্তু ওষুধ খেয়েও কোনও উন্নতি না হওয়ায় বিষ্ণুকে নিয়ে আসা হয় সিয়ানের বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে। সেখানে চিকিৎসা শুরু হলেও অবস্থার কোনও উন্নতি হয়নি। এরকম এক পরিস্থিতিতে শিশুটিকে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজে রেফার করা হয়। বর্ধমানে বিভিন্ন পরীক্ষার পর চিকিৎসকেরা বুঝতে পারেন শিশুটিকে সাপে কামড়েছে। সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসা শুরু হলেও কোনও উন্নতি হয়নি। শেষপর্যন্ত মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে শিশুটি। অন্যদিকে, গভীর রাতে কালাচ সাপের কামড়ে স্কুলছাত্রের মৃত্যু হল পূর্ব বর্ধমানের মেমারির রসুলপুরে। বিছানাতেই তাকে সাপে কামড়ায়। গভীররাতেই ব্যাগে করে সাপ ধরে নিয়ে সোজা হাসপাতালে পরিবার। তবুও হল না শেষরক্ষা! মৃত্যু হল নবম শ্রেণীর ছাত্রের। মৃতের নাম রনি তুড়ি (১৫)। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার রাতে খাওয়াদাওয়ার পর বিছানাতে শুয়ে থাকা অবস্থায় রনি তুড়িকে সাপে কামড়ায়। বিষয়টি জানাজানি হতেই পরিবারের সদস্যরা সাপটিকে ধরে ব্যাগবন্দি অবস্থায় রনি তু।কি মেমারী হাসপাতালে নিয়ে আসেন। সেখানে অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁকে তড়িঘড়ি বর্ধমান মেডিকেলে নিয়ে আসা হলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় রনি তুড়ির। তারা বাবা মিলন তুড়ি জানান, 'রাতে বিছানায় সাপে কামড়ায়। ছেলে বলার পর দ্রুত তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাই। তবুও শেষরক্ষা হল না।' উল্লেখ্য, ভয়ংকর বিষাক্ত সাপ এই কালাচ। ফণা থাকে না। গুলিয়ে যায় ঘরচিতি সাপের সঙ্গে। বাইরে থেকে দেখে বোঝাও যায় না কামড়ের দাগ। তাই অনেক রোগীই মারা যায় এর কামড়ে।

UTTARPARA-KOTRUNG MUNICIPALITY

CORRIGENDUM NOTICE

Notice Inviting e-Tender No.: UKM/PWD/018(e)/2025-26
Date: 08/07/2025

1. Renovation & Up gradation works at DoltalaGhat in ward no-13 under Uttarpara-kotrung Municipality. The bid Submission Closing date is hereby extended up to **05-08-2025** in place of **25-07-2025.** Date Corrigendum published. For Details: **wbtenders.gov.in**

Sd/- Chairman
Uttarpara-kotrung Municipality

NOTICE

MN/2025/0702/8042, Seller 1) Smt. Gouri Banik W/o Sri Pran Kanta Banik. Baman Para, Jal., 2) Smt. Madhuchhanda Chawdhuri, W/o Sri Pulak Chowdhuri, Newtown Para, Jal., 3) Smt, Keya Sarkar, W/o Sri Tapas Sarkar, Baman para, Jal, 4) Smt. Sharmisttha Sarkar, W/o Sri Krishnakanta Sarkar, Baman para. Jal., 5) Sri Palash Roy S/o. Lt. Debendra Nath Roy, Congress Para. Jal. 6) Sri Kamal Sutradhar S/o Lt. Fulchand Sutradhar, Gomasta para, Jal., 7) Sri Ashok Chakraborti S/o Lt. Kshitish Chakraborti, Panpara, Jal., 8) Smt. Ruma Roy chowdhury W/o. Sri, Debu Roy Chowdhury, Newton Para, Jal. As constituted Power of attorney. 1) Sri Prankanta Banik S/o Lt. Narayan Ch. Banik, Bamon Para, Jal., 2) Sri Pulak chowdhury S/o Lt. Suresh Ch. Chowdhury, Newtown Para, Jal. Mouza;- Kharia, Sheet no. 61, J.L. NO:- 07, L.R. Khatian No.188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 187, L. R Plot No. 71.

যশমান দীপক লিমিটেড

রেজি. অফিসঃ ৫৮, রতন সরকার গার্ডেন স্ট্রিট, ১ তম তলা, কলাকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০৭ (পশ্চিমবঙ্গ)
অ্যাডমিন অফিসঃ ৪৯ এমআইজি, রতনলাল নগর, কানপুর-২০৮০২২ (উত্তরপ্রদেশ)
যোগাযোগঃ মোবাইল নং. ৯৮৩৯০৩৪৪৪২, ৮৭৩৭৮৪০৪৭৫
ওয়েবসাইটঃ www.yashmandeepak.com
ইমেলঃ yashmandeepakltd@gmail.com, CIN: L67120WB1975PLC029901

যশমান দীপক লিমিটেডের ৫০তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) সম্পর্কিত তথ্য ভিডিও কনফারেন্সিং (এনসি) অন্যান্য অডিও ভিজুয়াল মাধ্যম (ওএভিএম) এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে।

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, যশমান দীপক লিমিটেড (কোম্পানি) এর শেয়ারহোল্ডারদের ৫০তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) ১৮ আগস্ট, ২০২৫, সোমবার দুপুর ২.৩০ মিনিটে অনুষ্ঠিত হবে। কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর প্রযোজ্য বিধান এবং এর অধীনে জারি করা নিয়ম অনুসারে ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি) / অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মাধ্যম (ওএভিএম) এর মাধ্যমে, যা সাধারণ সার্কুলার নম্বর ১৪/ ২০২০, ১৭/ ২০২০, ২০/ ২০২০, ০২১ ২০২১, ১৯/ ২০২১, ২১/২০২১ এবং ২১/ ২০২২ তারিখের সাথে পঠিত, ৮ এপ্রিল, ২০২০, ১৩ এপ্রিল, ২০২০, ৫ মে, ২০২০, ১৩ জানুয়ারী, ২০২১, ৮ ডিসেম্বর, ২০২১, ১৪ ডিসেম্বর, ২০২১, ৫ মে, ২০২২, ২৮ ডিসেম্বর, ২০২২, ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখের সাধারণ সার্কুলার নম্বর ০৯১২০২৩ এবং সেপ্টেম্বরের সাধারণ সার্কুলার নম্বর ০৯ আর ২০২৪ অনুসারে প্রকাশিত হয়েছে। ১৯,২০২৪ যথাক্রমে, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় (MCA) দ্বারা জারি করা হয়েছে (এরপর থেকে সম্মিলিতভাবে MCA সার্কুলার এবং সার্কুলার নম্বর SEBI/HO/CFD/CMD1/ CIR/P/2020/ 79 তারিখ ১২ মে, ২০২০, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/ 2021/11 তারিখ ১৫ জানুয়ারী, ২০২১, SEBI/HO/ CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 তারিখ ১৩ মে, ২০২২, SEBI/HO/ CFD/PoD-2/ CIR/2023/4 তারিখ ৫ জানুয়ারী, ২০২৩ এবং SEBI/HO/CFD/ CFD-PoD-2/ P/CIR/2023/167 তারিখ ৭ অক্টোবর, ২০২৩ এবং SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/ P/ CIR/2023/133 তারিখ ৩ অক্টোবর, ২০২৪। সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (SEBI) (এরপর থেকে সম্মিলিতভাবে SEBI সার্কুলার হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) দ্বারা জারি করা হয়েছে, যা কোম্পানির ৪১তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত ব্যবসা পরিচালনার জন্য।

এমসিএ সার্কুলার এবং ৮ই১৩১ সার্কুলার অনুসারে, ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের জন্য কোম্পানির ৫০তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদনের ইলেকট্রনিক কপিগুলি সেই সমস্ত শেয়ারহোল্ডারদের কাছে পাঠানো হবে যাদের ইমেল ঠিকানা কোম্পানি / কোম্পানীর রেজিস্ট্রার এবং ট্রান্সফার এজেন্ট বা ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের কাছে নিবন্ধিত। ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের জন্য ৫০তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইট www.yashmandeepak.com এবং স্টক এক্সচেঞ্জ অর্থাৎ সিএসই লিমিটেডের ওয়েবসাইট www. https://www.cse-india.com./com-এও পাওয়া যাবে। শেয়ারহোল্ডাররা শুধুমাত্র VGIOAVM ফ্যাডিটির মাধ্যমে বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তিতে অংশগ্রহণ করতে এবং অংশগ্রহণ করতে পারবেন। বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তিতে যোগদানের নির্দেশাবলী দেওয়া আছে। কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১০৩ এর অধীনে কোরাম গণনার উদ্দেশ্যে VC/OAVM এর মাধ্যমে সভায় উপস্থিত সদস্যদের গণনা করা হবে।

বার্ষিক সাধারণ সভায় ভোটদানের পদ্ধতিঃ
শেয়ারহোল্ডাররা বার্ষিক সাধারণ সভায় ইলেকট্রনিক ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে ব্যবসায়ের উপর দূরবর্তীভাবে ভোটদানের সুযোগ পাবেন। ডিমেটেরিয়ালাইজড, ফিজিক্যাল এবং ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন না করা শেয়ারহোল্ডারদের জন্য বার্ষিক সাধারণ সভায় দূরবর্তীভাবে ভোটদান বা ভোটদানের পদ্ধতি বার্ষিক সাধারণ সভায় আহ্বানের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হবে।

ইমেল ঠিকানা নিবন্ধনের পদ্ধতিঃ
- আমি, যারা বাস্তব আকারে শেয়ার ধারণকারী এবং কোম্পানিতে তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন / আপডেট করেননি, তাদেরকে অনুরোধ করা হচ্ছে যে তারা ফর্ম ISR-১-এ একটি স্বাক্ষরিত অনুরোধপত্র এবং সহায়ক নথিপত্র কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং ট্রান্সফার এজেন্ট অর্থাৎ S K infosolutions Private Limited atskcdilipgmail.com অথবা D/42 Katju Nagar, Ground Floor, Near: South City Mall, Jadavpur, Kolkata-700032-কে পাঠিয়ে তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন/ আপডেট করুন। শেয়ারহোল্ডারের ফোলিও নম্বর এবং নাম এবং প্যান কার্ডের একটি স্ব-প্রত্যয়িত কপি প্রদান করুন।
- ডিমেটেরিয়ালাইজড আকারে শেয়ার ধারণকারী শেয়ারহোল্ডারদের অনুরোধ করা হচ্ছে যে তারা সংশ্লিষ্ট ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের সাথে তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন/ আপডেট করুন।

উপরোক্ত তথ্য কোম্পানির সকল শেয়ারহোল্ডারদের সুবিধার্থে জারি করা হচ্ছে এবং MCA সার্কুলার(গুলি) এবং SEBI সার্কুলার(গুলি) মেনে চলছে।

তারিখঃ ২৭.০৭.২০২৫
স্থানঃ কানপুর

যশমান দীপক লিমিটেডের জন্য
তালিব
কোম্পানি সচিব

খাবার-দাবার

ভিন্ন ধরনের সুস্বাদু মুইঠ্যা বানানোর জন্য রইল রেসিপি

মাছে-ভাত বাঙালির কাছে রসনা বিলাসের জন্য ঠিক, ঝালে-ঝোলে-অম্বলে-ভাপায় বা মুইঠ্যায় বাঙালির মাছ খাওয়ার শুধু একটা উপলক্ষ্য প্রয়োজন। আজ সেরকমই মাছের

এক জনপ্রিয় রেসিপি আপনাদের সামনে তুলে ধরবো। চিতল মাছের মুইঠ্যা তো আমরা কমবেশি সকলেই খেয়েছি। কি তাই না। এবার চিতল মাছ ছাড়া আর কোন কোন মাছ দিয়েও সুস্বাদু মুইঠ্যা বানানো যায় তা দেখে নেব।

রুই মাছের মুইঠ্যা

উপকরণ- সিদ্ধ করা আলু ১-২টি, পেঁয়াজ কুচি ও বাটা- ২টি, টমেটো কুচি ১টি, আদা বাটা- ১ চা চামচ, লঙ্কা গুঁড়ো- ১ চা চামচ, হলুদ গুঁড়ো- ১ চা চামচ, জিরে গুঁড়ো- ১ চা চামচ, ধনে গুঁড়ো- ১ চা চামচ, নুন-স্বাদমতো, সরষের তেল- পরিমাণ মতো, গরম মশলা- ১ চা চামচ, চিনি স্বাদমতো, কাঁচা লঙ্কা ৩-৪টে।

প্রণালী- প্রথমে মাছ ধুয়ে ভালো করে নুন দিয়ে সিদ্ধ করে নিন। এরপর মাছ ঠাণ্ডা করে নিয়ে ভালোভাবে কাটা বেছে নেবেন। অন্যদিকে আলুও সিদ্ধ করে নেবেন। এরপর মাছ ও আলু একসঙ্গে মেখে নিন। এবার তাতে একে একে আদা বাটা, হলুদ গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো ও ধনে গুঁড়ো ও নুন ও চিনি মিশিয়ে ভালোভাবে মাখুন। এরপর ওই মিশ্রণ থেকে মুইঠ্যার আকারে বানিয়ে রেখে দিন। অন্যদিকে কড়াইতে সরষের তেল গরম করে নিয়ে এবার তাতে আলু ও মাছের মিশ্রণ থেকে বানিয়ে রাখা মণ্ডগুলি ভালোভাবে ভেজে তুলে নিন। এরপর তাতে পেঁয়াজ কুচি, টমেটো কুচি ভালোভাবে ভেজে তাতে হলুদ গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো ও ধনে গুঁড়ো ও নুন ও চিনি দিয়ে ভালো করে কষিয়ে নিয়ে তা থেকে কিছুটা তেল বেরিয়ে এলে ভেজে রাখা মুইঠ্যাগুলো দিয়ে আরও কিছুক্ষণ কষিয়ে নিন। এরপর কিছুটা জল দিয়ে ফুটিয়ে নিন। জল শুকিয়ে খানিকটা ঘন হয়ে গেলে উপর থেকে ঘি ও গরম মশলা দিয়ে পরিবেশন করুন গরম গরম ভাতের সঙ্গে রুই মাছের মুইঠ্যা।

চিংড়ি মাছের মুইঠ্যা--উপকরণ- চিংড়ি মাছ পরিমাণ মতো, আলুসিদ্ধ, ধনেপাতা, রসুন কুচি- ১ চা চামচ, লঙ্কা গুঁড়ো- ১ চা চামচ, হলুদ গুঁড়ো- ১ চা চামচ, জিরে গুঁড়ো- ১ চা চামচ, ধনে গুঁড়ো- ১ চা চামচ, কাঁচা লঙ্কা বাটা- ১ চা চামচ, নুন ও চিনি স্বাদমতো। মুইঠ্যার ঝোলের জন্য লাগবে পেঁয়াজ কুচি- ১টি বড়, আদা-জুলিয়েন করে কাটা, টমেটো কুচি- ১টি, রসুন- ৩-৪টে, তেজপাতা- ১টা, কাজু- পরিমাণ মতো, হলুদ গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো,জিরে গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো, নারকেল দুধ- ১কাপ, সরষের তেল- পরিমাণ মত

প্রণালী- প্রথমে চিংড়ি মাছ ভালোভাবে পরিষ্কার করে নিয়ে ভাল করে বেটে নিন। এরপর একটি পাত্রে বেটে রাখা চিংড়ি মাছ নিয়ে তাতে একে একে আলু সিদ্ধ, ধনেপাতা, নুন, রসুন বাটা, হলুদ গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো,জিরে গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো সামান্য লেবুর রস ও কাচালঙ্কা বাটা দিয়ে মিশিয়ে নিয়ে মুইঠ্যার জন্য মণ্ড বানিয়ে নিন। এবার কড়াইতে তেল গরম করে মণ্ডগুলি ভাও করে ভেজে তুলে নিন। এরপর ওই তেলে সমস্ত মশলা দিয়ে ভালোভাবে কষিয়ে নিন। তেল ছেড়ে এলে তাতে ভেজে রাখা চিংড়ি ও আলুর মণ্ড দিয়ে কষিয়ে নিয়ে তাতে নারকেলের দুধ মিশিয়ে কিছুক্ষণ নাড়িয়ে নিয়ে ঢাকা দিয়ে ৫ মিনিট ফুটিয়ে নিয়ে উপর থেকে ধনেপাতা কুচি ও সামান্য গরম মশলা দিয়ে পরিবেশন করুন গরম গরম ভাতের সঙ্গে চিংড়ি মাছের মুইঠ্যা।

এবার পনির খান অন্য স্বাদে, রইল একগুচ্ছ রেসিপি,ভুলিয়ে দেবে আমিষের স্বাদও

শ্রাবণ মাসে অনেকেই ব্রত পালন করেন। এই গোটা মাসটা নিরামিষ আহার করেন সেই উপলক্ষে। কিন্তু রোজকার নিরামিষ পদ খেয়ে একঘেয়ে লাগছে? ডাল, তরি-তরকারি তো থাকছেই পাতে, কিন্তু নিরামিষ আহারের মেন্যুতে পনির না থাকলে মন কেমন হয়! কিংবা একধরনের পদ খেয়ে একঘেয়ে লাগছে? জেনে নিন স্বাদবদলের একগুচ্ছ রেসিপি।

স্বর্ণালী পনির-

উপকরণ- পনির, ভাজা মসলা (ভাজা বাদাম, ধনে, জিরে, পোস্ত বীজ, সাদা তিলেরগুঁড়ো), টমেটো পিউরি, আদাবাটা, কাশ্মীরি লঙ্কাগুঁড়ো, নারকেলের দুধ, টক দই, গরম মশলা, বাদাম, নুন-চিনি (স্বাদমতো), কাঁচা লঙ্কা, সাদা তেল, চেরি টমেটো

প্রণালী- প্রথমে একটি প্যানে তেল গরম করে পনিরগুলোকে হালকা বাদামি করে ভাজুন। শুকনো লঙ্কা ফোঁড়ন দিন, এবার এতে আদা ও কাঁচালঙ্কা দিন। টমেটো পিউরি এবং দই যোগ করুন এবং ভালভাবে কষান। প্রয়োজনমতো নারকেলের দুধ ও লঙ্কাগুঁড়ো দিন। এবার গরমমশলা ও ধনেপাতা কুচি দিয়ে ভালো করে নাড়ুন। এবার পনির যোগ করে নেড়ে নিন।

পনির দিলখুশ

উপকরণ-পনির (২৫০ গ্রাম),

টমেটো পিউরি (২০০ গ্রাম), ফ্রেশ ক্রিম (২০০ গ্রাম), কসৌরি মেথি (২ চা-চামচ), ঘি (পরিমাণমতো), লঙ্কাগুঁড়ো (আধ চা-চামচ), হলুদগুঁড়ো (আধ চা-চামচ), গরমমশলাগুঁড়ো (আধ চা-চামচ), কাঁচালঙ্কা (২-৩টে), ধনেপাতা, নুন (আন্দাজমতো), কাজুবাদাম বাটা (২ চামচ)।

প্রণালী- পনির টুকরো করে কেটে নিন। কড়াইতে ঘি দিয়ে পনির ভেজে তুলে রাখুন। কড়াইতে ঘি দিয়ে কাজুবাদাম বাটা কষে নিয়ে টমেটো পিউরি, কাঁচালঙ্কা, কসৌরি মেথি, নুন,লঙ্কা গুঁড়ো, হলুদ গুঁড়ো দিয়ে কিছুক্ষণ কষান। এরপর এতে ক্রিম ও গরমমশলা দিয়ে আরও কিছুক্ষণ কষান। মশলা থেকে তেল ছাড়তে শুরু করলে তাতে পনিরের টুকরোগুলো দিয়ে নাড়াচাড়া করে ঢাকা দিয়ে রাখুন। ধনেপাতা কুচি ছড়িয়ে গরম গরম পরিবেশন করুন।

নিরামিষ সবজি পনির

উপকরণ-২০০ পনির, ১টা টুকরো করা ব্রকোলি, ১২ টুকরো ফুলকপি, ১টা টুকরো ক্যাপসিকাম, ৪টে টুকরো করা গাজর, ২টো টুকরো করা আলু, ১টা টুকরো করা টমেটো, ৫টেবিল চামচ আদা, কাঁচা লঙ্কা, জিরে বাটা ২চা চামচ হলুদ গুঁড়ো, ২টো তেজপাতা, ১২চা চামচ কাশ্মীরী লঙ্কা গুঁড়ো, ১২কাপ সাদা তেল, ১চা চামচ গরম মশলা, স্বাদ মতো নুন-চিনি।

প্রণালী

একটা পাত্রে তেল গরম করে তাতে তেজপাতা ফোড়ন দিতে হবে। এবার সব সবজি নুন-হলুদ দিয়ে নাড়াচাড়া করে ভেজে নিতে হবে। এবার পনির নুন, কাশ্মীরি লঙ্কাগুঁড়ো দিয়ে সব সবজির সাথে ভালো করে ভাজুন। এবার মশলা দিয়ে ভালো করে কষান। তারপর দেড় কাপ জল দিয়ে ঢাকা দিন। জল টেনে এলে গরমশলা দিয়ে নেড়ে নামিয়ে নিলেই তৈরি নিরামিষ সবজি পনির।

শিবমন্দির নিয়ে ধুন্ধুমার যুদ্ধ কম্বোডিয়া-থাইল্যান্ডের

২৫ জুলাই ঃ গত কয়েক বছর ধরেই যুদ্ধের আঁচে পুড়ছে পৃথিবী। কিন্তু ২০২৫ সালে যেন যুদ্ধের কালো মেঘ আরও কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করল। রাশিয়া-ইউক্রেন, ইজরায়েল-গাজা, আমেরিকা-ইরান, ইরান-ইজরায়েল দ্বঃদ্বর নানা রূপ বিশ্বজুড়ে। গত মে মাসে ভারত-পাকিস্তান সংঘর্ষের কথাও মাথায় রাখতে হবে। এবার যুদ্ধের আগুন কি থাইল্যান্ড ও কম্বোডিয়াকেও পোড়াবে? দুই দেশের সংঘর্ষ চরম আকার ধারণ করেছে। আর এর নেপথ্যে রয়েছে এক শিবমন্দির।গত বুধবার সীমান্তে গোলাগুলির ঘটনায় থাইল্যান্ডের দুই নাগরিক মৃত্যু হয়েছিল। বদলা নিতে বৃহস্পতিবার এফ ১৬ যুদ্ধবিমান নিয়ে কম্বোডিয়ার সামরিক ঘাঁটিতে হামলা চালাল থাইল্যান্ড। পাল্টা কম্বোডিয়াও থাইল্যান্ডের ফ্যানম ডং রাক হাসপাতালে হামলা করেছে। এখনও পর্যন্ত এই সংঘর্ষে ১১ থাই নাগরিকের মৃত্যুর কথা জানা গিয়েছে। আহত ১৪। কিন্তু কেন হঠাৎই এমন গনগনে লড়াইয়ের আঁচে পুড়ছে দুই দেশ?

দাংরেক পর্বতের উপরে অবস্থিত প্রিয়াহ ভিহিয়ার বা প্রিয়া বিহার শিবমন্দির। ইউনেস্কোর ওয়ার্ল্ড

হেরিটেজ সাইটের তকমাও পেয়েছে এই মন্দির। থাইল্যান্ড দাবি করে এই মন্দির তাদের। যদিও কম্বোডিয়ার মত ভিন্ন। আর একে কেন্দ্র করেই ২০০৮ সাল থেকে সমস্যার তীব্র আকার ধারণ করে দুই দেশের মধ্যে। ইতিহাস বলছে, রাজা দ্বিতীয় উদয়াদিত্যবর্মণ এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা। নবম থেকে পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী কোনও সময়ে এই মন্দির বর্তমানে কম্বোডিয়ার ভূখণ্ডেই অবস্থিত। খেমার রাজত্বের এই মন্দির আসলে এক বিরাট মন্দির চত্বরের অংশ, যেখানে কমপক্ষে দুটি প্রাচীন মন্দির রয়েছে। যার অবস্থান প্রাচীন খেমার হাইওয়ের এক কৌশলগত গিরিপথে, যা কম্বোডিয়ার আঙ্কোর ভাটকে থাইল্যান্ডের ফিমাইয়ের সঙ্গে যুক্ত করে।কম্বোডিয়ার দাবি, খেমার রাজত্বের ঐতিহাসিক সীমান্তরেখার সীমান্তে এই মন্দির অবস্থিত। যার মধ্যে কম্বোডিয়াও রয়েছে, আংশিক ভাবে রয়েছে থাইল্যান্ডের ভূখণ্ডও। কিন্তু থাইল্যান্ডের ব্যাখ্যা, এটি সুরিন প্রদেশে অবস্থিত। আন্তর্জাতিক ন্যায় আদালত কম্বোডিয়াকেই মন্দিরের মালিকানা দিয়েছে। কিন্তু সমস্যার সমাধান হয়নি। বরং দেবতার মন্দিরে বেড়েছে সৈনিকের আনাগোনা। গত কয়েক বছরে এই স্থানে তীর্থযাত্রা পরিচালনার ক্ষেত্রে দুই দেশের মধ্যে একটি বোঝাপড়া রয়েছে। কিন্তু শক্তি প্রদর্শন উভয়পক্ষের মধ্যেই জাতীয়তাবাদী অনুভূতি উস্কে দিয়েছে। গত ফেব্রুয়ারিতে কম্বোডিয়ার সেনা থাইল্যান্ডের সেনাকে চ্যালেঞ্জ করে বসে ওই এলাকায়। যদিও এপ্রিলের মধ্যেই যুদ্ধবিরতি স্বাক্ষরিত হওয়ায় তখনকার মতো সমস্যা মেটে। কিন্তু ফের শুরু হয়েছে সংঘর্ষ। যার কেন্দ্রে ওই ঐতিহাসিক শিবমন্দিরই।

উত্তর-পূর্ব রেলওয়েতে রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী আন্ত ঃবিভাগীয় হকি এবং ফুটবল ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

গোরখপুর, ২৬ জুলাইঃ উত্তর-পূর্ব রেলওয়ে গোরখপুরের প্রধান নিরাপত্তা কমিশনার রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী এবং রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী লখনউ ডিভিশনের তত্ত্বাবধানে, উত্তর-পূর্ব রেলওয়েতে রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী আন্ত ঃবিভাগীয় কুস্তি, কাবাডি, বাস্কেটবল, হকি এবং ফুটবল ক্রীড়া প্রতিযোগিতা-২০২৫ ২৬ জুলাই থেকে ৯ আগস্ট, ২০২৫ পর্যন্ত সৈয়দ মোদী রেলওয়ে স্টেডিয়ামে আয়োজন করা হয়েছিল। লখনউ, ইজ্জতনগর, বারাণসী এবং সদর দপ্তরের দলগুলি এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করছে। প্রতিযোগিতার প্রথম দিনে অনুষ্ঠিত কুস্তি প্রতিযোগিতায় ২৬ ও ২৭ জুলাই, ২০২৫ তারিখে কুস্তি, ২৯ ও ৩০ জুলাই, ২০২৫ তারিখে কাবাডি, ২ ও ৩ আগস্ট, ২০২৫ তারিখে বাস্কেটবল, ৫ ও ৬ আগস্ট, ২০২৫ তারিখে হকি এবং ৮ ও ৯ আগস্ট, ২০২৫ তারিখে ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে।প্রতিযোগিতার প্রথম দিনে অনুষ্ঠিত কুস্তি প্রতিযোগিতায় সদর দপ্তর, লখনউ এবং বারাণসী বিভাগের কুস্তিগীররা অংশগ্রহণ করেন। প্রতিযোগিতায় বারাণসী বিভাগের রাজু যাদব ৭৪ কেজি ওজন শ্রেণীতে, বারাণসী বিভাগের অভিষেক যাদব এবং বিবেক কুমার ৭৯ কেজি ওজন শ্রেণীতে, লখনউ বিভাগের জওহর লাল যাদব ৮৬ কেজি ওজন শ্রেণীতে এবং সদর দপ্তরের জনার্দন যাদব ৯৭ কেজি ওজন শ্রেণীতে জয়লাভ করেন।প্রতিযোগিতার শুরুতে, প্রধান অতিথি সহকারী নিরাপত্তা কমিশনার রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনী গোরক্ষপুর অঞ্চল তথা সহকারী সাংগঠনিক সম্পাদক শ্রী মনোজ কুমার টুডু খেলোয়াড়দের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। এই উপলক্ষে, প্রধান অতিথি খেলাধুলার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করার সময়, খেলোয়াড়দের শৃঙ্খলা ও ক্রীড়ানুরাগী মনোভাবের সাথে খেলাটি খেলার জন্য অনুপ্রেরণামূলক ভঙ্গিতে সম্বোধন করেন এবং সকল খেলোয়াড়কে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে খেলাটি সম্পন্ন করার এবং খেলায় অংশগ্রহণের জন্য অভিনন্দন জানান।এই প্রতিযোগিতায়, উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের কুস্তিগীর অমরনাথ যাদব, জিতেন্দ্র সিং, শৈলেশ যাদব এবং বিপুল সংখ্যক কুস্তিপ্রেমী খেলোযাড়দের উসাহিত করছিলেন। দ্বিতীয় দিন, ২৭ জুলাই, ২০২৫ তারিখে, অন্যান্য ওজন বিভাগের ম্যাচ এবং কুস্তির পরবর্তী রাউন্ড অনুষ্ঠিত হবে। লখনউয়ের সাংগঠনিক সচিব এবং সিনিয়র বিভাগীয় নিরাপত্তা কমিশনার শ্রী চন্দ্র মোহন মিশ্রের তত্ত্বাবধানে প্রতিযোগিতার সমস্ত প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে।

মণিপুরে দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে মৃত্যু পাঁচ কুকি-চিন জঙ্গির

ইমফল, ২৬ জুলাই ঃ মণিপুরের ননে জেলার দেইভাইজাং গ্রামে একই সংগঠন, চিন-কুকি-মিজো আর্মি-র বিবদমান দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে পাঁচ জঙ্গি গুলিবিদ্ধ হয়ে ধরাশায়ী হয়েছে। আজ সরকারি সূত্রে জানা গেছে, সোমবার গভীর রাতে ননে জেলা সদর থেকে প্রায় ৫৩ কিলোমিটার দূরে প্রত্যন্ত দেইভাইজাং গ্রামে কুকি-চিন-এর প্রতিদ্বন্দ্বী দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংগঠিত সংঘর্ষের এই ঘটনা ঘটেছে। সরকারি সূত্রটি জানিয়েছে, চিন-কুকি-মিজো আর্মি (সিকেএমএ)-র পাঁচ ক্যাডারের হত্যাকাণ্ডের পরিস্থিতি এখনও নিশ্চিত হওয়া যায়নি, তবে এটি কোনও অভ্যন্তরীণ বিরোধের ফলাফল বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। তদন্ত-সাপেক্ষে পরবর্তীতে বিস্তারিত তথ্য দেওয়া হবে বলে জানান সূত্রটি। এদিকে, চিন-কুকি-মিজো আর্মি-র তরফ থেকে স্থানীয় ভাষায় এক বিবৃতিতে বলেছে, 'ভুল বোঝাবুঝি এবং কিছু বিদ্বেষপূর্ণ উদ্দেশ্যের দরুন আমাদের পাঁচ ক্যাডার নিহত হয়েছেন। এটা আমাদের সংগঠন এবং আমাদের সম্প্রদায় উভয়ের জন্যই উল্লেখযোগ্য ক্ষতি।'

ঐতিহাসিক ভারত সভার দেড়শ বছর (১৫০) পদার্পণ উপলক্ষে আজ এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে কলেজস্ট্রিট কফি হাউস থেকে ভারত সভা হল পর্যন্ত বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা হয় । মূল উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক প্রদীপ ভট্টাচার্য প্রাক্তন রাজ্য সভার সাংসদ , জহর সরকার প্রাক্তন সাংসদ রাজ্যসভা , অধ্যাপিকা মীরাতুন নাহা বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ।সভাপতিত্ব করেন অনিল কুমার রায়। ছবি সুবল সাহা

জয় হিন্দ বিমানবন্দর মেট্রো স্টেশন এবং অরেঞ্জ লাইন পরিদর্শন করেছেন জেনারেল ম্যানেজার

কলকাতা, ২৬ জুলাই ঃ শ্রী পি. উদয় কুমার রেড্ডি, জেনারেল ম্যানেজার, মেট্রো রেলওয়ে আজ, অর্থাৎ ২৬.০৭.২০২৫ তারিখে অরেঞ্জ লাইনের জয় হিন্দ বিমানবন্দর থেকে মাদার ওয়াক্স মিউজিয়াম মেট্রো স্টেশন পর্যন্ত পরিদর্শন করেছেন। এই পরিদর্শনের সময় মেট্রো রেলওয়ে এবং রেল বিকাশ নিগম লিমিটেড এর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা তার সাথে ছিলেন।জেনারেল ম্যানেজার আজ সকালে জয় হিন্দ বিমানবন্দর মেট্রো স্টেশন থেকে তার পরিদর্শন শুরু করেন। ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা তাকে কাজের অগ্রগতি এবং নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে সমস্ত কাজ সম্পন্ন করার পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করেন।পরে, শ্রী রেড্ডি অরেঞ্জ লাইনের নির্মাণাধীন সিটি সেন্টার ২ এবং মাদার ওয়াক্স মিউজিয়াম মেট্রো স্টেশনগুলিও পরিদর্শন করেন। তিনি এই দুটি স্টেশনে উপলব্ধ ভায়াডাক্ট, ট্র্যাক বেড এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা পরিদর্শন করেন।

আমেরিকায় নিয়োগে জোর দিন, গুগল-মাইক্রোসফটকে বার্তা ট্রাম্পের

২৬ জুলাই ঃ আমেরিকাকে ফের 'মহান দেশ' হিসাবে গড়ে তুলতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কড়া নির্দেশ, এবার ভারত থেকে নিয়োগ বন্ধ করতে হবে। বরং বেশি করে আমেরিকায় কর্মসংস্থানে জোর দিতে হবে। মূলত গুগল, মাইক্রোসফটের মতো আইটি সংস্থাগুলিকে কড়া বার্তা দিলেন ট্রাম্প। আগেই ভিনদেশে কারখানা তৈরিতে রাশ টানার কথা বলেছিলেন, সেকথাও নতুন করে বলেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। প্রশ্ন উঠছে, এবার কি মার্কিন সংস্থাগুলিতে ভারতীয়দের নিয়োগ বন্ধ হবে?বুধবার ওয়াশিংটনে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সংক্রান্ত একটি সভায় যোগ দেন ট্রাম্প। সেখানেই তিনি বলেন, চিনে কারখানা তৈরি করা কিংবা ভারত থেকে প্রযুক্তি কর্মীদের নিয়োগ করার বদলে মার্কিন প্রযুক্তি সংস্থাগুলির এখন উচিত নিজেদের দেশে কর্মসংস্থান তৈরিতে বেশি করে মনোযোগ দেওয়া। মার্কিন প্রেসিডেন্ট অভিযোগ করেন, বিশ্বায়ন মানসিকতার জন্যই মার্কিন নিয়োগের বাজার খারাপ হয়েছে।

এক্সক্লুসিভ স্টোর চালু করল এসুস

বর্ধমান, ২৬ জুলাই ঃ দেশজুড়ে ব্র্যান্ডের রিটেল বিসনেস জোরদার করার পদক্ষেপ হিসেবে, তাইওয়ানের টেক জায়ান্ট এসুস ইন্ডিয়া আজ বর্ধমানে একটি এক্সক্লুসিভ স্টোর চালু করার ঘোষণা করেছে। নতুন এক্সক্লুসিভ স্টোরটি ২৮০ বর্গফুট জায়গা জুড়ে বিস্তৃত এবং এখানে বিভিন্ন রেঞ্জের ইলেকট্রনিক্স এবং কম্পিউটার হার্ডওয়্যার থাকবে, যার মধ্যে রয়েছে ভিভোবুক, জেনবুক, রিপাবলিক অফ গেমার্স ল্যাপটপ, গেমিং ডেস্কটপ, অল-ইন-ওয়ান ডেস্কটপ এবং আনুষাঙ্গিক পণ্য। বর্ধমানে অবস্থিত ব্র্যান্ডের প্রথম এবং পশ্চিমবঙ্গে ১৮তম স্টোর।এই সম্প্রসারণ সম্পর্কে বলতে গিয়ে, এসুস ইন্ডিয়ার পিসি ও গেমিং বিজনেসের ন্যাশনাল সেলস ম্যানেজার, জিগনেশ ভাবসার বলেন, ভারতে আমাদের রিটেল ব্যবসা সম্প্রসারণের ঘোষণা দিতে পেরে আমরা আনন্দিত। পশ্চিমবঙ্গ আমাদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বাজার হওয়ায়, প্রতিশ্রুতিশীল শহর বর্ধমানে নতুন ব্র্যান্ড স্টোরের উদ্বোধন দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের গ্রাহকদের ক্ষমতায়নের দিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে আমাদের সর্বশেষ উদ্ভাবনের অনন্য অভিজ্ঞতা প্রদান করবে।

দুই স্ত্রী এক ছাদের তলায়, খুনের অভিযোগে গ্রেফতার অভিযুক্ত

পালামু, ২৬ জুলাই ঃ সৎ মাকে এক ছাদের তলায় মেনে নিতে পারেনি ছেলে, তার ফলেই ঘটে গেল নৃশংস হত্যাকাণ্ড। ধারালো অস্ত্র দিয়ে তাজো বিবিকে (৪৫) কুপিয়ে খুনের অভিযোগ ওঠে তাঁর সতীনের ছেলের বিরুদ্ধে। গুরুতর আহত স বোনও। এই ঘটনার পর অভিযুক্ত ছেলেকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে ,বৃহস্পতিবার রাতে ঝাড়খণ্ডের পালামু জেলার রামগড় থানার বাভান্দি গ্রামে। শুক্রবার পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বাভান্দি গ্রামের বাসিন্দা জসিমুদ্দিন মিঞা দিল্লিতে থাকাকালীন দ্বিতীয়বার বিয়ে করেন। কিছুদিন আগে তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী তাজো বিবি দিল্লি থেকে ফিরে প্রথম পক্ষের স্ত্রীর সঙ্গেই বসবাস শুরু করেন। দু'জন সতীনের এক ছাদের তলায় থাকা নিয়ে ক্রমাগত বিবাদ চলছিল। বৃহস্পতিবার রাতে সেই বিবাদের জেরে প্রথম পক্ষের ছেলে নওশাদ ধারালো অস্ত্র দিয়ে তাজো বিবির উপর চড়াও হয়। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় মহিলার। এরপরেই সে আক্রমণ চালায় সৎ বোন মুসলিমা'র উপর, বর্তমানে সে গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ঘটনার পরেই পালানোর চেষ্টা করে অভিযুক্ত নওশাদ। পুলিশের তৎপরতায় তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এক পুলিশ আধিকারিক জানান , ঘটনার তদন্ত চলছে এবং ঘটনাস্থলের পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখা হয়েছে। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্তকে আদালতে তোলা হবে বলে জানানো হয়েছে।

'ফ্রান্সকে ব্রিটিশ কলোনি ঘোষণা করি?' ম্যাক্রোঁকে তোপ আমেরিকার

২৬ জুলাই ঃ প্যালেস্টাইনকে রাষ্ট্রের মর্যাদা দেওয়ার পক্ষে সওয়াল করেছে ফ্রান্স। এই ঘোষণায় তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠেছে ইজরায়েল ও আমেরিকা। ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইম্যানুয়েল ম্যাক্রোঁর এই ঘোষণা হামাসের হয়ে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগের পাশাপাশি এবার পালটা হুঁশিয়ারি দেওয়া হল আমেরিকার তরফে। শুক্রবার ইজরায়েলে অবস্থিত মার্কিন রাষ্ট্রদূত জানালেন, ফ্রান্সকে যদি আমরা ব্রিটিশ কলোনি বলে ঘোষণা করি তাহলে বিষয়টা কেমন হবে?

ইজরায়েলে অবস্থিত মার্কিন রাষ্ট্রদূত মাইক হাকাবি বলেন, ' যে মন্তব্য করেছেন তার পালটা আমরা যদি ফ্রান্সকে ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত ঘোষণা করি তাহলে ম্যাক্রোঁ কী বলবেন?' তিনি সোশাল মিডিয়ায় আরও একটি পোস্টে লেখেন, উনি ওনার নিজের মতো করে প্যালেস্টাইনকে দেশের মর্যাদা দিতে চাইছেন। যদি তেমনটা চান তবে সেই দেশের অস্তিত্ব কোথায়? ওনার মতো করেই আমি ঘোষণা করছি ফ্রান্স হল ব্রিটিশ কলোনি।' অন্যদিকে, ফ্রান্সের মন্তব্যের পালটা মার্কিন বিদেশসচিব মার্কো রুবিও বলেন, ' হয়ে কথা বলছে ফ্রান্স। তাদের পদক্ষেপ শান্তিস্থাপনের পক্ষে ক্ষতিকারক।'

২০২৩ সালে ইজরায়েলে হামাসের আক্রমণের পর তেল আভিভের পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন ফরাসি প্রেসিডেন্ট। হামাসের হামলার তীব্র নিন্দা করেছিলেন। কিন্তু গত কয়েকমাসে ইজরায়েল যেভাবে গাজায় আক্রমণ চালিয়েছে, তাতে বিরক্ত ম্যাক্রোঁ। এই পরিস্থিতিতে বৃহস্পতিবার সেদেশের প্রেসিডেন্ট ইম্যানুয়েল ম্যাক্রোঁ এক্স হ্যান্ডেলে জানান, গাজার যুদ্ধ অবিলম্বে বন্ধ করা দরকার। আমজনতাকে বাঁচানো দরকার। তাই আগামী সেপ্টেম্বর মাসে রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভায় গাজাকে রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়ার ঘোষণা করবেন ম্যাক্রোঁ। এক্স হ্যান্ডেলে ম্যাক্রোঁ লেখেন, মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি ফিরুক, এটাই চায় ফ্রান্সের জনতা। উল্লেখ্য, ম্যাক্রোঁর এহেন সিদ্ধান্তের নেপথ্যে নির্বাচনী রাজনীতি রয়েছে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলির মধ্যে

নাম পরিবর্তন

আমি Sukamal Sen So - Late Nani Gopal Sen residing at Vill P.O. - Bhatjangla P.S. Kotwali Dist. Nadia গত ২৮.০৩.২০০১ তাং Executive Magistrate Krishnagar Nadia কোর্টের Affidavit বলে আমি Sukamal Sen Sukamal Sil এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম।

Name Change

I, PARESH PRAMANICK S/O Late Nirmal Pramanick resident 38G, Motilal Basak Lane, P.O. Kakurgachi, P.S. Phoolbagan, Kolkata-700054, WB India do hereby solemnly affirm & declaring my actual name PARESH PRAMANICK instead of PARESH CHANDRA PRAMANICK which is recorded in my all educational certificates and Passport vide an affidavit sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Alipore on 05/08/2019. PARESH PRAMANICK and PARESH CHANDRA PRAMANICK both are same and one identical person.

যশমান দীপক লিমিটেড

নিবন্ধিত অফিস ঃ ৫৮, রতন সরকার গার্ডেন স্ট্রিট, প্রথম তলা, কলাকার স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০০৭ (পশ্চিমবঙ্গ)
প্রশাসনিক অফিস ঃ ৪৯ এমআইজি, রতন লাল নগর, কানপুর - ২০৮০২২ (উত্তরপ্রদেশ)
যোগাযোগের তথ্যঃ মোবাইল নম্বরঃ ৯৮৩৯০৩৪৪৪২, ৮৭৩৭৮৪০৪৭৫
ওয়েবসাইট ঃ **www.yashmandeepak.com**
ই-মেইলঃ **yashmandeepakltd@gmail.com CIN no ঃ L67120WB1975PLCO29901**

৫০তম বার্ষিক সাধারণ সভার (এজিএম) বিজ্ঞপ্তি, বই বন্ধ এবং ই-ভোটিং তথ্য

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, যশমান দীপক লিমিটেড (কোম্পানি) এর ৫০তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) ১৮ই আগস্ট, ২০২৫, সোমবার দুপুর ২,৩০ টায় অনুষ্ঠিত হবে। কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ৯৬ অনুসারে ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি)অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মাধ্যম (OAVM) এর মাধ্যমে, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় (MCA) দ্বারা জারি করা এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (SEBI) দ্বারা জারি করা বিভিন্ন সার্কুলারের সাথে পঠিত, যার মধ্যে রয়েছে সর্বশেষ সাধারণ সার্কুলার নং ২২০২২ তারিখ ২৮ ডিসেম্বর, ২০২২, সাধারণ সার্কুলার নং ০৯২০২৩ তারিখ ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ এবং সাধারণ সার্কুলার নং ০৯২০২৪ তারিখ ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ (MCA সার্কুলার), সার্কুলার নং SEBIHOCFDPoD&2PCIR20234 তারিখ ৫ জানুয়ারী, ২০২৩, SEBI-HOCFDCFD-PoD-2PCIR2023167 তারিখ ৭ অক্টোবর, ২০২৩ এবং SEBIHOCFDCFD-POD-2PCIR2024133 তারিখ ৩ অক্টোবর, ২০২৪ (SEBI সার্কুলার) যা কোম্পানিগুলিকে VCOAVM এর মাধ্যমে বার্ষিক সাধারণ সভা করার অনুমতি দেয়, যার জন্য একটি সাধারণ স্থানে সদস্যদের শারীরিক উপস্থিতির প্রয়োজন হয় না। ৫০তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠানের জন্য বিবেচিত স্থান হবে কোম্পানির প্রশাসনিক অফিস অর্থাৎ ৪৯ MIG, রতন লাল নগর, কানপুর-২০৮০২২(উত্তরপ্রদেশ)।

এমসিএ সার্কুলার এবং সেবি সার্কুলার অনুসারে, ৫০তম বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ, যার মধ্যে ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন সহ সাধারণ এবং বিশেষ ব্যবসার তালিকা উল্লেখ করা হয়েছে, শনিবার, ২৬ জুলাই, ২০২৫ তারিখে ইলেকট্রনিকভাবে সেই শেয়ারহোল্ডারদের কাছে পাঠানো হয়েছে যাদের ইমেল আইডি কোম্পানি কোম্পানীর রেজিস্ট্রার এবং ট্রান্সফার এজেন্ট , এস কে ইনফোসলিউশনস প্রাইভেট লিমিটেডের সাথে নিবন্ধিত এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.yashmandeepak.com এবং স্টক এক্সচেঞ্জ অর্থাৎ সিএসই লিমিটেডের ওয়েবসাইট www.cse-india.com-এও পাওয়া যাবে।

বই বন্ধকরণঃ এতদ্বারা আরও বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ৯১ এবং তদধীনে প্রণীত নিয়মাবলী এবং SEBI (তালিকাবদ্ধ বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ এর প্রবিধান ৪২ অনুসারে, ৫০তম বার্ষিক সাধারণ সভার উদ্দেশ্যে সদস্যদের নিবন্ধন এবং কোম্পানির শেয়ার স্থানান্তর বই সোমবার, ১১ আগস্ট, ২০২৫ থেকে সোমবার, ১৮ আগস্ট, ২০২৫ (উভয় দিন অন্তর্ভুক্ত) পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।

যেসব সদস্যের শেয়ার বাস্তব আকারে রয়েছে এবং যারা কোম্পানিতে তাদের ইমেল ঠিকানা আপডেট করেননি, তাদের কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং ট্রান্সফার এজেন্ট , এস কে ইনফোসলিউশনস প্রাইভেট লিমিটেডের কাছে তাদের ইমেল ঠিকানা আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে এবং ডিমেটেরিয়ালাইজড আকারে শেয়ার ধারণকারী সদস্যদের ইমেল ঠিকানা আপডেট করার জন্য বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত নথিপত্র সহ সংশ্লিষ্ট ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের কাছে তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধনআপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।বার্ষিক সাধারণ সভার পদ্ধতি কোম্পানির ৫০তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তিতে ভিসিওএভিএমের মাধ্যমে বার্ষিক সাধারণ সভার অংশগ্রহণের নির্দেশাবলী দেওয়া আছে।বার্ষিক সাধারণ সভা চলাকালীন রিমোট ই-ভোটিং এবং ই-ভোটিং কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১০৮, যা কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধি, ২০১৪ (সংশোধিত) এর নিয়ম ২০ এবং সেবি(তালিকাবদ্ধ বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ এর ৪৪, এমসিএ সার্কুলার এবং এই বিষয়ে জারি করা সেবি সার্কুলারের সাথে পঠিত, মেনে চলে, কোম্পানি শেয়ারহোল্ডারদের বার্ষিক সাধারণ সভায় পাস করা প্রস্তাবিত প্রস্তাবগুলিতে ভোট দেওয়ার অধিকার প্রয়োগের জন্য রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা প্রদান করতে পেরে আনন্দিত। ইলেকট্রনিক ভোটিং সিস্টেম ব্যবহার করে সদস্যদের ভোট দেওয়ার এবং বার্ষিক সাধারণ সভা চলাকালীন ই-ভোটিং সহ VCOAVM সুবিধার মাধ্যমে ৫০তম বার্ষিক সাধারণ সভায় অংশগ্রহণের সুবিধা ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (NSDL) দ্বারা সরবরাহ করা হবে।

i. আইন এবং এর অধীনে প্রণীত নিয়ম অনুসারে বিস্তারিত তথ্য নিম্নরূপ

ii. রিমোট ই-ভোটিং সময়কাল শুক্রবার, ১৫ আগস্ট, ২০২৫ সকাল ০৯ঃ০০ টায় শুরু হবে এবং রবিবার, ১৭ আগস্ট, ২০২৫ বিকাল ০৫,০০ টায় (1ST) শেষ হবে। এরপর থেকে ই-ভোটিং মডিউলটি ভোটদানের জন্য বন্ধ থাকবে এবং সদস্যরা উক্ত তারিখ এবং সময়ের পরে ইলেকট্রনিকভাবে ভোট দিতে পারবেন না এবং একবার কোনও সদস্য কর্তৃক কোনও প্রস্তাবের উপর ভোট দেওয়ার পরে, তিনি পরবর্তীতে এটি পরিবর্তন করতে পারবেন না। ৫০তম বার্ষিক সাধারণ সভায়ও ই-ভোটিং উপলব্ধ করা হবে এবং যারা রিমোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোট দেননি তারা ৫০তম বার্ষিক সাধারণ সভায় ভোট দিতে পারবেন।

iii. কোম্পানির সদস্যরা যারা কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ রবিবার, ১০ আগস্ট, ২০২৫ (EOD) অনুসারে শেয়ার ধারণ করেছেন। সদস্যদের ভোটাধিকার কাট-অফ ডেটে কোম্পানির পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধনের তাদের শেয়ারের অনুপাতে হবে। যে ব্যক্তির নাম কাট-অফ ডেটে সদস্যদের নিবন্ধনে অথবা ডিপোজিটরি দ্বারা রক্ষিত সুবিধাভোগী মালিকদের নিবন্ধনে লিপিবদ্ধ থাকবে, কেবল তিনিই রিমোট ই-ভোটিং, ভিসিওএভিএম সুবিধার মাধ্যমে বার্ষিক সাধারণ সভায় অংশগ্রহণ এবং বার্ষিক সাধারণ সভায় ই-ভোটিং সুবিধা গ্রহণের অধিকারী হবেন।

v. যেসব সদস্য বার্ষিক সাধারণ সভার আগে রিমোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোট দিয়েছেন, তারাও VCOAVM মোডের মাধ্যমে বার্ষিক সাধারণ সভার অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারবেন, তবে বার্ষিক সাধারণ সভার সময় ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোট দিতে পারবেন না। সদস্যরা রিমোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোট না দিলেও বার্ষিক সাধারণ সভার সময় ভোট দিতে পারবেন, তবে বার্ষিক সাধারণ সভার সময় ভোট দিতে পারবেন না।

vi. ডিমেটেরিয়ালাইজড মোড, ফিজিক্যাল মোডে শেয়ারধারী শেয়ারহোল্ডারদের জন্য এবং যারা তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি তাদের জন্য বার্ষিক সাধারণ সভার সময় রিমোট ই-ভোটিং এবং ই-ভোটিং এর বিস্তারিত নির্দেশাবলী কোম্পানির ৫০তম বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশে দেওয়া আছে।

vii. NSDL ওয়েবসাইট (www.evotingindia.com) থেকে বার্ষিক সাধারণ সভার সময় ই-ভোটিং এবং ই-ভোটিং এর ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ সংক্রান্ত কোনও প্রশ্ন বা সমস্যা থাকলে, কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং ট্রান্সফার এজেন্ট , এস কে ইনফোসলিউশনস প্রাইভেট লিমিটেডের সাথে যোগাযোগ করুন। ডি /৪২ কাটজু নগর, গ্রাউন্ড ফ্লোর, সাউথ সিটি মল এর কাছে, যাদবপুর, কলকাতা-৭০০০৩২। ইমেলঃ helpdesk.evotingcdslindia.com অথবা টোল ফ্রি নম্বর ১৮০০ ২২ ০৯৯১-এ কল করুন অথবা কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার মিঃ তালিবের সাথে ১১০ / ১০৫-B জাজমৌ, কানপুর, উত্তরপ্রদেশ - ২০৮০১০ নম্বরে যোগাযোগ করুন। ফোন নম্বরঃ ৯১ ৮৭৩৭৮৪০৪৭৫ ইমেলঃ yashmandeepakltd@gmail.com

viii. ভোট গণনা এবং স্ক্রুটিনাইজার কর্তৃক প্রতিবেদন জমা দেওয়ার পরে কোম্পানি ভোটের ফলাফল ঘোষণা করবে এবং ফলাফল কোম্পানির ওয়েবসাইট যেমন www.yashmandeepak.com এবং CSE ওয়েবসাইটঃ www.cse&india.com-এ আপডেট করা হবে।

পরিচালনা পর্ষদের আদেশক্রমে
যশমান দীপক লিমিটেডের জন্য
সাক্ষর-(তালিব)
কোম্পানি সচিব

তারিখঃ ২৭.০৭.২০২৫
স্থানঃ কানপুর

খারাপ রাস্তা, গ্রামে ঢোকে না অ্যাম্বুলেন্স, রোগীকে খাটিয়ায় চাপিয়ে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যেতে হয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ২৬ জুলাই ঃ সম্প্রতি মুর্শিদাবাদের সুতি -১ ব্লকের হারুয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রত্যন্ত পারাইপুর গ্রামের একটি ভিডিও

ভাইরাল হয়, যেখানে দেখা গিয়েছিল রাস্তা কাদায় ভর্তি থাকার জন্য এক গর্ভবতী মহিলাকে তার বাড়ির লোকেরা খাটিয়ায় চাপিয়ে চিকিৎসার জন্য নিকটবর্তী স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যেতে বাধ্য হচ্ছেন। ওই ঘটনার ভিডিও সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হওয়ার পর প্রশাসনের তরফ থেকে তড়িঘড়ি ওই এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ হয়ে থাকা 'পথশ্রী' প্রকল্পের রাস্তার কাজ শুরু করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তবে হারুয়া পঞ্চায়েত এলাকার ঘটনার রেশ মিলিয়ে যাওয়ার আগে ফের একবার সুতি বিধানসভা এলাকার অন্য একটি গ্রাম থেকে খারাপ রাস্তার জন্য রোগীকে খাটিয়ায় চাপিয়ে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়ার ভিডিও সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। এবারের ঘটনাস্থল সুতি -২ ব্লকের অন্তর্গত উমরাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাহাবাদ গ্রাম। সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হওয়া একটি ভিডিওতে (যার সত্যতা আমরা যাচাই করিনি) দেখতে পাওয়া যাচ্ছে কয়েকজন ব্যক্তি খাটিয়ায় একজন ব্যক্তিকে শুইয়ে কাঁধে চাপিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। চাদর ঢাকা অবস্থায় একজন অসুস্থ ব্যক্তি খাটিয়ায় শুয়ে রয়েছে এবং অন্য একজন গোটা ঘটনাটির ভিডিও করার সঙ্গে গ্রামের রাস্তার দুরাবস্থার কথা বর্ণনা করতে করতে চলেছেন। এই ভাইরাল হওয়া ভিডিওয় ওই ব্যক্তিকে অভিযোগ করতে শোনা যাচ্ছে, রাস্তা সংস্কারের জন্য টাকা এলেও স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধান এবং সদস্যরা সেই টাকা 'খেয়ে' নিয়েছেন। রাস্তা খারাপের জন্য তিনি সকল গ্রামবাসীকে সোচ্চার হওয়ার অনুরোধ করছেন। এর পাশাপাশি ওই ব্যক্তিকে বলতে শোনা যাচ্ছে রাস্তার অবস্থা দ্রুত ঠিক না হলে আগামী দিন তারা নির্বাচন বয়কট করবেন। ভাইরাল হওয়া গোটা ভিডিওটিতে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে রাস্তা দিয়ে রোগীকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তার একটি অংশে কোথাও এক ফুট আবার কোথাও দু'ফুট এলাকা জুড়ে গর্ত তৈরি হয়েছে এবং সেখানে জল জমে রয়েছে। রাস্তার কোথাও মোরাম -ইট বা কংক্রিটের কোনও চিহ্ন নেই। স্থানীয় কিছু গ্রামবাসী নাম না প্রকাশের শর্তে জানিয়েছেন, প্রায় দু'বছর আগে ওই রাস্তাটি একবার সংস্কার করা হয়েছিল। কিন্তু সেই সময় এত নিম্নমানের জিনিস দিয়ে রাস্তার কাজ হয় যে কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই সেই রাস্তার কাজ ধুয়ে মুছে গেছে। তৈমুর শেখ নামে স্থানীয় এক গ্রামবাসী বলেন, 'ওই রাস্তাটি উমরাপুর গ্রাম থেকে এলাহাবাদ গ্রামে যাওয়ার প্রধান রাস্তা। প্রায় এক কিলোমিটার দীর্ঘ এই রাস্তাটি ছাড়া এলাহাবাদ গ্রামে পৌঁছানোর আর কোনও রাস্তা নেই।' তিনি জানান ,'ভাইরাল ভিডিওটি আমরাও সকলে দেখেছি এবং রাস্তা যে কী খারাপ অবস্থায় রয়েছে তা এখন গোটা জেলাবাসী জানতে পারছেন। কয়েক বছর আগেও এলাহাবাদ গ্রামে খুব কম জনবসতি থাকলেও ধীরে ধীরে ওই গ্রামে একের পর এক নতুন বাড়ি তৈরি হচ্ছে এবং সেই বাড়িগুলো নির্মাণের প্রয়োজনে প্রত্যেকদিন গ্রামে প্রচুর ইট ,বালি, পাথর ভর্তি ট্রাক্টর ঢুকছে। তার ফলে ভরা বর্ষায় রাস্তার অবস্থা আরও খারাপ হয়ে গেছে।' গ্রামবাসীদের অভিযোগ স্থানীয় পঞ্চায়েত এবং নেতৃত্বকে জানানো হলেও খারাপ রাস্তা মেরামতের বিষয় কেউ কোনও উদ্যোগ নেয়নি। তারফলে ওই গ্রামের কোনও বাসিন্দা অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে চিকিৎসা কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়ার জন্য গ্রামে টোটো, অ্যাম্বুলেন্স বা অন্য কোনও গাড়ি ঢুকতে পারে না। সেই কারণে গ্রামবাসীরা একপ্রকার বাধ্য হয়ে পরিবারের অসুস্থ সদস্যকে খাটিয়ায় শুইয়ে তাকে নিকটবর্তী স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যেতে বাধ্য হন। সুতির তৃণমূল বিধায়ক ইমানি বিশ্বাস যদিও বলেন , 'যে এলাকায় ভিডিও সেখানে এখন রাস্তা সংস্কারের কাজ চলছে। বিরোধীদের হাতে প্রচারের কোনও অস্ত্র নেই, তাই পুরানো ভিডিও সমাজমাধ্যমে ছেড়ে আমাদের বদনাম করতে চাইছে।'

কারগিল বিজয় দিবস পালন

দুরন্ত বার্তা, কালনা, ২৬ জুলাই ঃ পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে একমাত্র পূর্ব বর্ধমান জেলার কালনার কোয়ালডাঙ্গা তে অবস্থিত কারগিল যুদ্ধে দেশমাতা জন্য বলি প্রদত্ত শহীদদের শ্রদ্ধা নিবেদন করে কারগিল বিজয় দিবস পালন করা হলো এদিন শনিবার। ৭৪ দিনের লড়াই শেষে আজকের দিনে ১৯৯৯ সালের ২৬ জুলাই শত্রুপক্ষকে হারিয়ে বিজয় পেয়েছিল ভারতীয় সেনা। ভারতবর্ষের মধ্যে তিন জায়গায় রয়েছে কারগিল স্মৃতিসৌধ। আজকের এই বিশেষ দিনে সেই সমস্ত জায়গার পাশাপাশি কালনায় স্থিত কারগিল স্মৃতিসৌধের সামনেও একাধিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সকালে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে বীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন। পরবর্তী সময় অংকন প্রতিযোগিতা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে সারাদিন। উদ্যোক্তাদের তরফে প্রধান উদ্যোক্তা তথা কারগিল ফাইটার সাব মেজর নরেশ চন্দ্র দাস তিনি বলেন, কারগিল যুদ্ধে ৫২৭ জন শহীদ হয়েছিলেন। ১৯৯৯ সালের ২ মে শুরু হয়েছিল কারগিল যুদ্ধ শেষ হয় আজকের দিনে আর সেই দিনটিকে স্মরণ করে এই বিজয় উৎসবের আয়োজন।

বিজ্ঞপ্তি

আমি শিবানী দেবীনন্দী স্বামী-প্রাভীন কুমার গ্রাম লিলুয়া পোঃ নিলুয়া জেলা হাওড়া বাসিন্দা হইতেছি।
চকপাড়া মৌজায় ২০৪০২০ নং দলিল মূলে নং সৌমিত্র ব্যানার্জী- এর নিকট হইতে ১০৬৪ নং দাগের উপর ০.০২৪৭ শতক পরিমাণ ৭.০২.২০২২ নং তারিখে ২০১৮২৮ নং আমোক্তারনামা দলিল মূলে রাধা কঙ্কণ গোস্বামী এর নিকট হইতে ক্রয় করিয়াছি এবং MN/2025/0503/5011. নং বি.এল. এন্ড. এল. আর. ও. অফিসে রেকর্ডের জন্য আবেদন করিয়াছি। এই বিষয়ে কাহার কোন আপত্তি থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৭ দিনের মধ্যে বালী জগাছা বি.এল. এণ্ড. এল. আর. ও. অফিসে যোগাযোগ করিতে বলা হচ্ছে।

জল সরবরাহের জন্য ভালভের রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরিচালনা

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.: ৬৭/ডব্লিউ-২/এপিডিজে, তারিখ: ২৪-০৭-২০২৫; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে; **টেন্ডার নং ঃ ২৪-এপি-III-২০২৫; কাজের নাম ঃ** স্টেশন এবং কলোনিতে জল সরবরাহের জন্য ভালভের রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরিচালনা এবং এসএসই/ডব্লিউ/হাসিমারা-এর অধীনে এডিইএন/ডব্লিউ/আলিপুরদুয়ার জংশনের এখতিয়ারে এবং এসএসই/ডব্লিউ/মালবাজার-এর অধীনে এডিইএন/মালবাজারের এখতিয়ারে ১২ মাসের জন্য আয়রন রিমুভাল প্ল্যান্ট এবং ইলেক্ট্রোক্লোরিনেটরের রক্ষণাবেক্ষণ। **টেন্ডার মূল্য:** ৯৪,৩০,৫৫৪.৮৪/- টাকা; **বায়না মূল্য:** ১,৮৮,৬০০/- টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় **১৫:০০** ঘন্টায় এবং **খোলা ১৪-০৮-২০২৫** তারিখে **১৫:৩০** ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস

ই-টেন্ডার নোটিশ

টেন্ডার নোটিশ নং. CLW-DKAE-415-ELEC-DG750R। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষ থেকে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ ক্রম নং [০১] টেন্ডার নং. CLW-DKAE-415-ELEC-DG750R। **কাজের নামঃ** ELAAU/DKAE-তে প্রয়োজনীয় কেবল স্থাপন এবং স্বয়ংক্রিয় স্থানান্তর সুবিধা সহ প্যানেল স্থাপন সহ 750kVA ক্ষমতার স্ট্যান্ড-বাই ডিজি সেট সরবরাহ। টেন্ডার মূল্য (টাকা)ঃ ২,১৮,১১,০৪৭.৪৬ (দুই কোটি আঠারো লক্ষ এগারো হাজার সাতচল্লিশ টাকা এবং পয়সা ছেচল্লিশ টাকা) মাত্র। টেন্ডার নথির মূল্য (টাকা)ঃ ১০,০০০.০০ (দশ হাজার টাকা মাত্র)। বকেয়া টাকা / বিড জামানত (টাকা)ঃ ২,৫৯,১০০.০০ (দুই লক্ষ উনপঞ্চাশ হাজার একশ টাকা) মাত্র। সমাপ্তির সময়কালঃ ০৯ (নয়) মাস। দ্রষ্টব্যঃ(i) সম্পূর্ণ বিবরণ রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in-এ দেখা যাবে। (ii) যোগাযোগ নম্বরঃ ০৩২১২-২৩০০০৩। (iii) দরপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ১৩.০৮.২০২৫, ১২.০০ টায়।

PR 5/149 এডব্লুএম / প্ল্যানিং / ডানকুনি

আমাদের সাথে যোগাযোগ করুনঃ www.facebook.com/clwrailways

STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION WEST BENGAL KRETA SURAKSHA BHAWAN (Ground Floor) 11A, Mirza Ghalib Street, Kolkata-700087

NOTICE

To
Smt. ALOKA BERA
Wife of Bansori Mohan Bera
Narkeldanga main Road,
P.O.- Belaghata,
P.S.- Phoolbagan,
Kolkata 700054

Whereas, **SRI BHUVNESH GOYAL** has instituted a complaint case being No. 398 of 2019 against you.
Therefore, you are hereby summoned to appear before the Hon'ble Bench III of this commission in person or by a pleader or by authorized representative on the 30th day of July 2025 at 10.30 O'clock in the fore noon failing which the case will be heard and considered in your absence.
Given under my hand and seal on the Commission, this 18th of July of 2025 .

By order
Sdl-
Registrar

কাঁথির পিছাবনীতে পুনরায় পাঁশকুড়া চিপস কাণ্ডের ছায়া

দুরন্ত বার্তা, কাঁথি, ২৬ জুলাই ঃ কাঁথির পিছাবনীতে পুনরায় পাঁশকুড়া চিপস কাণ্ডের ছায়া। স্কুলের এক ছাত্রীকে কটুক্তির মিথ্যে অপবাদ। সহ্য করতে না পেরে আত্মঘাতী ছাত্র। 'বাবা, আমি ভুল করিনি, ও মেয়েটাকে আমি চিনি না'- সুইসাইড নোট রেখে আত্মঘাতী নবম শ্রেণির ছাত্র। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কাঁথির পিছাবনীতে নবম শ্রেণির ছাত্র সূর্য মান্না (১৫) আত্মহত্যার ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য। মৃত্যুর আগে লেখা সুইসাইড নোটে সে জানিয়েছে, সে নির্দোষ এবং অভিযুক্ত ছাত্রীকে চিনত না। কী অভিযোগ ছিল সূর্যর বিরুদ্ধে- সূর্যর বিরুদ্ধে স্কুলের এক অষ্টম শ্রেণির ছাত্রীকে কটুক্তির অভিযোগ ওঠে। এরপর পিছাবনী বাজারে কিছু লোকজন তাকে আটকে মারধর ও অপমান করে বলে অভিযোগ। সেইসময় উপস্থিত ছিলেন ছাত্রের বাবা-মাও। রাতে পরিবারের কাছে নিজের নির্দোষিতার কথা জানায় সূর্য। পরদিন সকালে নিজ ঘরে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মঘাতী হয়। পরিবারের অভিযোগ, নাবালিকা ছাত্রীর বাবাই ছেলেকে মানসিক নির্যাতনের জন্য দায়ী। পুলিস অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে তদন্তে নেমেছে। এই ঘটনা মনে করিয়ে দিচ্ছে পাঁশকুড়ার 'চিপস কাণ্ড'-কে, যেখানে এক সপ্তম শ্রেণির ছাত্রকে চুরি অপবাদে হেনস্থা করে আত্মহত্যায় বাধ্য করা হয়েছিল।

অবশেষে ৮ দিন পর আসানসোলের অপহৃত ছাত্রী উদ্ধার নাসিক থেকে

দুরন্ত বার্তা, আসানসোল, ২৬ জুলাই ঃ টিউশন পড়তে বেরিয়ে নিখোঁজ ছাত্রী! মেয়ের হোয়াটসঅ্যাপ থেকে মুক্তিপণ চেয়ে মেসেজ আসে বাবার ফোনে! অবশেষে ৮ দিন পর আসানসোলের সালানপুর থেকে অপহৃত ছাত্রী উদ্ধার মহারাষ্ট্রের নাসিক থেকে। ছাত্রীর মোবাইল ট্র্যাক করে উদ্ধার করা হয়েছে ওই ছাত্রীকে। প্রসঙ্গত গত ১৯ জুলাই শনিবার আসানসোলের সালানপুর থানার বনজেমারি এলাকার বাসিন্দা দশম শ্রেণির এক ছাত্রী টিউশন যাওয়ার জন্য পড়তে বেরিয়ে তারপর রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হয়ে যায়। পরে ওই ছাত্রীর মোবাইল থেকে মেসেজ করে ৩ লক্ষ টাকা মুক্তিপণও দাবি করা হয়। এমনকি ছাত্রীর মোবাইল থেকে পরিবারকে ভিডিয়ো কলও করা হয়েছিল। পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে সালানপুর থানার পুলিস অপহরণের মামলা রজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করে। ঘটনার আটদিনের মধ্যেই মহারাষ্ট্রের নাসিক থেকে ওই ছাত্রীকে উদ্ধার করা হয়েছে। তবে পুলিস সূত্রে খবর, ওই ছাত্রীকে কোনও অপহরণ করা হয়নি! পুরোটাই নাকি সাজানো ঘটনা! আসলে ঘটনাটি ঠিক কী? কী ঘটেছে? তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ডিসিপি পশ্চিম সন্দীপ কররা জানান, নাসিক পুলিসের সাহায্যে উদ্ধার করা হয়েছে ওই ছাত্রীকে। আজ শনিবার নাসিক আদালতে পেশ করা হবে ওই ছাত্রীকে। তারপর ট্রানজিট রিমান্ডে আসানসোল নিয়ে আসা হবে।

ফরাক্কা থেকে অপহৃত ৫ নাবালিকা! পুলিশের জালে চার

দুরন্ত বার্তা, ফরাক্কা, ২৬ জুলাই ঃ রিলস বানানোর প্রলোভন দেখিয়ে পাঁচ নাবালিকাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল অন্যত্র। দিনভর মেয়েদের খোঁজ না পেয়ে অভিভাবকরা সরাসরি পুলিশের দ্বারস্থ হন। আর তাতেই কাটল বিপদ। পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে তদন্তে নেমে মোবাইল টাওয়ার লোকেশন ট্র্যাক করে উদ্ধার করল

ওই পাঁচজনকে। মুর্শিদাবাদের ফরাক্কার এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। নাবালিকাদের অন্যত্র নিয়ে যাওয়ার অভিযোগে চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা যাচ্ছে, ২৪ জুলাই, বৃহস্পতিবার সকালে ফরাক্কার নয়নসুখ পঞ্চায়েতের রামরামপুরের পাঁচ নাবালিকা বাড়ি থেকে বেরিয়ে টিউশন পড়তে গিয়েছিল। কিন্তু দুপুর হলেও বাড়ি ফেরেনি তারা। স্বাভাবিকভাবেই মেয়েদের নিয়ে চিন্তায় পড়েন পরিবার। চেনাশোনা জায়গায় খোঁজখবর নিয়েও মেয়েদের হদিশ পাননি। এরপর রাতেই পাঁচ নাবালিকার পরিবারের পক্ষ থেকে ফরাক্কা থানায় বিষয়টি জানানো হয়। অভিযোগ পেয়েই জঙ্গিপুর পুলিশ জেলার ফরাক্কা থানা তৎপর হয় নাবালিকাদের খুঁজে পেতে। জঙ্গিপুর পুলিশ জেলার সমস্ত নাকা চেকিং পয়েন্টের তল্লাশি শুরু করে। মোবাইল টাওয়ার লোকেশন ট্র্যাক করে ২৫ জুলাই ভোররাতে মুর্শিদাবাদের ফরাক্কা থানার পুলিশ সেই পাঁচ নাবালিকার হদিশ পায় বীরভূম সংলগ্ন এলাকায় জাতীয় সড়কের উপর একটি জায়গায়। সেখান থেকে তাদের উদ্ধার করে নিয়ে আসা হয় শুক্রবার। জানা গেছে, কয়েকজন ওই ছাত্রীদের রিলস তৈরির লোভ দেখিয়ে ফরাক্কার জিগরি মোড় এলাকা থেকে গাড়ি করে নিয়ে যাচ্ছিল। কোথায় নিয়ে যাওয়া হবে, কিছু বলা হয়নি। পুলিশ তাদের উদ্ধার করার পর আপাতত হোমে রাখা হয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃতদের নাম হাবিবুর রহমান, রাজিবুল সেখ, সোলেমান শেখ, জাফর শরিফ। সকলের বয়স ২০ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে। শনিবার তাদের আদালতে পেশ করে পুলিশ। কী কারণে নাবালিকা মেয়েদের ফরাক্কা থেকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তার তদন্ত করে দেখছে ফরাক্কা থানার পুলিশ।

আগ্নেয়াস্ত্র সহ যুবক গ্রেফতার

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৬ জুলাই ঃ শিলিগুড়ির জংশন এনবিএসটি বাস স্ট্যান্ডের কাছে একটি দেশি পিস্তল এবং একটি তাজা কার্তুজ সহ এক যুবককে গ্রেফতার করেছে প্রধান নগর থানার পুলিশ । ধৃব যুবকের নাম দাওয়া তামাং। গ্যাংটকের বাসিন্দা। সূত্রের খবর, প্রধান নগর থানার পুলিশ গোপন তথ্যের ভিত্তিতে শুক্রবার রাতে এনবিএসটি বাস স্ট্যান্ডের কাছে অভিযান চালিয়ে এক সন্দেহভাজন যুবককে আটক করে। জিজ্ঞাসাবাদের সময় যুবকটি জানায় সে গ্যাংটকের বাসিন্দা। পুলিশ যখন যুবকের তল্লাশি চালায়, তখন তার কোমর থেকে একটি দেশি পিস্তল এবং একটি তাজা কার্তুজ উদ্ধার করা হয়। এরপর পুলিশ অবৈধভাবে অস্ত্র রাখার অভিযোগে যুবককে গ্রেফতার করে। পুলিশের সন্দেহ, যুবকটি কাউকে এই অস্ত্র বিক্রি করতে এসেছিল। পুলিশ পরবর্তী পদক্ষেপ নিতে শুরু করেছে।

একাধিক দাবি নিয়ে অশ্বিনী বৈষ্ণবের সঙ্গে বৈঠকে রানাঘাটের সাংসদ জগন্নাথ সরকার

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ২৬ জুলাই ঃ শান্তিপুর রেল স্টেশন কে শান্তিপুর ধাম রেল স্টেশন হিসেবে চিহ্নিতকরণ, শান্তিপুর থেকে নবদ্বীপ ঘাট পর্যন্ত রেল চলাচল সচল করা, কল্যাণী কেন্দ্রিক ট্রেন চালানো, রানাঘাট বনগাঁ লাইনের ডবল লাইন, রেল স্টেশনে থাকা হকারদের পুনর্বাসন দিয়ে ব্যবসা করানোর আর্জি রেখে আবারও রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব এর সঙ্গে বৈঠক রানাঘাট লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি সাংসদ জগন্নাথ সরকারের। সামাজিক মাধ্যমে সেই বৈঠকের ছবি এবং জগন্নাথ সরকারের লোকসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন দাবি সমূহ পোস্ট করে সংবাদমাধ্যমের সামনে সংসদের প্রতিক্রিয়া, নবদ্বীপধাম স্টেশন পর্যন্ত শান্তিপুর থেকে ট্রেন চালাতে হবে সেই দাবি তসহ,যে শান্তিপুরে কবি কৃত্তিবাসের জন্মস্থান অদ্বৈত আচার্য এবং বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামীর জন্মস্থান এবং চৈতন্য মহাপ্রভু যে শান্তিপুর থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন এবং একাধিকবার শান্তিপুরে এসেছিল সেই কারণেই শান্তিপুর রেল স্টেশনকে শান্তিপুর ধাম হিসেবে চিহ্নিতকরণ করতে হবে বিশ্ব দরবারে। ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে শান্তিপুরের ভৌগোলিক গুরুত্ব অপরিসীম সে কারণে শান্তিপুর ধাম যদি রেজিস্ট্রেশন হিসেবে চিহ্নিত করণ করা যায় তাহলে বিশ্ব মানচিত্রে এক বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। রানাঘাট বনগাঁ লাইনে ডবল লাইন চালু কল্যাণী কেন্দ্রিক সমস্ত উত্তরমুখী ট্রেনকে চালনা করা, কারণ কল্যাণীতে এইমস এবং অন্যান্য চিকিৎসা এবং পড়াশোনার ক্ষেত্রে বহু মানুষকে আসতে হয়। তাই কল্যাণী স্টেশনে সমস্ত ট্রেনকে দাঁড় করানো দূরপাল্লার এবং উত্তরমুখী ট্রেন যাতে কল্যাণীতে বেশি করে চালানো যায় লোকাল ট্রেন যাতে বেশি করে চালানো যায় তার জন্য রেলমন্ত্রীর কাছে বিশেষ চিঠি লিখে আবেদন করেছেন সাংসদ জগন্নাথ সরকার। অপরদিকে রেল স্টেশনে যে সমস্ত হকাররা দিনযাপন করেন তাদেরকে উচ্ছেদ না করে প্রধানমন্ত্রী যেভাবে সাধারণ মানুষকে ঘর দিচ্ছেন শৌচালয় দিচ্ছেন সেরকমই তাদের রুজি রোজগার যাতে অক্ষুন্য থাকে তাই রেলের পার্শ্ববর্তী কোন একটি জায়গাতে ব্যবস্থা করে পুনর্বাসন দিয়ে তাদের যাতে রুজি রোজগারের পথ মসৃন রাখা যায় সেই বিষয়েও অবগত করা হয়েছে রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব কে এমনই জানিয়েছেন রানাঘাট লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ জগন্নাথ সরকার। অপরদিকে শান্তিপুর রেলস্টেশনকে শান্তিপুর ধাম করার যে উদ্যোগ তিনি নিয়েছেন সেই বিষয়ে প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে শান্তিপুর বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল বিধায়ক তথা বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী বাড়ির সুসন্তান ব্রজ কিশোর গোস্বামী জানান, দীর্ঘ ১৯ সাল থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত বহুবার এই দাবি তারাও তুলেছিলেন। এতদিনে বোধোদয় হয়েছে সংসদের তাই তাকে শুভনন্দন। তবে এই চিঠি প্রসঙ্গে সংসদের প্রতিক্রিয়া রেলমন্ত্রী সমস্তটাই শুনেছেন এবং আশ্বাসও দিয়েছেন কাজগুলিকে বিবেচনা করে যত দ্রুত করা যায় করা হবে। এখন দেখার কতদিনে শান্তিপুর স্টেশন শান্তিপুর ধাম হিসাবে বিশ্ব দরবারে সমাদৃত হয় এবং অন্যান্য দাবিসমূহ বাস্তবে রূপায়িত হয়।

অভিনব উদ্যোগ! বন্যা থেকে বাঁচাতে হবে, তৈরি হচ্ছে প্রোটেকশন ওয়াল

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ২৬ জুলাই ঃ চিনকে বন্যার হাত থেকে রক্ষা করার প্রাচীর তৈরি হয়েছিল। সেরকমই জয়গাঁ এলাকাকে ভুটানের নদী থেকে রক্ষা করার জন্য প্রাচীর তোলা হচ্ছে প্রশাসনের পক্ষ থেকে দুটি নদীর পারে। যোগিখোলা ও গোবরজ্যোতি নদীর পাড়ে প্রোটেকশন ওয়াল তৈরি করা হচ্ছে জয়গাঁ উন্নয়ন পর্ষদের পক্ষ থেকে। জয়গাঁ ও সংলগ্ন এলাকাকে ঢেলে সাজানোর পরিকল্পনা নিয়েছে জয়গাঁ উন্নয়ন পর্ষদ। এর মধ্যে বাস্তবায়িত হচ্ছে কয়েকটি কাজ। বাকিগুলি টেন্ডার প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে। তবে উল্লেখযোগ্য কাজগুলি হল যোগিখোলা ও গোবরজ্যোতি নদীতে প্রোটেকশন ওয়াল এবং সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প রক্ষার্থে প্রোটেকশন ওয়াল। ভুটান সীমান্তবর্তী এলাকা জয়গাঁ ও তার পার্শবর্তী এলাকায় সার্বিক উন্নযনের জন্য একাধিক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে জয়গাঁ উন্নয়ন পর্ষদ। ইতিমধ্যে জয়গাঁ ডেভেলপমেন্ট অথরিটি অন্তর্গত জয়গাঁ দুই, জয়গাঁ এক ও দলসিংপাড়া এই তিনটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় নয়টি কাজ চলছে। আরও বেশ কয়েকটি কাজের পরিকল্পনা করে ইতিমধ্যে রাজ্যের কাছে পাঠিয়েছে জয়গাঁ ডেভলপমেন্ট অথরিটি। ১০ টি নতুন কাজের কথা হয়েছে। তবে বর্তমানে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ চলছে। বর্তমানে জয়গাঁ খোকলাবস্তি এলাকায় ভারত-ভুটান সীমান্তে প্রোটেকশন ওয়াল নির্মাণ কাজ চলছে। যোগীখোলা,

গোবরজ্যোতি নদী এলাকায় প্রোটেকশন ওয়ালের কাজ চলছে। জয়গাঁ সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পের সামনে প্রোটেকশন ওয়াল নির্মাণ কাজ চলছে। জানা গেছে, প্রায় ১ কিলোমিটার লম্বা প্রোটেকশন ওয়াল তৈরি হচ্ছে তিন স্থানে। যাতে কোনোভাবে নদীর জল প্রবেশ করতে না পারে এলাকায়। খোকলাবস্তি ও রাইগাও এলাকার ত্রাস বর্ষার সময় গোবরজ্যোতি ও যোগিখোলা নদীগুলি। এই নদীগুলির জল ঢুকে যেত এতদিন গ্রামগুলিতে। বেড়ে যেত সমস্যা। কাদা জল ঘর থেকে পরিস্কার করা তো রয়েছে। পাশাপাশি এই নদীগুলি কেড়ে নিয়েছে এলাকার অধিকাংশ বাসিন্দাদের জমি ও সুপরি বাগান। যা এলাকাবাসীদের জীবিকায় টান এনে দিয়েছিল। সমস্যা সমাধান সকলেই চাইছিলেন। এবারে সেই সমস্যার সমাধান হচ্ছে জে ডি এ-র হাত ধরে। এই বিষয়ে জয়গাঁ ডেভলপমেন্ট অথরিটির চেয়ারম্যান গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা জানান, নদী ভাঙনের ওপর গুরুত্ব আমাদের বেশি। সারা বছর এই নদীগুলো শুকনো থাকে কিন্তু বর্ষা এলেই ভযঙ্কর রূপ ধারণ করে। শুধু বর্ষা নয় বছরের যে কোন সময় ভারী বৃষ্টি হলে নদীগুলি আগ্রাসী হয়ে ওঠে। তখন নদীর জল এলাকায় প্রবেশ করে। এভাবে অনেকেই ভিটেমাটি হারা হয়েছেন। এই ঘটনা যাতে আবারও ঘুরে ফিরে না আসে তার জন্য প্রোটেকশন ওয়াল।

নানুরে পচা গলা মৃতদেহ উদ্ধার কাণ্ডে, ষড়যন্ত্রের গন্ধ পেলেন জেলা সভাধিপতি

দুরন্ত বার্তা, নানুর, ২৬ জুলাই ঃ নানুরে এক নাবালিকার পচা গলা মৃতদেহ উদ্ধার কাণ্ডে ষড়যন্ত্রের গন্ধ পেলেন বীরভূম জেলা সভাধিপতি ফায়েজুল হক ওরফে কাজল সেখ। ঘটনাটি ঘটে বৃহস্পতিবার রাতে নানুরের পাপুড়ি গ্রামে। বীরভূম জেলা পরিষদের সভাপতি কাজল সেখ পাপুড়ি গ্রামের ভূমিপুত্র। নানুর বিধানসভার অন্তর্গত পাপুড়ি গ্রামে আলামিন মিশনের পাশ থেকে একটি পচা গলা মৃতদেহ উদ্ধার হয়। আর সেই মৃত দেহ পাপুড়ি গ্রামের পাশে খালা গ্রামের এক ১৪ বছরে নাবালিকার, বলে দাবি নিখোঁজ নাবালিকার। নিখোঁজ মেয়েটির পরিবারের দাবি, শরীর কোন কিছু থেকে না চেনা গেলেও তার ওড়না দেখে অনুমান মৃতদেহ তাদের মেয়ের। পরিবারের দাবি, ১৯ জুলাই থেকে নিখোঁজ ছিল। বন্ধবীর সাথে বাড়ি থেকে বেরিয়ে ছিল সে। বান্ধবী বাড়ি ফিরলেও, মেয়ে বাড়ি ফেরেনি। আর এই মৃতদেহ উদ্ধার কে ঘিরে রাজনৈতিক দলগুলি চাপান উতোরে নেমে পড়েছেন মাঠে। এদিন সকালে মৃতের পরিবারের পাশে দাঁড়াতে খালা গ্রামে নিজেই বাইক নিয়ে হাজির হন বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি ফাইজুল হক ওরফে কাজল সেখ। মৃতের মা-বাবাকে সমবেদনা জানান। এবং তিনি এই মৃতদেহ নিয়ে অভিষন্ধির অভিযোগ তোলেন। তিনি সংবাদ মাধ্যমকে পরিস্কার জানান, ৪-৫ দিনের মৃতদেহ কিভাবে কঙ্কালে পরিণত হলো। এবং যে জায়গাটাতে মৃতদেহটি উদ্ধার হয়েছে সেই জায়গাটিতে সব সময় চাষের জন্য ট্রাক্টারে মাঠে চাষ চলছে। তিনি দাবি করেন, মৃতদেহ খুন করার পর কেউ বা কারা পাপুড়ি গ্রাম ও তাকে বদনাম করা পরিকল্পনা করেছে। তিনি আশাবাদী, সত্য উদ্‌ঘাটন হলে জানা যাবে কে বা কারা এই খুনের পিছনে রয়েছে । পুলিশ সঠিক তদন্ত করছে খুব তাড়াতাড়ি এই খুনের কিনারা করা যাবে। তবে এখনো পর্যন্ত মৃতদেহটির কঙ্কাল দেখে নিশ্চিত নয় যে মেয়েটি খালা গ্রামের। এদিন মৃতদেহটি বোলপুর মহাকুমা হাসপাতাল থেকে রামপুরহাট গভর্ণমেন্ট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ময়নাতদন্তের জন্য। মৃতদেহের সাথে পরিবারের ডিএনএ টেস্ট করা হবে। ডিএনএ টেস্টের পরই পুলিশ নিশ্চিত হবে এটি খালা গ্রামের নিখোঁজ নাবালিকা কিনা? নিখোঁজ নাবালিকার বাবা সুদেব মন্ডল জানান, মেয়েকে চেনার উপায় নেই কারণ পুরো দেহ কঙ্কালে পরিণত হয়েছে। কেবল ওড়না ও প্যান্ট দেখে মনে হচ্ছে কঙ্কাল তাদেরই নিখোঁজ মেয়ের।

বাংলাদেশী নাগরিককে আটক করল এসএসবি

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৬ জুলাই ঃ ভারত নেপাল সীমান্তে এক বাংলাদেশী নাগরিককে আটক করল এসএসবি। দার্জিলিং জেলার ভারত-নেপাল সীমান্তের পানিট্যাংকিতে ওই বাংলাদেশি যুবককে আটক করে এসএসবি। এসএসবির ৪১ নম্বর ব্যাটেলিয়ান শনিবার দুপুর দুটো নাগাদ খাইমন জোত এলাকায় ভারতীয় সীমান্তের ৯১ নম্বর পিলারের কাছে ওই যুবককে সন্দেহজনক ভাবে ঘোরাঘুরি করতে দেখে আটক করে। ওই যুবককে জিজ্ঞাসাবাদে অসঙ্গতি মেলায় তার কাছে থাকা সমস্ত নথি এবং ব্যাগ তল্লাশি করা হয়। এরপর ওই যুবক জিজ্ঞাসাবাদে শিকার করে সে বাংলাদেশের বাসিন্দা। ধৃতের নাম অতীত রায়। পিতার নাম গজেন্দ্রনাথ রায়। বয়স ২৮। বাড়ি বাংলাদেশের ঠাকুরগাঁওয়ের, খানগাওয়ে। থানা পীরগঞ্জ। ধৃতের হেফাজত থেকে উদ্ধার হয়েছে বাংলাদেশের নাগরিকত্বের প্রমাণের নথি। বাংলাদেশের একটি মোবাইল ফোন এবং একটি সিম কার্ড মেমোরি কার্ড। বাংলাদেশের একটি ইনস্টিটিউটের টেকনিক্যাল এডুকেশন সার্টিফিকেট। এস এস বি জানিয়েছে ধৃত ৬ মাস আগে ধৃত বাংলাদেশ থেকে ভারতে ঢুকেছিল। রায়গঞ্জের এক এজেন্ট তাকে বাংলাদেশ থেকে ভারতে ঢোকাতে সাহায্য করে। বেশ কিছুদিন যাবত সে খাযিরমনি জোতে কাজ করছিল এবং বসবাস করছিল। কাজের উদ্দেশ্যেই সে ভারতে এসেছিল বলে জানায়। এস এস বি ওই বাংলাদেশি যুবককে দার্জিলিং জেলার খড়িবাড়ি থানার পুলিশের হাতে তুলে দেয়। ধৃতকে শিলিগুড়ি আদালতে পেশ করবে দার্জিলিং জেলা পুলিশের খড়িবাড়ি থানা।

CORRIGENDUM

E-Tender WB/014/NIQ/BDO/MNG/25-26 Dated: 16-07-2025 BID SUBMISSION CLOSING DATE EXTENDEDED UP TO **30/07/2025 AT 5.00 PM.**

Sd/-
Block Development Officer Maynaguri Development Block

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা অবগতির জন্য জানানো যায় যে আমার মক্কেলগণ A) সংকল্প সুরেকা, পিতা সুরেশ সুরেকা, সাকিম হরেশ্বর মেলা, বাঁকুড়া, B) শ্বাশত সুরেকা, পিতা নরেন্দ্র কুমার সুরেকা সাকিম দেশবন্ধু গলি, ওয়ার্ড নং ৩, বীর সাভারকর সরনী, বাঁকুড়া। গত ১২.১২.২০২২ তারিখে KOLKATA A.R.A II OFFICE এর ১৪৯৪৯ ও ১৪৯৫০ নং কোবালা দলিল মূলে ১। শ্যামল বাগ্দী, পিতা নবকুমার বাগ্দী, ২। দেবব্রত বাদী ৩। অমিত বাগ্দী, উভয়ের পিতা নারান বাগ্দী, ৪। কনকলতা বাগ্দী, স্বামী নারান বাদী, সর্ব্বসাকিম ও পোঃ জুনবেদিয়া, থানা ও জেলা বাঁকুড়া, ৫। আন্না মাজি, স্বামী বাদল মাজি, সাকিম গোপালপুর, মেদিনীপুর, ওন্দা, বাঁকুড়া, ৬। রীনা বাগ্দী, স্বামী শঙ্কর বাগ্দী, সাকিম রামপুর, বাঁকুড়া, ৭। মামনী বাগ্দী, স্বামী সত্যনারায়ন বাগ্দী, সাকিম বারুইপাড়া, রামসাগর, ওন্দা, বাঁকুড়া, ৮। কার্ত্তিক কুম্ভকার, পিতা বিজয় কুম্ভকার, সাকিম ও পোঃ জুনবেদিয়া, থানা ও জেলা বাঁকুড়া। উক্ত ১ নাগাদ ৭ নং দাতা-দাত্রীগন পক্ষে গত ইংরাজী ০৮।১২।২০২২ তারিখে বাঁকুড়ার D.S.R অফিসের ৬৪৬৪ নং রেজিষ্ট্রীকৃত আমমোক্তারনামা দলিল মূলে ও উক্ত ৮ নং দাতা পক্ষে গত ইংরাজী ০৯।১২।২০২২ তারিখে বাঁকুড়ার A.D.S.R অফিসের ৬৫১৩ নং রেজিষ্ট্রীকৃত আমমোক্তারনামা দলিল মূলে ও নিযুক্তীয় আমমোক্তার শ্রী সোমনাথ কাপড়ী, পিতা শ্রী জিতেন্দ্রনাথ কাপড়ী, সাকিম জগন্নাথবাটী, কেশিয়াকোল, বাঁকুড়া, উক্ত দুই আমোক্তারদ্বারা থানা ও জেলা বাঁকুড়া, জুনবেদিয়া মৌজায় (জে.এল-২২৯) ৪৮০,২৪৮, ২৩১২ নং খতিয়ানভুক্ত হাল ৬৮৭,৭৮৬,৭৯৫,৭৯৬, নং দাগে মোট ৩০ শতক জমিন ক্রয় করিয়াছেন উক্ত জমিনে কাহারো কোন প্রকার আপত্তি থাকলে উপযুক্ত তথ্য প্রমান লইয়া বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন হইতে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে বাঁকুড়া B.L & L.R.O-2 অফিসে অভিযোগ জানাবেন অন্যথায় আমার মক্কেলগণ তাহার নিজ নামে উক্ত দলিল বলে নাম পত্তন করাইবেন।

ABHISHEK CHAUDHURI
Advocate
Judge Court, Bankura
Enrol. No.-F/423/652/2017

যশমান দীপক লিমিটেড

রেজি. অফিসঃ ৫৮, রতন সরকার গার্ডেন স্ট্রিট, ১ তম তলা, কলাকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০৭ (পশ্চিমবঙ্গ)
CIN: L67120WB1975PLC029901 ফোন নং. ৯৮৩৯০৩৪৪৪২
ওয়েবসাইটঃ **www.yashmandeepak.com**, ইমেলঃ **yashmandeepakltd@gmail.com**
ত্রৈমাসিকের জন্য অনুনমোদিত আর্থিক ফলাফলের উদ্ধৃতি
শেষ ৩০ জুন, ২০২৫

(লক্ষ টাকা)

বিবরণ	তিন মাস শেষে			বর্ষ শেষে
	৩০।৬।২৫ অনিরীক্ষিত	৩০।৬।২৪ অনিরীক্ষিত	৩১।৩।২৫ পরীক্ষিত নোট ৩ দেখুন	৩১।৩।২৫ পরীক্ষিত
কারবার থেকে মোট আয় (নিট)	৫৬.৩০	৫৫.৫০	৮০.২৯	৩০০.৪৮
নিট লাভ/ (ক্ষতি) সময়কাল / বছরের জন্য (করের আগে)	৩৮.২১	৪৭.৫৮	৪১.৫৩	২১০.৩৫
নিট লাভ/ (ক্ষতি) সময়কাল / বছরের জন্য (করের পরে)	২৮.৩২	৩৫.৬০	৩০.০৮	১৫৬.১৪
মোট ব্যাপক আয়	২৮.৩২	৩৫.৬০	৩০.০৮	১৫৬.১৪
ইকুইটি শেয়ার মূলধন	৭০.৪৮	৭০.৪৮	৭০.৪৮	৭০.৪৮
অন্যান্য ইকুইটি				২,৬৭৪.৪৮
প্রতি শেয়ার আয় (চলমান এবং বন্ধ কার্যক্রমের জন্য (প্রতিটি ১০ /- টাকা)				
মূল	৪.০২	৫.০৫	৪.২৭	২২.১৫
মিশ্র	৪.০২	৫.০৫	৪.২৭	২২.১৫

দ্রষ্টব্য
১) উপরোক্ত তথ্যটি SEBI (তালিকাভুক্তি এবং অন্যান্য প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ এর ৩৩ নং প্রবিধানের অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত বিন্যাসের একটি উদ্ধৃতি। ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ বিন্যাস কলকাতা স্টক এক্সচেঞ্জ এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটে (www.yashmandeepak.com) পাওয়া যাবে এবং নিম্নলিখিত দ্রুত প্রতিক্রিয়া কোড স্ক্যান করেও অ্যাক্সেস করা যেতে পারে
২) উপরোক্ত অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলগুলি ২৬.০৭.২০২৫ তারিখে অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং পরবর্তীতে ২৬.০৭.২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত পরিচালনা পর্ষদের সভায় অনুমোদিত হয়েছে।
৩) আর্থিক ফলাফলে উল্লিখিত ৩১ মার্চ ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের পরিসংখ্যান হল ৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত বছরের নিরীক্ষিত পরিসংখ্যান এবং ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে প্রকাশিত বছরের পরিসংখ্যানের মধ্যে ভারসাম্যপূর্ণ পরিসংখ্যান যা বিধিবদ্ধ নিরীক্ষক দ্বারা সীমিত পর্যালোচনার শিকার হয়েছিল।

স্থান- কানপুর
তারিখ- ২৬।০৭।২০২৫

বোর্ডের পক্ষে,
যশমান দীপক লিমিটেড
(দীপক সেহগাল)
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর
DIN:00421767

বিএফএম ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

CIN: L65993WB1918PLC000947
রেজিস্ট্রেশন অফিসঃ ১, রমেশ মিত্র রোড, ৩ তলা, থানা. ভবানীপুর, কলকাতা-৭০০০২৫ ফোনঃ ৮১০০৪৬৫৩২৫
ইমেল আইডিঃ **bfmiltd@gmail.com** ওয়েবসাইটঃ **www.bfmind.com**

১০৬তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি, বই সমাপ্তি এবং ই-ভোটিং তথ্য (OAVM)

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে মেসার্স বিএফএম ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের **১০৬ তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম)** ২০ আগস্ট, ২০২৫ বুধবার বিকেল ৩.০০ টায় দ্য আরিয়ানস স্কুল, ১৪৯, বি.টি.রোড, কলকাতা -৭০০ ০৫৮,-তে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। বার্ষিক সাধারণ সভার (বিজ্ঞপ্তি) আহ্বানের নোটিশে উল্লেখিত ব্যবসা পরিচালনার জন্য।
কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১০১ এবং এর অধীনে প্রণীত নিয়ম অনুসারে, SEBI (তালিকাবদ্ধ বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ এর ৩৬ (তালিকাবদ্ধ নিযন্ত্রণ) এবং সাধারণ সভার সচিবালয় মান (আপাতত বলবৎ আইনগত পরিবর্তন(গুলি) বা পুনঃ প্রণয়ন(গুলি) সহ) অনুসারে, ১০৬ তম বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ এবং ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন অনুমোদিত মোডে সমস্ত শেয়ারহোল্ডারদের কাছে পাঠানো হয়েছে। উপরোক্ত নথিগুলি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.bfmind.com, সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (CDSL) www.evotingindia.com এবং দ্য ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেডের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে, যেখানে কোম্পানির শেয়ার তালিকাভুক্ত রয়েছে।
কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১০৮ এর বিধান অনুসারে, যা সংশোধিত কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধিমালা, ২০১৪ এর নিয়ম ২০ এর সাথে পঠিত, এবং তালিকাভুক্তি নিয়ন্ত্রণ এবং সাধারণ সভা সংক্রান্ত সচিবালযের মানদণ্ডের ৪৪ (আপাতত বলব আইনগত পরিবর্তন(গুলি) বা পুনঃপ্রণয়ন(গুলি) সহ), কোম্পানি তার সদস্যদের বার্ষিক সাধারণ সভায় লেনদেন করা ব্যবসার ক্ষেত্রে দূরবর্তী ই- ভোটিং সুবিধা প্রদান করছে। দূরবর্তী ই-ভোটিং রবিবার, ১৭ আগস্ট, ২০২৫ সকাল ৯.০০ টা (IST) তে শুরু হবে এবং মঙ্গলবার, ১৯ আগস্ট, ২০২৫ বিকাল ৫.০০ টায় শেষ হবে। উক্ত তারিখ এবং সমযের পরে দূরবর্তী ই-ভোটিং অনুমোদিত হবে না। এই সময়ের মধ্যে, কোম্পানির সদস্যরা যাদের শেযারের মালিকানা ছিল ১৩ আগস্ট, ২০২৫ তারিখে, অর্থাৎ কাট-অফ ডেটে (রেকর্ড ডেট) ইলেকট্রনিকভাবে তাদের ভোট দিতে পারবেন। রিমোট ই-ভোটিংয়ের প্রক্রিয়া এবং পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য নোটিশে দেওয়া আছে। নোটিশ পাঠানোর পর কোম্পানির শেয়ার অর্জন করে এবং কোম্পানির সদস্য হন এবং কাট-অফ ডেটে অর্থাৎ ১৩ আগস্ট, ২০২৫ তারিখে শেযার ধারণ করেন, তারা ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ভোটদানের অধিকার প্রয়োগের জন্য ব্যবহারকারীর নাম এবং পাসওয়ার্ড প্রদানের জন্য কোম্পানির কাছে আবেদন করতে পারেন। কাট-অফ ডেটে কোম্পানির সদস্য থাকা বন্ধ করে দেওয়া এবং এই নোটিশটি প্রাপ্তির পর, শুধুমাত্র তথ্যের উদ্দেশ্যেই এটি বিবেচনা করা হবে। রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোটদান না করা সদস্যদের জন্য কোম্পানি বার্ষিক সাধারণ সভায় ভোটদানের কাগজ / ব্যালট পেপারের মাধ্যমে ভোটদানের সুবিধাও প্রদান করছে। তবে, যে সকল সদস্য বার্ষিক সাধারণ সভার আগে রিমোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোট দিয়েছেন, তারা বার্ষিক সাধারণ সভার সময় উপস্থিত থাকতে পারবেন কিন্তু পুনরায় ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না। যদি কোনও সদস্য বার্ষিক সাধারণ সভার সময় রিমোট ই-ভোটিং এবং পোলিং পেপার উভয় পদ্ধতিতেই ভোট দেন, তাহলে রিমোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে করা ভোটদান জায়েজ হবে এবং পোলিং পেপারের মাধ্যমে দেওয়া ভোট বাতিল বলে গণ্য হবে। সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে রিমোট ই-ভোটিং এবং ব্যালটের মাধ্যমে ভোটদান যাচাই করার জন্য অনুশীলনকারী কোম্পানি সচিব শ্রীমতি পূজা বাছাওয়াত (এসিএসঃ ৫২৮৩৫) কে যাচাইকারী হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে।
কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ৯১ এবং তালিকাভুক্তি নিয়ন্ত্রণের ৪২ নম্বর ধারা অনুসারে, ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বার্ষিক সাধারণ সভার উদ্দেশ্যে কোম্পানির সদস্যদের নিবন্ধন ১৪ আগস্ট, ২০২৫ থেকে ২০ আগস্ট, ২০২৫ (উভয়দিন অন্তর্ভুক্ত) পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।
ই-ভোটিং সম্পর্কিত আপনার যদি কোনও প্রশ্ন বা সমস্যা থাকে, তাহলে আপনি **www.evotingindia.com**- এ উপলব্ধ প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী (FAQs) এবং ই-ভোটিং ম্যানুয়ালটি সহায়তা বিভাগের অধীনে দেখতে পারেন অথবা **helpdesk.evoting@cdslindia.com**-এ একটি ইমেল লিখতে পারেন।

স্থান - কলকাতা
তারিখ- ২৬ জুলাই ২০২৫

বিএফএম ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের জন্য
ভাগ্যশ্রী গুপ্ত
কোম্পানি সচিব এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার

যুব ওয়ানডেতে

বৈভবের 'শত্রু' হাজির! ডবল সেঞ্চুরি করে 'চ্যালেঞ্জ' প্রোটিয়া তারকার

২৬ জুলাই ঃ বৈভবের 'শত্রু' হাজির! সম্প্রতি ইংল্যান্ডের অনূর্ধ্ব-১৯ দলের বিরুদ্ধে ৫২ বলে সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে পরবর্তী লক্ষ্য স্থির করে ফেলেছিল বৈভব সূর্যবংশী। পুরো ৫০ ওভার ব্যাট করে ২০০ রান করার লক্ষ্য স্থির করে ফেলেছিল ভারতের এই 'তরুন প্রতিভা'। কিন্তু বৈভবের আগেই যুব ওয়ানডেতে ডবল সেঞ্চুরি হাঁকিয়েছেন দক্ষিণ আফ্রিকার জোরিখ ভ্যান শালকউইক। শুক্রবার যুব ওয়ানডেতে ডবল সেঞ্চুরি করা প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে রেকর্ড বইয়ে নাম লিখিয়ে নেন ১৮ বছরের এই ক্রিকেটার। জিম্বাবোয়ের বিপক্ষে ম্যাচে এই কৃতিত্ব অর্জন করেন তিনি। ওপেন করতে নেমে মাত্র ১৫৩ বলে ২১৫ রান করেন শালকউইক। তাঁর ইনিংসটি সাজানো ছিল ১৯টি চার এবং ছ'টি বিরাট ছক্কা দিয়ে। প্রোটিয়া তারকার এমন মারকাটারি ইনিংসের ফলে ৫০ ওভারে ৩৮৫ রানের পাহাড় গড়ে তোলে। এটাও একটা রেকর্ড। যুব ওয়ানডে ক্রিকেটের ইতিহাসে দক্ষিণ আফ্রিকার সর্বোচ্চ স্কোর এটাই। মাত্র তিন দিনের মধ্যে দু'বার বড় ইনিংস উপহার দিলেন শালকউইক। এর আগে, বেনোনিতে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দলের বিপক্ষে তিনি অপরাজিত ১৬৪ রান করেছিলেন। সেদিনও ডবল সেঞ্চুরি পেতে পারতেন তিনি। কিন্তু খারাপ আলোর কারণে সেই স্বপ্নপূরণ হয়নি সেদিন। ডাকওয়ার্থ-লুইস পদ্ধতিতে ১৪ রানে জেতে দক্ষিণ আফ্রিকা।ভ্যান শালকউইকের আগে যুব ওয়ানডেতে দক্ষিণ আফ্রিকার সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত স্কোর ছিল জ্যাক রুডলফের। ২০০০ সালের জানুয়ারিতে নেপালের বিপক্ষে অপরাজিত ১৫৬ রান করেছিলেন। অন্যদিকে, যুব ওয়ানডেতে শালকউইকের আগে ডবল সেঞ্চুরির কাছাকাছি পৌঁছেছিলেন শ্রীলঙ্কার হাসিথা বোয়াগোদার (১৯১)। যুব ওয়ানডেতে সেটাই এতদিন ছিল শীর্ষ স্কোর। ২০১৮ সালের সেই রেকর্ড এদিন ভেঙে দিলেন প্রোটিয়া তারকা। নেটিজেনদের প্রশ্ন, ডবল সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে শালকউইক কি চ্যালেঞ্জ জানালেন বৈভবকে? তাঁদের আশা, বৈভবও হয়তো শীঘ্রই ওয়ানডেতে ২০০ হাঁকিয়ে প্রোটিয়া তারকাকে জবাব দেবে।

গোল করে ও করিয়ে নায়ক সায়ন, কল্যাণীতে রুদ্ধশ্বাস ডার্বির রং লাল-হলুদ

ইস্টবেঙ্গলঃ ৩ (জেসিন, সায়ন, ডেভিড)
মোহনবাগানঃ ২ (লেওয়ান, কিয়ান)

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৬ জুলাই ঃ তুলনায় ছোটদের দল হোক বা বড়দের, ডার্বি তো ডার্বিই হয়। যুবভারতীতে হোক বা কল্যাণীতে। বড় ম্যাচের স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়বেই। তাকে রুখতে কে? কল্যাণীতে কলকাতা লিগের ডার্বিতে শেষ হাসি হাসল ইস্টবেঙ্গল। রুদ্ধশ্বাস ল।ইয়ে মরশুমের প্রথম ডার্বি তারা জিতল ৩-২ গোলে। স্কোরবোর্ড দেখেই পরিস্কার, কতটা টানটান লড়াইয়ের সাক্ষী থাকল বাংলার আপামর ফুটবল জনতা। দাড়িপাল্লার মতো ম্যাচের ভাগ্য প্রতিমুহূর্তে বদলাতে থাকল। শুরুতে এগিয়ে গিয়েছিল ইস্টবেঙ্গল। সেখান থেকে কামব্যাকের লড়াই শুরু করে মোহনবাগান। যদিও শেষরক্ষা হল না। গোল করে ও করিয়ে নায়ক সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়।

পরিকল্পনা মতোই জুনিয়র ফুটবলারদের পাশাপাশি দুই দলে কয়েকজন সিনিয়র ফুটবলার ছিলেন। লাল-হলুদ জার্সিতে মাঠে নেমেছিলেন দেবজিৎ মজুমদার, এডমুন্ড লালরিন্ডিকা, মার্তণ্ড রায়না, ডেভিডরা। অন্যদিকে মোহনবাগানও নামিয়েছিল দীপেন্দু বিশ্বাস, কিয়ান নাসিরি, সুহেল ভাটদের। বিশেষ নজর ছিল কিয়ানের উপর। আইএসএলের ডার্বিতে তাঁর হ্যাটট্রিক রয়েছে। একবছর পর ফের সবুজ-মেরুন জার্সিতে কামব্যাকে কেমন খেলেন, সেদিকে তাকিয়েছিলেন ভক্তরা।

শুরুটা অবশ্য দুই দলই খানিক ঢিমেতালে খেলে নিজেদের গুছিয়ে নিচ্ছিল। আচমকাই আক্রমণের ঝাঁজ বাড়ায় ইস্টবেঙ্গল। নিজেদের মধ্যে ওয়ান-টু খেলে বক্সের মধ্যে ঢুকে পড়েছিলেন সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখান থেকে জেসিন টিকে'কে পাস। বাঁপায়ের আলতো টোকায় গোল করতে ভুল করতে ভুল করেননি এদিনের ম্যাচে ইস্টবেঙ্গলের

অধিনায়ক। ম্যাচের রাশও আস্তে আস্তে নিজেদের হাতে তুলে নিতে শুরু করে তারা। যদি গোলের একেবারে সহজ সুযোগ এসেছিল মোহনবাগানের কাছে। ৩০ মিনিটে মাঝমাঠ থেকে ভেসে আসা বলটি ঠিকমতো রিসিভ করতে পারলেন না সুহেল। ফলে ইস্টবেঙ্গল গোলকিপার দেবজিৎ মজুমদারকে একা পেয়েও জালে বল জড়াতে পারলেন না তিনি। ফাঁকা গোল পেয়েও ফিরতি বল বারে মারেন কিয়ান। প্রথমার্ধের শেষ লগ্নে মোহনবাগান গোলকিপারের ভুলে বল পেয়ে যান ডেভিড। কিন্তু তিনিও ফাঁকা গোলে বল বাইরে মারেন। যদিও কিছুক্ষণের মধ্যেই ক্ষতিপূরণ করেন সায়ন। প্রথমার্ধের একেবারে শেষের দিকে একাধিক কর্নার পেয়েছিল মোহনবাগান। কিন্তু সেখান থেকে হঠা কাউন্টার অ্যাটক শুরু করে ইস্টবেঙ্গল। সবুজ-মেরুনের রক্ষণভাগকে দাঁড় করিয়ে রেখে দ্রুতবেগে উঠে গোল করে যান সায়ন। প্রথমার্ধে ২-০ গোলে এগিয়েছিল ইস্টবেঙ্গল। কিন্তু এটা যে ডার্বি! কখন যে কীভাবে পাশা বদলে যায়, কে বলতে পারে? দ্বিতীয়ার্ধে মোহনবাগান পাসাং দোরজি তামাংকে নামাতেই ম্যাচের ছবিটা বদলাতে শুরু করে। মাঝমাঠের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে ক্রমাগত আক্রমণে উঠতে শুরু করে মোহনবাগান। খেলার বয়স তখন ৫৩ মিনিট। কর্নার থেকে ভেসে আসা ফিরতি বলে গোলার মতো শটে ব্যবধান কমান লেওয়ান। ৬৭ মিনিটে সমতা ফেরান কিয়ান। ডানদিক থেকে লেওয়ানে মাপা ক্রসে দারুণ হেডে গোল করে যান তিনি। আশা করা হচ্ছিল, ফের হয়তো কিয়ানের ম্যাজিক দেখা যেতে পারে। কিন্তু ঠিক পরের মিনিটেই আমনের ক্রস থেকে ডেভিড ৩-২ করে দেন। বক্সের মধ্যে ডেভিড যে প্রায় ফাঁকায় দাঁড়িয়ে আছেন, তা যেন মোহনবাগান রক্ষণের কেউ খেয়ালই করেননি। ৮২ মিনিটে তিনি আরেকটি গোলের সুযোগ নষ্ট না করলে ব্যবধান আরও বা।ত। অন্যদিকে সুহেলও সুযোগ হাতছাড়া করেন। শেষদিকে মুর্হুমুহু আক্রমণে উঠে এসেছিল মোহনবাগান। বাজে ট্যাকল করে লাল কার্ড দেখলেন লাল-হলুদের আমন সিকে। তাতেও ইস্টবেঙ্গলের ৩-২ ব্যবধানে জয় আটকাতে পারেনি মোহনবাগান।

গিলের অধিনায়কত্ব নিয়ে প্রশ্ন শাস্ত্রীর, নিশানায় কোচ গম্ভীরও

২৬ জুলাই ঃ ম্যাঞ্চেস্টার টেস্টে ভারতীয় দলের উপর চাপ যত বাড়ছে, প্রত্যাশিতভাবেই তত বেশি করে প্রশ্নের মুখে পড়তে হচ্ছে টিম ম্যানেজমেন্ট কে। এবার একযোগে ভারতীয় দলের কোচ এবং অধিনায়ককে বিঁধলেন প্রাক্তন কোচ রবি শাস্ত্রী। তাঁর মতে, গিলের বোধোদয় হয়েছে ২৪ ঘণ্টা পর। তাছাড়া ড্রেসিংরুম থেকে যতটা সাহায্য পাওয়ার কথা ছিল সেটাও তিনি পাননি। আসলে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে চতুর্থ টেস্টে এই মুহূর্তে শোচনীয় পরিস্থিতি। সেটার জন্য নির্বিষ বোলিংকে যতটা দায়ী করছেন শাস্ত্রী, ততটাই দায়ী করছেন ভ্রান্ত রণকৌশলকে। তাঁর বক্তব্য, আগের ম্যাচে ভালো পারফর্ম করা ওয়াশিংটন সু ন্দরকে এত দেরিতে বল করানো কেন? তাছাড়া নতুন বলে কেন অংশুল কম্বোজ, সিরাজের মতো সিনিয়র ক্রিকেটারকে কেন নতুন বল দেওয়া হল না?শাস্ত্রী বলছেন, আগের ম্যাচে চার উইকেট পেল একজন। তাঁকে আনা হল ৬৭, ৬৯ নম্বর ওভারে। এতে ওই বোলারের কাছে কী বার্তা যাচ্ছে? ও তো ভাববে আমি চার উইকেট পেয়েছি, আমার ৩০,৩৫ ওভারের মধ্যে বল করার কথা। আর তুমি আমাকে ৬৯ ওভারে বল করাচ্ছ! তাও ও বল করতে এসেই দুই উইকেট পেয়ে গেল। আমার মনে হয় কৌশলগত ভাবে আমরা ভুল করে ফেলেছি। প্রাক্তন ভারতীয় হেডকোচের কথায়, অংশুল কম্বোজ, যে কিনা নিজের প্রথম টেস্ট খেলছে তাঁকে নতুন বল না দিয়ে সেটা দেওয়ার দরকার ছিল সিরাজকে। তাছাড়া যে বাউন্সার দেওয়ার কৌশল ভারত তৃতীয় দিন নিল সেটা দ্বিতীয় দিন নেওয়া উচিত ছিল। ২৪ ঘণ্টা পর বোধোদয় হল। শাস্ত্রী মনে করছেন, গিল যে ভুলগুলি করছেন সেটা শুধরে নেওয়ার সুযোগ আছে। কিন্তু ড্রেসিংরুম থেকে যে সাহায্যটা তাঁর পাওয়ার কথা, সেটা পাচ্ছেন না। প্রাক্তন কোচ বলছেন, এই ভুলগুলো ড্রেসিংরুম থেকে শুধরে দিতে হয়। আমার সময় কোহলির ক্ষেত্রেও মাঝে মাঝে করতে হত। ও অতিমাত্রাই আগ্রাসী ছিল। ভাবত প্রতি সেশনে পাঁচ উইকেট করে পড়বে। কিন্তু সেটা হয় না। ওকে বোঝাতে হত। প্রাক্তন কোচ বলছেন, গিলের ক্ষেত্রেও তাই। এই সময় ড্রেসিংরুমের ভূমিকাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে যায়। অন্তত প্রথম দেড় বছর গিলকে আরও সাহায্য করতে হবে।

ম্যাঞ্চেস্টার টেস্ট থেকে হারিয়ে যাচ্ছে ভারত

ইংল্যান্ড, ২৬ জুলাই ঃ ম্যানচেস্টার টেস্ট থেকে হারিয়ে যাচ্ছে ভারত। আর এই টেস্ট হারলেই সিরিজ হারাবে ভারত। তৃতীয় দিনের শেষে ভারতের যা অবস্থা, তাতে এই টেস্টে ভারতের জেতা বা ড্র করার কোনও সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। আবহাওয়া বিরূপ না হলে জয় পেতে এর অসুবিধা হবে না বলে মনে হয়। তৃতীয় দিনের শেষে ইংল্যান্ড তুলেছে ৫৪৪ / ৭। এগিয়ে রয়েছে ১৮৬ রানে। আগের দিন বল হাতে ৫ উইকেট নেওয়া স্টোকস অপরাজিত আছেন ৭৭ রানে। দিনের উজ্জলতম নাম রুট। ৩৮ নম্বর টেস্ট সেঞ্চুরির(১৫০) দেখা পেলেন তিনি।

২ উইকেটে ২২৫ রান নিয়ে তৃতীয় দিনের খেলা শুরু করে ইংল্যান্ড। প্রথম সেশনে ইংল্যান্ড কোনও উইকেট না হারিয়ে করে ১০৭ রান। লাঞ্চ বিরতির পর তৃতীয় ওভারে পোপকে ফিরিয়ে (১২৮ বলে ৭১) ১৪৪ রানের জুটি ভাঙেন ওয়াশিংটন সু ন্দর। এক ওভার পর তিনি আউট করেন হ্যারি ব্রুকে।রুট এরপর আরেকটি শতরানের জুটি গ।নে অধিনায়ক স্টোকসকে নিয়ে। ভারতের বিপক্ষে টেস্টে ১২তম ও সিরিজে টানা দ্বিতীয় সেঞ্চুরি করেন তিনি। এরপর স্টোকস ফিফটি করেন। এরপর পায়ে ক্র্যাম্প করায় ৬৬ রানে মাঠ ছাড়েন ইংলিশ অধিনায়ক। এরপর ১২০ রানে পৌঁছে পন্টিংকে ছাড়িয়ে যান রুট। দেড়শ ছোঁয়ার পরই জাদেজার বলে স্টাম্পড হয়ে ফেরেন তিনি। এরপর আউট হন জেমি স্মিথ। তাঁকে ফিরিয়ে দেন জাসপ্রিত বুমরাহ। দ্রুতই ক্রিস ওকসকে বোল্ড করে দেন আরেক পেসার মহম্মদ সিরাজ। স্টোকস আবার ব্যাটিংয়ে নামেন। লিয়াম ডসনকে নিয়ে দিনের বাকিটা কাটিয়ে দেন তিনি। চতুর্থ দিনে অধিনায়কের সামনে থাকছে সেঞ্চুরির হাতছানি।

আমেরিকার লিগে আচমকা 'নিষিদ্ধ'মেসি, কী প্রতিক্রিয়া মেসির?

২৬ জুলই ঃ আমেরিকার ফুটবল লিগে আচমকাই 'নিষেধাজ্ঞার কবলে লিওনেল মেসি ও জর্দি আলবা। তবে সেটা একম্যাচের জন্য। দুই তারকার দল ইন্টার মায়ামির পরের ম্যাচ এফসি সিনসিনাটির বিরুদ্ধে। কিন্তু সেই ম্যাচে খেলতে পারবেন না তাঁরা। কিন্তু কী অপরাধ করলেন বার্সেলোনার দুই প্রাক্তন তারকা? আসলে গত বুধবার টেক্সাসে এমএলএস অল স্টারের সঙ্গে ম্যাচ ছিল মেক্সিকো লিগা এমএক্স অলস্টারের। অর্থাৎ আমেরিকার লিগে খেলা সেরা একাদশের বিরুদ্ধে মেক্সিকোর লিগের সেরা একাদশের ম্যাচ। এমনিতে ম্যাচটি প্রীতিমূলক। সেখানে লিগা এমএক্সের হয়ে সার্জিও র‍্যামোসের মতো তারকাও খেলেছেন। তারপরও এমএলএস অলস্টার ৩-১ গোলে ম্যাচ জেতে। কিন্তু সেই ম্যাচে আমন্ত্রণ থাকা সত্ত্বেও খেলেননি মেসি ও আলবা। আর সেই কারণেই তাঁদের মেজর লিগ সকারের এক ম্যাচের জন্য নিষিদ্ধ করা হল। অলস্টার ম্যাচে অংশগ্রহণ না করায় মেসির মতো তারকার বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হবে কি না, সেই নিয়ে অনেকেই সংশয় প্রকাশ করেছিলেন। তবে এমএলএসের তরফ থেকে বলা হয়েছে, ' নিয়ম অনুযায়ী যাঁরা অলস্টার ম্যাচে আগে থেকে না জানিয়ে অংশগ্রহণ করেনি, তাঁরা লিগে ক্লাবের পরবর্তী ম্যাচেও খেলতে পারবেন না।'সাম্প্রতিক সময়ে দারুণ ছন্দে আছেন মেসি। ৩৮ বছর বয়সেও শেষ ৫ ম্যাচে জোড়া গোল করেছেন। তবে আচমকাই পরবর্তী ম্যাচে নিষিদ্ধ হওয়ায় ' মেসির। ইন্টার মায়ামির অন্যতম মালিক জর্জে মাস জানিয়েছেন, ওরা খুবই ভেঙে পড়েছে। এই লিগটাকে মেসি ভালোবাসে। একটা জিনিস দুজনেই বুঝতে পারছে না, কেন একটা প্রীতি ম্যাচে না খেলায় একম্যাচে নিষিদ্ধ করা হচ্ছে। এমএলএস কর্তৃপক্ষও জানিয়েছে, মেসিকে নিষিদ্ধ করা কঠিন সিদ্ধান্ত ছিল। এর মধ্যে ইন্টার মায়ামির ভক্তদের জন্য খুশির খবর, মেসির আর্জেঃটিনা দলের সতীর্থ রদ্রিগো ডি'পলকে সই করিয়েছে তারা।

ইংল্যান্ডের 'হান্ড্রেড' লিগেও দল কিনলেন সঞ্জীব গোয়েঙ্কা, কেন বিশেষ দিনেই চুক্তিতে সই?

২৬ জুলাই ঃ আরও একটি দল ক্রিকেট দল কিনলেন সঞ্জীব গোয়েঙ্কা। এই নিয়ে তিনটে দলের মালিক হলেন তিনি। ইংল্যান্ডের 'দ্য হান্ড্রেড'-এর ফ্র্যাঞ্চাইজি ম্যাঞ্চেস্টার অরিজিনালসের ৭০ শতাংশ মালিকানা কিনেছে গোয়েঙ্কার আরপিএসজি গ্রুপ। সেই চুক্তি বৃহস্পতিবার সম্পন্ন হয়েছে। কেন এই দিনেই সই করলেন তিনি?আইপিএলে এমনিতেই আরপিএসজি গ্রুপের দল রয়েছে। লখনউ সুপার জায়ান্ট স। এবার ইংল্যান্ডের জনপ্রিয় টুর্নামেন্ট 'দ্য হান্ড্রেড'-এও ঢুকে পড়ল তারা। এর আগে দক্ষিণ আফ্রিকার টি-টোয়েন্টি লিগে ডারবানের দল কিনেছিলেন তিনি। অর্থাৎ, এখন তাঁর মালিকানায় সব মিলিয়ে তিনটি ক্রিকেট দল।খবর যা, লখনউ সুপার জায়ান্ট সের মতোই ম্যাঞ্চেস্টার সুপার জায়ান্ট স নামে খেলতে চায় তারা। যদিও আগামী মরশুম থেকে নতুন নামে খেলবে গোয়েঙ্কার দল। তবে এবার ম্যাঞ্চেস্টার অরিজিনাল নামে খেলবে তারা। জানা গিয়েছে, চলতি সপ্তাহের শুরুতে চুক্তির ব্যাপারে কথাবার্তা চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছিল আরপিএসজি গ্রুপের। এক প্রতিবেদন অনুযায়ী, বৃহস্পতিবার ছিল হরিয়ালি অমাবস্যা। সেই কারণেই নতুন চুক্তিতে সই করার জন্য বৃহস্পতিবারকেই বেছে নিয়েছিলেন তিনি। গোয়েঙ্কাপুত্র তথা আরপিএসজি গোষ্ঠীর সহ-সভাপতি শাশ্বত গোয়েঙ্কা ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড এবং ম্যাঞ্চেস্টার সিটির জনপ্রিয়তাকে চ্যালেঞ্জ জানাতে চান। তাঁর মন্তব্য, আমাদের দল ফুটবল নয়, ক্রিকেট খেলে। ম্যাঞ্চেস্টারে তৃতীয় বড় দল হিসেবে উঠে আসুক ম্যাঞ্চেস্টার সুপার জায়ান্ট স, এটাই চাই। আমরা ম্যাঞ্চেস্টারের দুই দলকে চ্যালেঞ্জ জানাতে প্রস্তুত। প্রসঙ্গত, জস বাটলার, ফিল সল্টের মতো তারকারা ম্যাঞ্চেস্টার অরিজিনালসের দলে রয়েছেন।

ম্যানচেস্টারেই শেষ টেস্ট! তারকা ক্রিকেটারের অবসর ঘিরে তুঙ্গে জল্পনা

২৬ জুলাই ঃ ম্যানচেস্টারে ভারত-ইংল্যান্ড চতুর্থ টেস্ট ম্যাচে ভারতীয় দলের পারফরম্যান্স হতাশাজনক। বিশেষ করে বোলিং বিভাগের অন্যতম প্রধান অস্ত্র জসপ্রীত বুমরাহের ছন্দহীন বোলিং নিয়ে ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে চর্চা। তার গতি, উইকেট নেওয়ার সামর্থ্য সব কিছুর মধ্যেই দেখা যাচ্ছে স্পষ্ট ভাটা। আর এই পরিস্থিতিতেই প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার মহম্মদ কাইফ এক ভিডিওতে তুলে ধরেছেন এক গুরুতর আশঙ্কা, টেস্ট ক্রিকেট থেকে বুমরাহর অবসর? চতুর্থ টেস্টের তৃতীয় দিন বুমরাহর বোলিং ছিল একেবারেই নিষ্প্রভ। যেখানে তিনি সাধারণত ঘণ্টায় ১৪০-১৪৫ কিলোমিটার গতিতে বল করে থাকেন, সেখানে তাঁর গতিবেগ নেমে এসেছে ১২৫ থেকে ১৩০ কিলোমিটারে। এই গতি ভারতের তারকা পেসারের জন্য একেবারেই অস্বাভাবিক। তাছাড়া, বুমরাহর সেই জোরালো ইয়র্কার কিংবা ব্যাক-অফ-দ্য-লেন্থ ডেলিভারিগুলিও কার্যকরভাবে কাজে লাগেনি। ২৮ ওভার বল করে মাত্র ৯৫ রান খরচে একটিমাত্র উইকেট শিকার করেছেন তিনি। এমন পারফরম্যান্স বুমরাহর মতো মানের পেসারের কাছে অপ্রত্যাশিত বলেই মানছেন ক্রিকেট বিশ্লেষকরা।টেস্ট ম্যাচ চলাকালীনই কাইফ একটি ভিডিও পোস্ট করেছিলেন ইনস্টাগ্রামে। সেখানে তিনি বলেন,আমার মনে হচ্ছে, আগামীদিনে হয়তো আর জসপ্রীত বুমরাহকে টেস্ট ক্রিকেট খেলতে দেখা যাবে না। নিজের শরীর নিয়ে সে লড়াই করছে। যদি মনে করে, আর ১০০ শতাংশ দিতে পারছে না, তাহলে নিজেই অবসর নিতে পারে। সোশ্যাল মিডিয়া জুড়ে ইতিমধ্যেই এই ভিডিও ঘিরে শুরু হয়েছে তুমুল বিতর্ক। অনেকেই বলছেন, বুমরাহর উপর এত চাপ তৈরি করা উচিত নয়। একজন পেসার হিসেবে তিনি দীর্ঘদিন ধরে ভারতীয় ক্রিকেটে ধারাবাহিকভাবে অবদান রেখেছেন। অন্যদিকে, কেউ কেউ কাইফের বক্তব্যে একমত-তাঁদের মতে, যদি শরীর আর সাপোর্ট না করে, তাহলে বুমরাহর উচিত সীমিত ওভারের ক্রিকেটেই মনোনিবেশ করা।

'ক্রিকেট ঈশ্বরে'র পরেই রুট

২৬ জুলাইঃ সোনালি ফর্ম অব্যাহত জো রুটের। আর তাঁর শাসনে ফের বেকায়দায় ভারত। ম্যাঞ্চেস্টারে সেঞ্চুরিও করে ফেললেন তিনি। সেই সঙ্গে টেস্টে সর্বাধিক রানের তালিকায় টপকে গেলেন রিকি পন্টিং, জ্যাক কালিস, রাহুল দ্রাবিড়দের। টেস্টে সর্বাধিক রানের তালিকায় রুট এখন দ্বিতীয় স্থানে। তাঁর সামনে শুধু 'ক্রিকেটের ঈশ্বর' শচীন তেণ্ডুলকর।ভারতের বিরুদ্ধে চতুর্থ টেস্টে নামার আগে রুটের রান ছিল ১৩,২৫৯। মাত্র ৩০ রান করেই তিনি দ্রাবিড়কে (১৩,২৮৮) টপকে যান। ঠিক আরও একটি রান করে ছাপিয়ে যান জ্যাক কালিসকেও (১৩,২৮৯)। কিন্তু সেখানেই থামেননি ইংরেজ ব্যাটার। ১৭৯ বলে সেঞ্চুরি পূরণ করেন তিনি। আর ১২০ রান করেই তিনি ছাপিয়ে গেলেন রিকি পন্টিংকেও।

অস্ট্রেলিয়ার হয়ে দ্রুততম সেঞ্চুরি ডেভিডের, নিশ্চিত সিরিজ

সেন্ট কিটস, ২৬ জুলাই ঃ অস্ট্রেলিয়ার হয়ে সংক্ষিপ্ত সংস্করণের ইতিহাসে দ্রুততম শতকের রেকর্ড করলেন ডেভিড। আর তাঁর রেকর্ডের দিনে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ৬ উইকেটে হারিয়ে অজিরা দুই ম্যাচ হাতে থাকতেই নিশ্চিত করল সিরিজ। সেন্ট কিটসে শুক্রবার (২৫ জুলাই) সিরিজের তৃতীয় টি-২০ তে প্রথমে ব্যাট করে ২১৫ রানের লক্ষ্য দিয়েছিল ক্যারিবীয়রা। জবাব দিতে নেমে ৩৭ বলে ডেভিডের অপরাজিত সেঞ্চুরিতে ২৩ বল হাতে রেখেই জয় তুলে নেয় অস্ট্রেলিয়া। রান তাড়া করতে নেমে শুরুটা ভালো হয়নি অজিদের। ৮.৫ ওভারে ৮৭ রান তুলতে ৪ উইকেট হারায় অজিরা। মিচেল মার্শ ২২, গ্লেন ম্যাক্সওয়েল ২০, জশ ইংলিস ১৫ আর ক্যামেরুন গ্রিন ১১ রানে আউট হন। এরপর পঞ্চম উইকেট রেকর্ডগড়া জুটিতে জয় নিশ্চিত করেন ডেভিড ও মিচেল ওয়েন। দুজনের জুটিতে আসে ১২৮ রান। অজিদের টি-২০ ইতিহাসে পঞ্চম উইকেটে এটি সর্বোচ্চ রানের জুটি। এর আগে মিচেল মার্শের সঙ্গে পঞ্চম উইকেটে ৯৭ রানের জুটিতেও ছিলেন ডেভিড। ডেভিড ৩৭ বলে ১১ ছক্কা ও ৬ চারে টি-টোয়েন্টি কেরিয়ারে প্রথম সেঞ্চুরিটি হাঁকান। এর আগে অজিদের হয়ে দ্রুততম সেঞ্চুরিটি ছিল জশ ইংলিসের ৪৩ বলে। আর ১৬ বলে ৩ ছক্কা ও ২ চারের মারে ৩৬ রানে অপরাজিত থাকেন ওয়েন। ক্যারিবীয়দের হয়ে ৩৯ রান খরচায় সর্বোচ্চ ২ উইকেট নেন রোমারিও শেফার্ড। এর আগে ক্যারিবীয়দের হয়ে শাই হোপ ক্যারিয়ারের ৪৬তম আন্তর্জাতিক টি-২০ তে প্রথম সেঞ্চুরির দেখা পান। ৫৭ বলে ৮ চার ও ৬ ছক্কায় ১০২ রানে অপরাজিত ছিলেন তিনি। এছা।া ৩৬ বলে ৬ ছক্কা ও ৩ চারের মারে ৬২ রানের ইনিংস খেলেছেন ব্রান্ডন কিং। পাঁচ ম্যাচ সিরিজের প্রথম দুই ম্যাচে ৩ ও ৮ উইকেটে হেরেছিল ক্যারিবীয়রা। টানা তৃতীয় ম্যাচ হেরে সিরিজও হারালো তাঁরা।

পাকিস্তানের টি-২০ দলে কামব্যাক আফ্রিদির, ফের বাদ পড়া বাবর-রিজওয়ানের কেরিয়ার শেষ?

২৬ জুলাই ঃ সদ্য বাংলাদেশের কাছে টি-টোয়েন্টি সিরিজে হেরেছে পাকিস্তান। এই প্রথমবার বাংলাদেশের বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি

সিরিজে পরাস্ত হল পাক বাহিনী। সামনে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে সিরিজ। সেখানে টি-টোয়েন্টি দলে প্রত্যাবর্তন ঘটল শাহিন শাহ আফ্রিদির। কিন্তু ফের বাদ প।লেন বাবর আজম ও মহম্মদ রিজওয়ান। সেই সঙ্গে প্রশ্ন, দুজনের টি-টোয়েন্টি কেরিয়ারই কি শেষ?

বাংলাদেশের কাছে ১-২ ব্যবধানে টি-টোয়েন্টি সিরিজ হেরেছে পাকিস্তান। যে দলের নেতৃত্বে ছিলেন সলমন আলি আঘা। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে সফরের আগে দলে একাধিক বদল আনল পাকিস্তান। শাহিন শাহ আফ্রিদির পাশাপাশি ফিরেছেন হ্যারিস রউফ ও হাসান আলি। আসলে প্রাথমিক পরিকল্পনায় শাহিনও ক্যারিবিয়ান সফরের টি-টোয়েন্টি দলে ছিলেন না। কিন্তু বাংলাদেশের কাছে ধাক্কা খাওয়ার পরই তারকা পেসারকে ফেরানো হয়েছে। তবে টি-টোয়েন্টি তে এবারও কামব্যাক হল না বাবর-রিজওয়ানের। ফলে আদৌ দেশের হয়ে আর টি-টোয়েন্টি খেলতে পারবেন কি না, সেই প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। যদিও ওয়ানডে দলে তিনজনই আছেন। যে দলকে নেতৃত্ব দেবেন মহম্মদ রিজওয়ান। ১৬ জনের যে দল ঘোষণা করা হয়েছে, তাতে অভিষেক ঘটতে পারে হাসান নওয়াজের। টি-টোয়েন্টিতে নেতৃত্ব দেবেন সলমন, একই সঙ্গে ওয়ানডে দলের সহ-অধিনায়কও তিনি। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে তিনটি টি-টোয়েন্টি ও তিনটি ওয়ানডে খেলবে পাকিস্তান। ৩১ জুলাই থেকে ১২ আগস্ট পর্যন্ত চলবে সাদা বলের সিরিজ। এবার দেখার ক্যারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের ভাগ্য বদলায় কি না।

পাকিস্তানের টি-টোয়েন্টি দল ঃ সলমন আলি আঘা (অধিনায়ক), আবরার আহমেদ, ফাহিম আশরাফ, ফখর জামান, হ্যারিস রউফ, হাসান আলি, হাসান নওয়াজ, হুসেন তালাত, খুশদিল শাহ, মহম্মদ হ্যারিস (উইকেট-রক্ষক), মহম্মদ নওয়াজ, সাহেবজাদা ফারহান (উইকেট-রক্ষক), সাইম আয়ুব, শাহিন শাহ আফ্রিদি এবং সুফিয়ান মুকিম।

মহিলা বিশ্বকাপ আয়োজনের সুযোগ হারাল বেঙ্গালুরু স্টেডিয়াম

২৬ জুলাই ঃ সুরক্ষিত নয় বেঙ্গালুরুর চিন্নাস্বামী স্টেডিয়াম। তাই সেখানে বড়মাপের কোনও টুর্নামেন্ট কিংবা ইভেন্ট আয়োজন সম্ভব নয়। সম্প্রতি আরসিবির ঘরের মাঠ নিয়ে এমনই রিপোর্ট দিল বিচারবিভাগীয় কমিশন। ফলে চলতি বছর আদৌ সেখানে মহিলা ওয়ানডে বিশ্বকাপের আসর বসবে কিনা, তা নিয়ে প্রশ্নচিহ্ন তৈরি হয়েছে।

চলতি বছর বিরাট কোহলির রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু আইপিএল চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পরই বিপাকে চিন্নাস্বামী। দলের সেলিব্রেশনের সময় স্টেডিয়ামের বাইরে পদপিষ্ট হয়ে ১১ জনের মৃত্যু হয়। প্রাথমিক ভাবে আহতের সংখ্যা ৪৭। মর্মান্তিক ঘটনায় স্বতোঃপ্রণোদিত পদক্ষেপ করে কর্নাটক হাই কোর্ট। তারপর থেকেই ঘটনার দায় ঠেলাঠেলি চলছে কর্নাটক সরকার এবং কর্নাটক ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের মধ্যে। এবার জাস্টিস জন মাইকেল ডি'কুনহা কমিশনের তরফে জানানো হয়, স্টেডিয়ামের ডিজাইন এবং পরিকাঠামো বড় কোনও ইভেন্ট আয়োজনের অনুকূল নয়। কারণ এহেন পরিকাঠামোয় প্রচুর সংখ্যক দর্শক সামলানো সম্ভব নয়। কমিশন সাফ জানিয়ে দিয়েছে, এমন পরিস্থিতিতে যদি বড় টুর্নামেন্ট আয়োজনের পরিকল্পনা করে স্টেডিয়াম কর্তৃপক্ষ, তবে তা

অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ হবে। জনসাধারণের নিরাপত্তা নিয়ে আরও সতর্ক হওয়ার প্রয়োজন আছে বলেই জানানো হয়েছে।

চলতি বছর সেপ্টেম্বর থেকে মহিলা ওয়ানডে বিশ্বকাপের আসর বসতে চলেছে দেশে। চিন্নাস্বামীতেই উদ্বোধনী ম্যাচ এবং একটি সেমিফাইনাল হওয়ার কথা। পাশাপাশি অন্যান্য বছরের মতো আইপিএল ১৯ মরশুমেও আরসিবির হোম ম্যাচ খেলার কথা এই মাঠেই। কিন্তু কমিশনের এই রিপোর্টের পর সবটাই বিশ বাঁও জলে। কারণ কমিশনে স্পষ্ট করে দিয়েছে, যে স্টেডিয়ামে ভিড় সামলানো, আপকালীন পদক্ষেপ করা এবং যানজট নিয়ন্ত্রণে রাখার দক্ষতা থাকবে, তাদেরই এই ধরনের বড় ইভেন্ট আয়োজন করা উচিত।

তবে প্রশ্ন উঠছে, ১৯৭৪ সালে তৈরি এই মাঠেই এতদিন নানা নামী টুর্নামেন্ট আয়োজিত হয়েছে। তাহলে এখন সুরক্ষা নিয়ে কেন প্রশ্ন তোলা হচ্ছে। কমিশনের দাবি, আন্তর্জাতিক মানের একাধিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা চিন্নাস্বামীতে নেই। যেমন, মাঠের বাইরে দর্শকদের অপেক্ষার জায়গা নেই। প্রবেশ এবং বাহির গেটের সংখ্যা কম। পাশাপাশি স্টেডিয়ামের আশপাশের পরিবহন ব্যবস্থাও বিশেষ ভালো নয়। এই রিপোর্টের পর এবার কোন পথে হাঁটে কর্তৃপক্ষ, সেটাই দেখার।

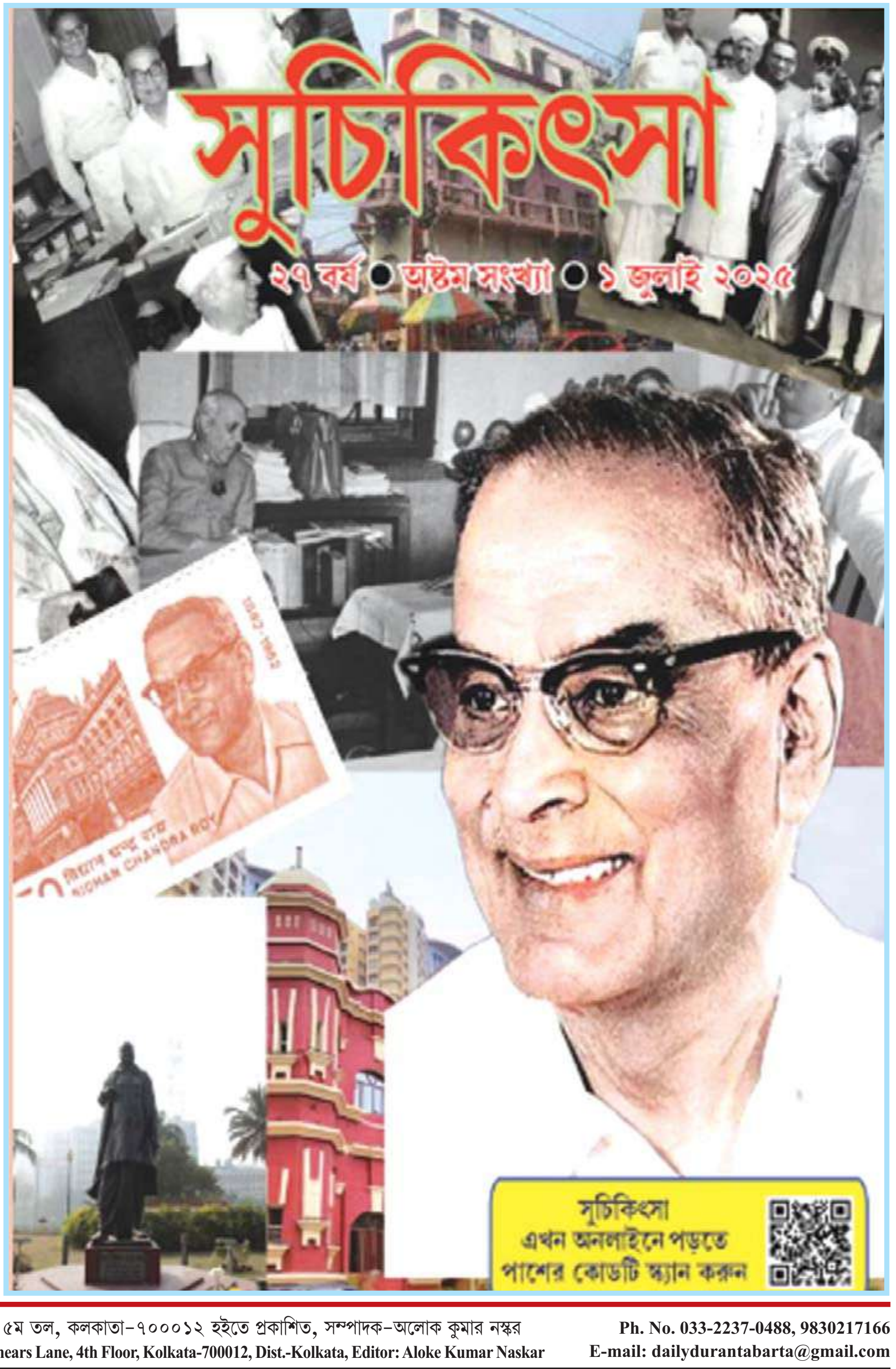

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com